বহ্নি-পতঙ্গ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশীলা গঙ্গোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক নাট্যরূপে রূপান্তরিত।

॥ শ্রীগুরু লাইব্রেরী ॥

॥ কলিকাতা ছয় ॥

প্রকাশক :

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস-সি.

২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট :

শ্রীধীরেন বল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

শ্রীগুরু আর্ট প্রেস

৫০বি, মধু রায় লেন

কলিকাতা ৬

মুদ্রণ :

শ্রীকানাইলাল ঘোষ

বিহার-বেঙ্গল প্রেস

৭১নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ :

রাস পূর্ণিমা, ১৩৬৪

মূল্য—দুই টাকা।

চরিত্র—পরিচয়

—পুরুষ—

ব্যোমকেশ বক্সী	...	সত্যান্বেষী
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ঐ বন্ধু
পুরন্দর পাণ্ডে	...	পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
রতিকান্ত চৌধুরী	....	" ইন্সপেক্টর
দীপনারায়ণ সিং	...	জমিদার
দেবনারায়ণ সিং	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
গঙ্গাধর বংশী	...	ঐ ম্যানেজার
লীলাধর বংশী	...	ঐ সহকারী ম্যানেজার
ডাঃ পালিত	...	চিকিৎসক
ডাঃ জগন্নাথপ্রসাদ	...	ঐ
বেণীপ্রসাদ	...	দেবনারায়ণের বন্ধু
নর্ম্মদাশঙ্কর	...	উচ্ছৃঙ্খল যুবক

রঘুয়া, কনস্টেবলগণ, অতিথিবৃন্দ প্রভৃতি।

—স্ত্রী—

শকুন্তলা	...	দীপনারায়ণের স্ত্রী
চাঁদনী	....	দেবনারায়ণের স্ত্রী
মিস্ মান্না	...	লেডি ডাক্তার

স্থান : পাটনা   সময় : জানুয়ারী ১৯৪৭

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট পুরন্দর পাণ্ডের বসবার ঘর। সন্ধ্যাকাল। পাণ্ডে, ব্যোমকেশ ও অজিত চা পান করতে করতে কথাবার্ত্তা বলছেন]

পাণ্ডে। এতদিন পরে যখন আপনাদের পেয়েছি, এবার বেশ কিছুদিন ধরে রাখবো ব্যোমকেশবাবু। শীতকালটা পাটনা বড় ভাল, যেমন জল-হাওয়া তেমনি ভাল খাবার-দাবার পাওয়া যায়—শাক, শবজি, মাছ, মাংস। হাওয়া বদলের এমন যায়গা আর নেই।

ব্যোমকেশ। (সশব্দে মশা মেরে) ভরসা ত দিচ্ছেন, কিন্তু এদের রক্তপানের বহর দেখে মনে হয় না যে আপনি বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারবেন! একদিকে যেমন দেহে রক্ত বাড়বে অন্যদিক থেকে তেমনি সব মশার পেটে চলে যাবে।

পাণ্ডে। (হেসে) হ্‌'্যা, এই একটা যা অসুবিধা। পাটনার কত পরিবর্ত্তন কত উন্নতি হ'লো কিন্তু মশা তেমনিই রয়ে গেল।

অজিত। তবু ভাল যে পাটনায় শুধু মশাই রক্ত পান করে। কলকাতায় যে মানুষ মানুষের রক্ত পান করছে!

ব্যোমকেশ। কলকাতার কথা ভুলবো বলেই পাটনায় পালিয়ে এসেছি, অজিত। ও আর মনে করিয়ে দিও না।

পাণ্ডে। ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়, ব্যোমকেশ বাবু? নোয়াখালির ঢেউ এই বিহারের বুকেই কি কম ধাক্কা দিয়ে গেছে? আসলে জাত হিসাবে আমরা এখনো সাবালক হই নি, তাই সামান্য অজুহাতেই কামড়াকামড়ি সুরু করে দি, এতটুকু ভেবে দেখি না।

অজিত। সভ্য হতে আমাদের যে অনেক দেরী আছে, এটা তারই প্রমাণ।

পাণ্ডে। কোনো কথাই আমাদের মনে ভালভাবে দাগ কাটে না, স্থায়ী হয় না। যখন যে রকম আবহাওয়ার মধ্যে পড়ি, সব ভুলে গিয়ে সেই আবহাওয়াতেই নৃত্য করতে সুরু করে দি। তাই গান্ধীজীর কথায় হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই বলে গলাগলি করি আবার পরক্ষণেই আর এক-জনের কথায় গলা কাটাকাটি করতে সুরু করি। আসলে সমস্তই আমাদের সাময়িক উন্মাদনা, পাগলামি—

ব্যোমকেশ। এই পাগলামির মধ্যে যারা আসল অপরাধী তারা কিন্তু বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে! শুধু তাই নয়, নিজেদের দলও ভারী করে নিল।

পাণ্ডে। ঠিক বলেছেন। এক গত মহাযুদ্ধ, তারপর এই সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি। ঠগ, জোচ্চোর, খুনী, বদমায়েসের সংখ্যা যে কি ভীষণ বেড়ে গেছে, তা আমরা, পুলিশের লোকরা ভালভাবে বুঝতে পারছি। আগে যে সব অপরাধ কল্পনাও করতে পারতাম না, সেই সব অপরাধ নিত্য-নিয়ত ঘটছে। বিদেশী সেপাইরা এসে নানারকম বিজাতীয় বজ্জাতি শিখিয়ে গেছে, কত রকম নেশার জিনিষ, কত রকম বিষ যে দেশে ঢুকেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। এই সেদিন, পাটনায় একটা অতি সাধারণ ছিঁচকে-চোরের কাছ থেকে এক শিশি ওষুধ বেরুল—পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা একটা সাংঘাতিক বিষ, সাউথ আমেরিকায় তার জন্মস্থান।

ব্যোমকেশ। কি বিষ? কিউরারী? (মশা মারল)

পাণ্ডে। হঁ্যা। নাম জানেন দেখছি। এমন সাংঘাতিক বিষ যে রক্তের সঙ্গে এক বিন্দু মিশলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। যে শিশিটা পাওয়া গেছে তা দিয়ে সমস্ত পাটনা সহরটাকে শেষ করে দেওয়া যায়। ভেবে দেখুন এই রকম কত শিশি আমদানী হয়েছে।

অজিত। ও বিষটা কোথাও ব্যবহার হয়েছে, প্রমাণ পেয়েছেন না কি?

পাণ্ডে। অজিতবাবু, আমাদের দেশে কোথায় কাকে বিষ খাইয়ে মারা হচ্ছে সব খবর কি পুলিশের কানে পৌঁছায়? মড়া পোড়ানর জন্যে সব সময় একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেটেরও দরকার হয় না! নেহাৎ যারা গণ্যমান্য লোক তারা বেঘোরে মরলে হয়ত একটু হৈচৈ হয়, তাও আত্মীয় স্বজনেরা চাপা দিয়ে দেয়। অথচ আমার বিশ্বাস এ দেশে বিষ খাইয়ে খুন করার সংখ্যা খুব কম হবে না।

ব্যোমকেশ। আচ্ছা পাণ্ডেজী, আপনারা যে এই সব বিষ আর মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেন এগুলো নিয়ে কি করেন বলুন ত?

পাণ্ডে। কি আর করবো? কয়েকদিন আমাদের কাছে থাকে, তারপর হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে আর কতটুকু? বেশীর ভাগই ত চোরা বাজারে চারিয়ে আছে, যার দরকার তার কিনে ব্যবহার করার কোনো বাধা নেই। (একটু থেমে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) যুদ্ধ আর রাষ্ট্র-বিপ্লব সভ্য মানুষকে অসভ্য করে তোলে, তখন বিবেক বুদ্ধির সুযোগ খসে পড়ে, কাঁচা-খেকো জানোয়ারটি বেরিয়ে আসে। কী ঠুন্‌কো আমাদের সভ্যতা! আসলে আমরা বর্ব্বর।

ব্যোমকেশ। ঠিক বলেছেন, আসলে আমরা বর্ব্বরই বটে। কিন্তু

যখন সভ্যতা থেকে বর্ব্বরতায় ফিরে যাই তখন সভ্যতার একটা গুণ ভুলি না। মুখোস অত সহজে খসে না, পাণ্ডেজী, জানোয়ারটিকে খুঁজে বার করতে সময় লাগে। বাইরে শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ জীব আর ভিতরে তীক্ষ্ণ নখদন্ত—এইটাই সবচেয়ে ভয়াবহ। (মশা মারল)

[বাইরে ভারী জুতার শব্দ শোনা গেল, পরক্ষণে কলিং বেল বেজে উঠলো।]

পাণ্ডে। Come in, please.

[পুলিশের পোষাক পরা একটি বছর ত্রিশের যুবক ঘরে ঢুকে স্যালুট করল। দীর্ঘ, দৃঢ় সুন্দর চেহারা।]

পাণ্ডে। কি খবর রতিকান্ত ?

রতিকান্ত। Good evening, Sir একটা নেমন্তন্নের চিঠি আছে (খাম দিল)।

পাণ্ডে। কিসের নেমন্তন্ন ? তোমার বিয়ের না কি ?

রতিকান্ত। আমার বিয়ে আর কে দেবে Sir ! দীপনারায়ণ সিং নেমন্তন্ন করেছেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় পার্টি।

পাণ্ডে। (খাম খুলতে খুলতে) কিন্তু নেমন্তন্নের চিঠি তুমি নিয়ে এলে যে ?

রতিকান্ত। কি করি Sir বড় মানুষ কুটুম্ব কোনদিন মিনিষ্টার হয়ে যাবেন, তাই খাতির রাখতে হয়। মাঝে মাঝে যাই সেলাম বাজাতে, আজও গিয়েছিলাম, তা পুলিশ অফিসারদের নিমন্ত্রণ পত্রগুলো আমাকেই বিলি করতে দিলেন।

পাণ্ডে। (কার্ড পড়ে) হু, গুরুতর ব্যাপার দেখছি। উপলক্ষটা কি ?

রতিকান্ত। অনেক দিন রোগভোগ করে উঠেছেন তাই বন্ধুবান্ধবদের চা খাওয়াচ্ছেন। সহরের গণ্যমান্য সকলকেই ডেকেছেন।

পাণ্ডে। কিন্তু আমি ত যেতে পারবো না, রতিকান্ত।

রতিকান্ত। কেন Sir? কাল কি কোথাও inspectionএ বেরুচ্ছেন না কি?

পাণ্ডে। না, আমার এই বন্ধুদুটি কলকাতা থেকে এসেছেন। আমার কাছেই উঠেছেন—

[রতিকান্ত ব্যোমকেশ ও অজিতের দিকে দেখে স্যালুট করল। এরাও প্রতিনমস্কার জানালেন]

রতিকান্ত। আচ্ছা, আমি তা হলে চলি, Sir।

পাণ্ডে। সে কি? বোসো, চা খেয়ে যাও।

রতিকান্ত। চা আর একদিন হবে, আজ আর বসব না। এখনো কয়েকখানা চিঠি বিলি করা বাকী রয়েছে। Good night, Sir।

পাণ্ডে। Good night।

[স্যালুট করে রতিকান্ত বেরিয়ে গেল]

ব্যোমকেশ। বাঃ খাসা চেহারা ছোকরার। নীল চোখ, টকটকে রং—যেন রাজপুত্তুর!

পাণ্ডে। নেহাৎ মিথ্যে বলেন নি। ওর পূর্ব্বপুরুষেরা মস্ত তালুকদার ছিল, রাজারাজড়ারই সামিল। এখন অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে তাই রতিকান্তকে চাকরী নিতে হয়েছে। ভারী বুদ্ধিমান আর কাজের ছেলে। লেখাপড়াও মন্দ করেনি, বি, এস, সি পাস।

অজিত। আজকাল বড় ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা পুলিশে ঢুকছে, এটা সুলক্ষণ বলতে হবে!

ব্যোমকেশ। (সিগারেট ধরাতে ধরাতে) দীপনারায়ণ সিং কে?

পাণ্ডে। নাম শোনেন নি? বিহারের একজন প্রচণ্ড জমিদার,

সালিয়ানা আয় দশ লাখ টাকার ওপর, উপরন্তু তেজারতি কারবার আছে। লোকটি কিন্তু ভাল, দান-ধ্যান, স্কুল, ধর্ম্মশালা ইত্যাদি করে যথেষ্ট নাম করেছেন। সরকারী মহলেও অগাধ প্রতিপত্তি। কিন্তু বুড়োবয়সে ভদ্রলোক একটা ভুল করে ফেলেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে তরুণী ভার্য্যা গ্রহণ করেছেন।

ব্যোমকেশ। সাবেক গৃহিণী বর্ত্তমান থাকতে ?

পাণ্ডে। না, অতটা নয়, তিনি বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। বছর খানেক আগে নতুনটি এসেছেন। ভদ্রলোককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না ; ছেলেপুলে নেই, একটা ভাইপো আছে কিন্তু সেটা ঘোর অপদার্থ। এই রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার একটা লোক চাই ত !

অজিত। তা হলে বুড়োবয়সে বিয়ে করে দীপনারায়ণ সিং ভুলটা কী করেছেন ? বংশরক্ষা ত দরকার।

পাণ্ডে। বংশরক্ষা এখনো হয় নি, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা দীপনারায়ণ সিং রূপে মুগ্ধ হয়ে জাতের বাইরে বিয়ে করেছেন—সিভিল ম্যারেজ।

ব্যোমকেশ। তরুণীটি বুঝি সুন্দরী ?

পাণ্ডে। অপরূপ সুন্দরী। আর শুধু তাই নয়, কলানিপুণা। নাচতে গাইতে জানেন, ছবি আঁকতে জানেন এবং এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির বি, এ-তে ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট।

অজিত। দীপনারায়ণ সিং ত প্রগতিশীল ব্যক্তি দেখছি।

পাণ্ডে। আগে এতটা ছিলেন না। এতদিন ওঁর বাড়ীতে মেয়েদের পর্দ্দা ছিল, এখন একেবারে পর্দ্দা ফাঁক।

অজিত। পাণ্ডেজী, আপনি বুঝি পর্দ্দার পক্ষপাতী ?

পাণ্ডে। মোটেই নয়, কিন্তু বিহারের লোক এখনো মন থেকে পর্দ্দাপ্রথা ত্যাগ করতে পারে নি, তাই মেয়েদের একটু স্বাধীনতা দেখলেই তারা কানাঘুষো করে, চোখ ঠারাঠারি করে।

অজিত। চোখ ঠারাঠারি করে বলেই কি একটা কুপ্রথাকে ধরে রাখতে হবে ?

পাণ্ডে। আমাকে ভুল বুঝবেন না অজিতবাবু, সে কথা আমি বলছি না। তবে কুপ্রথা ভাঙবার গোঁড়ামিতে মেয়েদের অযথা অসম্মানের সামনে ঠেলে দেওয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার।

অজিত। কিন্তু মেয়েদের সম্মান করার শিক্ষাটা যতদিন সাধারণ মানুষের না হচ্ছে ততদিন এই অস্বাস্থ্যকর, সাবেকী সামাজিক অন্যায়কে ত প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না ?

ব্যোমকেশ। অজিত, যে রোগের ওষুধ হিসাবে পর্দ্দার চলন হয়েছিল সে রোগ কেটে গেলে পর্দ্দার অবসান আপনা থেকেই হবে। আর তা যদি না হয় তা হলে বুঝতে হবে গলদ কাটেনি। অনর্থক চেঁচিয়ে কোন ফল পাওয়া যাবে না।

অজিত। (উত্তেজিত ভাবে) অর্থাৎ দোষ দেখলেও তার প্রতিবাদ করবো না ?

ব্যোমকেশ। (হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা প্রতিবাদ কর। কিন্তু অচলায়তন অত সহজে নড়াতে পারবে না।

পাণ্ডে। চলুন ভিতরে যাওয়া যাক্, গৃহিণী খাওয়া দাওয়ার কতটা কি করলেন দেখা যাক্। নারী প্রগতিই বলুন আর স্ত্রী-স্বাধীনতাই বলুন, দক্ষিণ হস্তের সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে ভাবতেই ভয় করে।

গৃহিণীরা যদি রান্নাঘর ছেড়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তা হলে আমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন অজিতবাবু? শেষ পর্য্যন্ত হাতা-বেড়ি ধরতে হবে, অর্থাৎ পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া।

[তিনজন হেসে ভিতরে যাবার জন্যে উঠলেন]

অজিত। কিন্তু পাণ্ডেজী, আপনি ত বললেন না বুড়োবয়সে বিয়ে করে দীপনারায়ণ সিং ভুলটা কি করেছেন?

পাণ্ডে। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যাটাই ত ভুল অজিতবাবু, তা ছাড়া—

(টেলিফোন বেজে উঠলো। পাণ্ডে ধরলেন)

হ্যালো···হ্যাঁ, পুরন্দর পাণ্ডে বলছি···ও, দীপনারায়ণ সিং কথা বলতে চান? বেশ ত···নমস্তে, নমস্তে···হ্যাঁ, রতিকান্ত একটু আগে দিয়ে গেছে··· আমার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাড়ীতে অতিথি···বন্ধুদেরও নিয়ে যাব?··· তা, ওঁরা এখানেই রয়েছেন, জিজ্ঞাসা করে বলছি, একটু অপেক্ষা করুন। (টেলিফোনের মুখে হাতচাপা দিয়ে) দীপনারায়ণ সিং বলছেন আমি ওঁর পার্টিতে না গেলে বড় দুঃখিত হবেন। আপনাদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছেন। কি বলেন?

ব্যোমকেশ। মন্দ কি? একটা নূতনত্ব হবে। কি বল অজিত?

অজিত। ভালই ত। আমার কোন আপত্তি নেই।

পাণ্ডে। আচ্ছা, তা হলে জানিয়ে দি। (টেলিফোনে) হ্যালো··· হ্যাঁ, ওঁরা আপনার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেছেন···ওঁদের কার্ড আমার কাছেই পাঠিয়ে দেবেন···মিঃ বি, বক্সী আর মিঃ এ, ব্যানার্জ্জী···আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে···আচ্ছা···নমস্তে। (ফোন রাখলেন) চলুন, এবার নারীরাজ্যে প্রবেশ করা যাক্—

[তিনজনে হাসতে হাসতে ভিতরে গেলেন]

২য় দৃশ্য

[পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। দীপনারায়ণ সিংএর বাড়ীতে টি-পার্টি। প্রকাণ্ড হলঘর, তার স্থানে স্থানে সোফা সেট ইত্যাদি সাজান। অনেক পুরুষ ও মহিলা অতিথি, এক একটি সোফা সেটে দল করে বসেছেন ও গল্পগুজব করছেন। তক্‌মা আঁটা ভৃত্যেরা চা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ঘোরাঘুরি করে পরিবেশন করছে। ঘরের প্রায় মাঝামাঝি একটা পালঙ্কের মত আসন, তাতে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন দীপনারায়ণ সিং ও আগন্তুক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স, দুর্ব্বল ম্লান চেহারা, দীর্ঘ রোগভোগ করে উঠেছেন। ব্যোমকেশ, অজিত ও পাণ্ডে প্রবেশ করলেন]

দীপ। আসুন, আসুন মিঃ পাণ্ডে—। শ্রীমতিজী কোথায়?

পাণ্ডে। নমস্তে। তিনি আসতে পারলেন না, একটু জরভাব হয়েছে।

দীপ। কি আফশোষের কথা! এই বুঝি আপনার বন্ধুরা?

পাণ্ডে। আলাপ করে দি—ইনি মিঃ বক্‌সী আর ইনি মিঃ ব্যানার্জ্জী—

(পরস্পরকে নমস্কার জানালেন)

ব্যোমকেশ। আপনার রোগমুক্তির জন্যে অভিবাদন জানাচ্ছি।

দীপ। হ্যাঁ, ভগবানের কৃপায় খানিকটা সামলে উঠেছি। আপনাদের পায়ের ধুলো এ গরীবখানায় পড়লো তার জন্যে আমি বড় আনন্দিত। পাণ্ডেজীর বন্ধুরা আমারো বন্ধু। আমি অসুস্থ মানুষ, আপনাদের দেখা-শোনা করতে পারছি না। এ বাড়ী নিজেদের বাড়ী বলেই মনে করবেন—

অজিত। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তা আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন ত?

দীপ। হ্যাঁ, তবে এখনো একটু দুর্ব্বল আছি। নেহাৎ ডাঃ পালিত

ছিলেন, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। ডাক্তারবাবু, আসুন না এদিকে, নতুন মেহমানদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—

[সাহেবী পোষাক পরা মোটাসোটা এক প্রৌঢ় ঘরের কোণে একলা বসে এতক্ষণ এঁদের কথাবার্তার দিকে নজর রাখছিলেন। দীপনারায়ণের ডাকে উঠে কাছে এলেন]

ইনি হলেন ডাঃ পালিত, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। আমাকে যমের মুখ থেকে টেনে এনেছেন।

পালিত। (অপ্রস্তুত ভাবে) ডাক্তারের যা কর্ত্তব্য তার চেয়ে বেশী ত কিছু করিনি সিংজী। তা ছাড়া চিকিৎসা আমি করলেও সহরের বড় বড় ডাক্তার সকলেই দেখেছেন। ত্রিদিব বাবু—

(স্পোর্টস ড্রেস পরা এক সুদর্শন যুবক ঘরে ঢুকলো)

দীপ। আরে নর্ম্মদাশঙ্কর, এত দেরী হল যে? এ বেশে কেন ?

নর্ম্মদা। সোজা ক্লাব থেকে আসছি। কাল সকালেই এলাহাবাদ যাচ্ছি টেনিস টুর্ণামেণ্ট খেলতে, তারই নানা ব্যবস্থা করতে করতে দেরী হয়ে গেল। আসতে যে পারবো তাই ভাবতে পারি নি। তা, মিসেস সিংকে দেখছি না ত ?

দীপ। পাশের ঘরে—

নর্ম্মদা। আচ্ছা, দেখা করে আসি।

[নর্ম্মদা পাশের ঘরে গেল। আরো কয়েকজন অতিথি এলেন]

দীপ। ডাক্তার সাহাব, আপনি এঁদের একটু দেখা শুনা করুন। আইয়ে, আইয়ে রামখিলাউনজী, ইৎনা দের কেঁও হো গিয়া—

[অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এঁরা চারজন

এগিয়ে এসে ঘরের কোণে একটা সোফা সেটে বসলেন। ভৃত্য চা ও খাদ্যসামগ্রী দিয়ে গেল। সকলে আহারে মন দিলেন]

পাণ্ডে। সিংজীর রোগটা হয়েছিল কি ?

পালিত। রোগ কি একটা ? হার্ট, লিভার জড়িয়ে সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। তার ওপর বয়স হয়েছে, বুঝতেই ত পারছেন, দেহের Resistance নেই বললেই হয়। যা হোক্, এ যাত্রা সামলে উঠেছেন, তবে এনিমিয়া এখনো রয়েছে ; তাই নিয়মিত লিভার ইঞ্জেকসন্ চলছে। আরো কিছুদিন ভালভাবে দেখাশোনা করতে হবে।

অজিত। কতদিন ধরে ভুগছেন ?

পালিত। রোগের সূত্রপাত অনেকদিন থেকে তবে মাস ছয়েক থেকে খুবই সঙ্গীন অবস্থা চলছিল। উত্থানশক্তি রহিত হওয়ার পরেও জমিদারীর নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছিল, শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমনি খারাপ হয়েছিল যে আমি ত হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলাম, তা মত করাতে পারলাম না। শেষকালে জোর করে আলাদা ঘরে, নার্সের তত্ত্বাবধানে রাখি। বাড়ীর কাউকে সেখানে ঢুকতে দিতাম না। তবে কোন গতিকে সামলে উঠেছেন। বড়মানুষ রুগী, তার ওপর সে যদি বন্ধু হয়, তার চিকিৎসার ভার নেওয়া যে কত বড় দায়িত্ব তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

[ইতিমধ্যে একটি অস্বাভাবিক রকম রোগা ও লম্বা সাহেবী পোষাক পরা যুবক ঘরে ঢুকে দীপবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল। চালে চলনে খুব দাম্ভিক প্রকৃতির লোক মনে হয়]

ব্যোমকেশ। দীপবাবুর সঙ্গে কথা বলছে, ওটি কে ?

পালিত। (ঘুরে দেখে) ওটি ডাঃ জগন্নাথ প্রসাদ। নতুন পাশ

করেছে, তাই ধারণা যে আমরা, বুড়োরা, ডাক্তারীর কিছুই জানি না।

পাণ্ডে। নিউ মার্কেটে ডিস্পেন্সারী করেছে না ?

পালিত। হ্যাঁ, প্রায় আমার দোকানের উল্টোদিকে। মাঝে মাঝে সেখান থেকে আমাকে শুনিয়ে বেশ হাঁকডাক ছাড়ে ঘোড়া জগন্নাথ—

পাণ্ডে। ঘোড়া জগন্নাথ ! বাঃ, বেশ লাগসৈ নাম দিয়েছেন ত ?

পালিত। চেহারা ত বটেই তা ছাড়া নাক দিয়ে ঠিক ঘোড়ার মতনই আওয়াজ করে। তবে নামটা আমার দেওয়া নয়, ওটা ওর বন্ধুদেরই দেওয়া।

[এঁরা কথা বলতে বলতে ওর দিকে তাকাচ্ছেন দেখে জগন্নাথ এঁদের কাছে এগিয়ে এল]

জগন্নাথ। এই যে, ডাঃ পালিত। আরে, মিঃ পাণ্ডে যে ! ডাঃ পালিতকে হাতকড়া পরাচ্ছেন নাকি ? আগেই জানতাম এ রকম একটা কিছু হবে ! আজকালকার ওষুধ সব বড় কড়া ডাঃ পালিত, না বুঝে দিলে রুগী মরতে দেরী হয় না।

পালিত। (বিরক্ত ভাবে) থাক্, থাক্। আপনার চাষাড়ে রসিকতা সব সময় চলে না।

জগন্নাথ। আহা, চটছেন কেন ? আপনার ত এখন পোয়া বারো। দীপবাবুকে ছ' মাস বিছানায় শুইয়ে রেখে কম পয়সা ত পেটেন নি ! গোটাকতক পেনিসিলিন দিলে দু'দিনে যে সেরে উঠতো তাকে ছ' মাস বিছানায় ফেলে আজ এমেটিন কাল ডিজিটালিস্ পরশু লিভার ইন্‌জেকসন দিয়ে দিয়ে একটা ফয়লাও ব্যাপার দাঁড় করিয়ে দিলেন। নাঃ, ডাক্তারী ব্যবসাটা আপনার কাছ থেকে শিখে নিতে হবে ডাঃ পালিত—

পালিত। বটে !

জগন্নাথ। (নাকে শব্দ করে) নয়ত আর কি! রুগীও নয়, রোগও নয়—শুধু পয়সা আর পয়সা—

পাণ্ডে। (বাধা দিয়ে) ডাঃ প্রসাদ, নতুন ডিস্পেন্সারী খুলেছেন, কিন্তু খবর পেলাম **dangerous drugs** এর জন্য এখনো **license** নেন নি! এটা **illegal** জানেন না বঝি?

জগন্নাথ। হেঁ, হেঁ—কাজের তাড়ায় ভুলে গিয়েছিলাম মিঃ পাণ্ডে। কালই আমি **apply** করে দেব, আর ভুল হবে না। (এদিক ওদিক চেয়ে) মাফ করবেন—হেঁ হেঁ—

[দ্রুত পিছনের দিকে গিয়ে অন্য অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে সুরু করলেন]

ব্যোমকেশ। আহা, ভদ্রলোককে একেবারে দমিয়ে দিলেন পাণ্ডেজী।

পাণ্ডে। চালিয়াৎ, **Bully**! মুগুর না হলে এ সব কুকুরকে সায়েস্তা করা যায় না।

[পিছনের দিকে একটা সোফাসেটে বসে একজন অসম্ভব মোটা লোক ও তার পার্শ্ববর্তী দুজন বন্ধু উৎকট হাসি সুরু করে দিল। সকলের নজরই সেদিকে গিয়ে পড়লো]

অজিত। ও বাবা, একি মূর্ত্তি! এটি আবার কে?

পাণ্ডে। দীপবাবুর ভাইপো দেবনারায়ণ—

পালিত। একটি আস্ত গজকচ্ছপ। যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। **congenital idiot**, তার ওপর **advanced thyroid deficiency**—

ব্যোমকেশ। সঙ্গের লোক দুটি কারা?

পালিত। ওই যেটির কোঁকড়া চুল আর গোঁফ, ও হচ্ছে দেবনারায়ণের

বিদূষক, মানে ইয়ার, নাম বেণীপ্রসাদ। আর অন্যটি হলেন লীলাধর বংশী—দীপবাবুর এস্টেটের অ্যাসিস্‌টাণ্ট ম্যানেজার এবং দেবনারায়ণের অ্যাসিস্‌টাণ্ট বিদূষক।

পাণ্ডে। একেবারে ত্রিমূর্ত্তি দেখছি!

ব্যোমকেশ। এ রকম মারাত্মক হাসির কারণ ত কিছু দেখছি না।

পালিত। বোধ হয় বিদূষকরা রসের কথা কিছু বলেছিল, কিম্বা নেশার মাত্রাধিক্য হয়ে গেছে।

[ইতিমধ্যে রেশমী পাগড়ী বাঁধা এক বৃদ্ধ দেবনারায়ণ ও তার বন্ধুদের গিয়ে ভৎসনার সুরে কিছু বলাতে তারা হাসি থামান। দেবনারায়ণ পকেট থেকে প্রকাণ্ড পানের ডিবা বার করে একসঙ্গে কয়েক খিলি মুখে পুরে চিবোতে লাগল।

পালিত। লীলাধরের বাবা গঙ্গাধর বংশী, এস্টেটের বড় কর্ত্তা অর্থাৎ ম্যানেজার। গভীর জলের মাছ।

[বৃদ্ধের নজর এঁদের দিকে পড়াতে তিনি এগিয়ে এলেন]

গঙ্গাধর। নমস্তে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহাব, তবিয়ৎ শরিফ্‌ ত?

পাণ্ডে। হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে এক রকম। তারপর আপনার খবর কি? আজকাল বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ পাই না যে?

গঙ্গাধর। হুজুর মা বাপ, আপনার দয়াতেই ত বেঁচে আছি। এ ক' মাস বড়ে মালিকের অসুখের জন্য কাজকর্ম্ম কিছুই দেখতে পারি নি। মালিক এখন সেরেছেন, এবার আবার অনেকবারই আপনার শরণাপন্ন হতে হবে। জমিদারীর কামকাজ আপনাদের ভরোসা না থাকলে কি চালান যায় হুজুর?

পাণ্ডে। হুঁ। ইন্সপেক্টর চৌধুরীকে দেখছি না যে ?

গঙ্গাধর। কি জানি, আমিও রতিকান্ত সাহাবকে দেখি নি। হয় ত থানায় আটকে গেছেন কিম্বা ও ঘরে কমিশনার সাহেব রয়েছেন, সেখানেও থাকতে পারেন।

পাণ্ডে। কমিশনার সাহেবও এসেছেন না কি ? (অন্যদের) আপনারা বসুন, আমি একবার ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি ! (উঠলেন)

গঙ্গাধর। চলুন, হুজুর আমার সঙ্গে চলুন।

[দু'জনে পাশের ঘরে গেলেন]

ব্যোমকেশ। গভীর জলের মাছই বটে !

পালিত। আর বলবেন না। মুখে বিনয়ের বৈতরণী কিন্তু পেটে পেটে কার যে সর্ব্বনাশের মৎলব আঁটছেন তা বোঝা শিবের অসাধ্য। দীপবাবুকে এমন বশ করে রেখে দিয়েছেন যে ওঁর কথায় ওঠেন বসেন। তা না হ'লে ঐ হতভাগা ছেলেটা অ্যাসিস্‌টাণ্ট ম্যানেজার হয়।

[ভৃত্য পান সিগারেট ইত্যাদি দিয়ে গেল। নর্ম্মদাশঙ্করের সঙ্গে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী ঘরে ঢুকলেন, সুন্দর সুমার্জ্জিত বেশ। ঠিক এঁদের পিছনে প্রবেশ করলেন আর একটি তরুণী, রূপবতী কিন্তু স্বল্প স্থূলকায়া। প্রচুর বেশভূষা কিন্তু সুরুচিবিহীন। প্রথম জন সকলকে অভিবাদন জানাতে জানাতে এগিয়ে আসতে লাগলেন এবং শেষে দীপনারায়ণের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলেন]

অজিত। ইনিই কি মিসেস দীপনারায়ণ সিং ?

পালিত। হ্যাঁ। শকুন্তলা দেবী।

ব্যোমকেশ। রূপ দেখে বোঝা যায় দীপনারায়ণ সিং কেন এ বয়সে অসবর্ণ বিবাহ করেছেন!

পালিত। হ্যাঁ, এ রকম রূপ দেখলে পুরাকালের মুনি ঋষিদেরও বিভ্রম হোতো। প্রৌঢ় বিপত্নীক দীপবাবু যে পতঙ্গের মত এই বহ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু—নাঃ, এ অসম্ভব!

ব্যোমকেশ। কি অসম্ভব ডাঃ পালিত?

পালিত। (সামলে নিয়ে) না, কিছু নয়। অনেক দিন পরে শকুন্তলা দেবীকে এমন সামনাসামনি দেখছি। মনে হচ্ছে রূপ যেন আগের চেয়ে দশগুণ বেড়ে গেছে।

[ডাঃ পালিতের সঙ্গে চোখোচোখি হতে শকুন্তলা ও অন্য তরুণী এঁদের কাছে এলেন। এঁরা উঠে দাঁড়ালেন]

শকুন্তলা। নমস্তে, ডাঃ পালিত। আজকের এই উৎসবের পিছনে আপনার দান যে কতখানি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ভগবান জানেন আপনার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ।

পালিত। এ সব কথা বলে লজ্জা দেবেন না মিসেস সিং। আসুন, আমার এই নতুন বন্ধু দুটির সঙ্গে আলাপ করে দি। মিঃ বকসী,—মিঃ ব্যানার্জ্জী। আর ইনি মিসেস দীপনারায়ণ সিং, আর ইনি মিসেস দেবনারায়ণ সিং—

(নমস্কার বিনিময় হল)

এ-রা কলকাতা থেকে দিনকতকের জন্যে হাওয়া বদলাতে এসেছেন, মিঃ পাণ্ডের কাছে।

শকুন্তলা। কলকাতাতে কি এখনো গোলমাল চলছে? কাগজে আর বিশেষ খবর থাকে না—

ব্যোমকেশ। কাগজওয়ালাদের কাছে ও সব খবর পুরোন হয়ে গেছে। প্রকাশ্য গলা কাটাকাটি এখন থেমেছে বটে, কিন্তু আড়ালে আবডালে খুন জখমের কোনো কমতি নেই।

শকুন্তলা। আপনারা পাটনায় এখন কিছুদিন আছেন ত?

অজিত। হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছা শীতকালটা এখানেই কাটিয়ে যাব।

শকুন্তলা। তা হলে ত ভালই। মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসবেন। আজকের আসাটাই যেন শেষ আসা না হয়।

ব্যোমকেশ। আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয়ই আসবো।

[কয়েকজন অতিথি বিদায় নেবার জন্যে দীপনারায়ণের কাছে এলেন। তিনি শকুন্তলাকে ডাকলেন]

দীপনারায়ণ। শকুন্তলা!

শকুন্তলা। (ডাক শুনে) মাফ করবেন, ডাক পড়েছে অতিথি সংকারের। আবার যেন দেখা হয়—

ব্যোমকেশ। নিশ্চয়ই—

[শকুন্তলা ও অন্য তরুণী দীপনারায়ণের কাছে গিয়ে অতিথিদের বিদায় জানাতে লাগলেন]

অজিত। মিসেস দেবনারায়ণ সিংএর এখনো পর্দ্দার ঘোর কাটেনি বলে মনে হচ্ছে।

পালিত। চাঁদনীর কথা বলছেন? কাটবে কি করে বলুন, অতি অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে, পড়েছে একটা ঘোর অপদার্থের হাতে, নেশা ছাড়া যে আর কিছু জানে না। তারপর শকুন্তলা আসার আগে পর্য্যন্ত এ

বাড়ীতে মেয়েদের ঘোমটা খোলার রেওয়াজ ছিল না। এ ক'মাসে আর কত হবে ?

ব্যোমকেশ। ভদ্র মহিলা শকুন্তলা দেবীর মুগ্ধ ভক্ত, ছায়ার মত অনুসরণ করছেন। একজন মেয়ের প্রতি আর একজন মেয়ের এরকম ভাব কিন্তু খুব কম দেখা যায়।

পালিত। আপনি চাঁদনীকে জানেন না তাই বলছেন। ও বড় ভাল মেয়ে। ওর মতন মেয়ের একটা স্নেহের পাত্র না থাকলে চলে না। স্বামীকে পেয়েও পায় নি তাই সমবয়সী শকুন্তলার ওপর সবটা মন গিয়ে পড়েছে।

[মিঃ পাণ্ডে শকুন্তলা ও দীপনারায়ণের সঙ্গে কথাবর্ত্তা বলে আবার এঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন। পালিত উঠ্‌লেন]

আচ্ছা, আজ চলি। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে বড় খুসী হলাম। আবার দেখা হবে—

পাণ্ডে। এত সকাল সকাল উঠছেন যে ?

পালিত। হাতে একটা সিরিয়স্ কেস রয়েছে, একবার দেখতে যেতে হবে। তাছাড়া কাল সকালে দীপবাবুকে ইন্‌জেকসন দিতে আসতে হবে।

ব্যোমকেশ। এখনো রোজ ইন্‌জেকসন চলছে নাকি ?

পালিত। রোজ নয়। হপ্তায় একটা করে লিভার দিচ্ছি, আর গোটা দুই দিয়ে বন্ধ করে দেব। (উঠলেন) আচ্ছা নমস্কার। যদি সময় পান ত আমার ডিস্পেন্সারীতে চলে আসবেন। নিউ মার্কেটে—থানার খুব কাছে। গল্পগাছা করা যাবে—

ব্যোমকেশ। পাণ্ডেজীর হাত থেকে ছাড়া পেলে নিশ্চয়ই যাবো—

[ব্যস্তসমস্ত ভাবে রতিকান্ত ঘরে ঢুকলো, পরনে পুলিসের বেশ। ডাঃ পালিতকে দেখে দ্রুতপদে এগিয়ে এলো]

রতিকান্ত। ডাঃ পালিত, একটা খারাপ খবর আছে—

পাণ্ডে। কি ব্যাপার রতিকান্ত ?

[এদের ভাব ভঙ্গী দেখে শকুন্তলা কাছে এলেন]

রতিকান্ত। ডাঃ পালিতের ডিস্পেন্সারীতে চুরি হয়ে গেছে।

পালিত। চুরি ? এই সন্ধ্যাবেলা !

রতিকান্ত। এখানে আসার পথে নিউ মার্কেট ঘুরে আসছিলাম, পথে আপনার দোকানের দরজা খোলা দেখে গিয়ে দেখি তালা ভাঙ্গা। ভিতরে গিয়ে দেখলাম চোর দেরাজ ভেঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আমি একজন কনসটেবল বসিয়ে এসেছি।

পাণ্ডে। দেরাজে কি টাকাকড়ি ছিল ?

পালিত। টাকা ? দোকানে ত বিশেষ টাকাকড়ি রাখি না। বড় জোর দু চার টাকা—

রতিকান্ত। তবু আপনার গিয়ে দেখা উচিত। টাকা ছাড়া যদি আর কিছু গিয়ে থাকে আপনি বুঝতে পারবেন। আর যদি প্রয়োজন মনে করেন আজ রাত্রেই থানায় এত্তালা পাঠিয়ে দেবেন।

পালিত। বেশ, আমি যাচ্ছি—

পাণ্ডে। আমরাও এবার ফিরবো, চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আসুন, দীপবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেওয়া যাক্। মিসেস সিং, আজ চলি, নমস্তে।

[চারজনে নমস্কার জানালেন, শকুন্তলা প্রতিনমস্কার করলেন]

শকুন্তলা। অশেষ ধন্যবাদ। ডাঃ পালিত! চুরির খবর শুনে বড় দুঃখিত হলাম। কাল সব খবর জানাবেন—কাল ত ইনজেক্‌সনের দিন?

পালিত। হ্যাঁ, কাল দেখা হবে। সকালে এখানেই প্রথমে আসবো।

রতিকান্ত। (শকুন্তলাকে) আসতে বড়ো দেরী হয়ে গেল। খেতে পাবো ত?

শকুন্তলা। (হেসে) পাবেন। আসুন আমার সঙ্গে।

[শকুন্তলা ও রতিকান্ত ঘরের অপর প্রান্তের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পাণ্ডে, ব্যোমকেশ, অজিত ও পালিত দীপনারায়ণ সিংএর কাছে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। অন্যান্য অতিথিরাও যেতে লাগলেন। দেবনারায়ণ ও তার বন্ধুরা আবার উৎকট হাসি সুরু করলো। বিরক্তমুখে দীপনারায়ণ খাট থেকে নেমে গঙ্গাধরের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন]

৩য় দৃশ্য

[পরের দিন সকালবেলা। দীপনারায়ণের শোবার ঘর। আসবাবপত্র কম। একটা সিঙ্গল খাট, মাথার দিকে টেবিলে ওষুধের শিশি ইত্যাদি সাজান। ঘরের এককোণে আর একটি টেবিলের ওপর সাবান, তোয়ালে, হাত-ধোবার গামলা রয়েছে। দরজার কাছে টিপয়ের ওপর টেলিফোন। দু'একটা চেয়ার এদিক ওদিক রয়েছে। খাটের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় দীপনারায়ণ খবরের কাগজ পড়ছেন ও মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন]

দীপ। রঘুয়া—

(রঘুয়া বাইরেই ছিল, ডাক শুনে ভিতরে এল)

রঘুয়া। জী, সরকার—

দীপ। ম্যানেজার বাবু এসেছেন ?

রঘুয়া। জী, বাইরে বসে আছেন।

দীপ। ভিতরে ডেকে নিয়ে আয়—

[রঘুয়া বেরিয়ে গেল। একটু পরে খাতাপত্র বগলে গঙ্গাধর রঘুয়ার সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন। রঘুয়া চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে গেল]

গঙ্গাধর। নমস্তে হুজুর।

দীপ। গঙ্গাধর, অনেকদিন খাতাপত্র দেখতে পারি নি, তাই সকালেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। অনেক খরচপত্র তো গেল, তাই ভাবলাম শরীরটা যখন একটু সুস্থ হয়েছে তখন হিসাবপত্র একটু দেখা উচিত।

গঙ্গাধর। এ ত খুব ভাল কথা। আপনার যখন খুশী দেখতে পারেন। আপনার গোলাম কোথাও কোন খুঁত রাখে নি।

দীপ। হ্যাঁ, তুমি যে কোথাও গোলমাল রাখবে না সে আমি জানি। তবু নগদ কেমন আছে, আদায়পত্র কেমন হচ্ছে এ সব জানতে পারলে সুবিধা হবে। গভর্ণমেন্ট ট্যাক্‌স ভরবারও ত সময় হয়ে এলো—

গঙ্গাধর। তার জন্যে কোন চিন্তা নেই হুজুর। এ বছর ভাল ফসল হওয়ায় মালগুজারী পুরোপুরিই আদায় হয়েছে। তবে ট্যাক্‌স দিয়ে নগদ খুব বেশী থাকবে না। আপনার কথামত হাসপাতালে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্কুল, ধর্ম্মশালা এগুলোর টাকাতে কিছু কম পড়বে বলে মনে হয়। তাছাড়া আপনার লাইফ ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ামগুলোও দিতে হবে।

দীপ। আমার নিজের খাতে কত টাকা আছে?

গঙ্গাধর। তা হুজুর লাখ তিনেক হবে।

দীপ। তবে আর ভাবনা কি? প্রিমিয়াম ওই থেকে দিতে পারবে আর জমিদারীর এ সালের খরচখরচা বাদ দিয়ে যা থাকবে তা থেকে অন্য খরচগুলো দেবে। আমার অসুখের জন্যে স্কুল ধর্ম্মশালা বাদ পড়বে, এ হতে পারে না।

গঙ্গাধর। হুজুর, আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাদ পড়বে কেন? আমি শুধু বলছিলাম যে নগদটা একেবারে কমান ভাল নয়। কখন, কি কাজে হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ে কে বলতে পারে?

দীপ। হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল। ডাঃ পালিতকে যে দশ হাজার টাকা দেবার কথা বলেছিলাম, তা দেওয়া হয়েছে?

গঙ্গাধর। না হুজুর। ভেবেছিলাম ট্যাক্‌সটা ভরবার পর দেব।

দীপ। না, না, অত দেরী কোরো না, এ সপ্তাহের মধ্যেই ওটা দিয়ে দিও। নগদই দিও রসিদ নেবার দরকার নেই, না হলে আবার

ইন্‌কাম-ট্যাক্‌স এর ফেরে পড়ে যাবে।

গঙ্গাধর। আচ্ছা, হুজুর।

দীপ। তুমি তাহলে খাতাপত্রগুলো রেখে এখন যেতে পারো। আমি সময়মত দেখে রাখবো, পরে এসে নিয়ে যেও।

(খাতাপত্র টেবিলের উপর রেখে গঙ্গাধর যাবার উপক্রম করলেন) হ্যাঁ, আর একটা কথা। লীলাধর কাজকর্ম্ম কেমন করছে ?

গঙ্গাধর। (ফিরে এসে) কাজকর্ম্মে ওর খুব মন আছে হুজুর। সব কাজ ও নিজেই করে, আমাকে দেখতেও হয় না।

দীপ। তাই নাকি ? আমি ত দেখছি শুধু দেবনারায়ণের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা আর ইয়ার্কি করে বেড়াচ্ছে !

গঙ্গাধর। (কাঁচুমাচু ভাবে) কাল রাত্রে একটু গোস্তাকি করে ফেলেছে, মাফ করবেন হুজুর। ছোট সরকার ডাকলে ও না যায় কেমন করে ? কিন্তু হুজুর কাজকর্ম্মে ওর মাথা খুব পরিষ্কার।

দীপ। যেমন ছোটসরকার, তেমনি লীলাধর ! শোনো গঙ্গাধর, তোমার কথাতেই ওকে চাকরী দিয়েছি, তাই ও যাতে দেবনারায়ণের মোসাহেবী না ক'রে কাজকর্ম্ম করে সেটা তুমিই দেখবে, বুঝেছ ? তা না হলে ওর জন্যে তোমাকে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে সেটা মনে রেখ।

গঙ্গাধর। নিশ্চয়ই হুজুর, নিশ্চয়ই। আপনি অন্নদাতা, আপনার কাজকর্ম্ম না দেখতে শিখলে, আমি চোখ বুজলে ও দাঁড়াবে কোথায় ? ছেলেমানুষ তাই অন্যায় করে ফেলে মাঝে মাঝে। আমি ওকে ভালভাবে শাসন করে দেব, হুজুর।

দীপ। বেশ, ওর কাজকর্ম্ম আরো কিছুদিন দেখে তবে চাকরী পাকা করার ব্যবস্থা করব। এখন তুমি যেতে পারো।

গঙ্গাধর। জী হুজুর।

[চিন্তান্বিত ভাবে গঙ্গাধর বেরিয়ে গেল। দীপনারায়ণ আবার খবরের কাগজে মন দিলেন। একটু পরে প্রবেশ করলেন শকুন্তলা]

শকুন্তলা। আজ শরীর ভাল আছে ?

দীপ। খুব ভাল আছে শকুন্তলা, খুব ভাল আছে। (খবরের কাগজ রেখে উঠে বসলেন) এই দীর্ঘদিন রোগভোগের পর আজকাল যে কি ভাল লাগছে তা আর কি বলবো ! জানো শকুন্তলা, এ ক' মাস রোগের জন্যে অনেক কষ্ট পেয়েছি কিন্তু সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছি দিনেরাত্রে তোমার দেখা না পেয়ে। এবার আমি আর ডাঃ পালিতের মানা শুনবো না—নার্স দুটোকে বিদেয় করে দেব।

শকুন্তলা। ভগবানের কৃপায় আপনি সেরে উঠেছেন। এখন ডাক্তারের কথা না শুনলে সুস্থ হতে আরো দেরীই হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখন ত আপনার কাছে আসবার অনুমতি পেয়েছি।

দীপ। ডাক্তাররা যাই বলুক না কেন, নিজের স্ত্রীর হাতের সেবা শুশ্রূষা না পেলে মানুষ সুখ পায় না। এই নার্স দুটো যত্ন কিছু কম করে না। কিন্তু ওদের রুটিন বাঁধা যত্নে তৃপ্তি হয় না, এতদিন ত দিবারাত্র ঠিক পুলিসের মত নজরবন্দী করে রেখেছিল, কারুর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করতে দিত না। আজকাল তবু দিনের বেলাটায় ওরা থাকে না বলে একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি—

(শকুন্তলা মৃদু হাসলেন)

না, হাসির কথা নয় শকুন্তলা। আপন জনের সঙ্গে দেখা না করতে দিয়ে চিকিৎসায় যে বেশী কি সুফল পাওয়া যায় তা ডাক্তাররাই জানেন, রুগীর

কিন্তু তাতে মন মেজাজ আরো খারাপই হয়ে যায়। (একটু থেমে) জানো তোমার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার বড়ো দুঃখ হয়, অনুশোচনা হয়।

শকুন্তলা। কেন, আমি কি কষ্টে আছি?

দীপ। না আমি দৈহিক কষ্টের কথা বলছি না। তোমাকে এ বয়সে বিয়ে করা আমার উচিত হয় নি। তোমার সামনে পড়ে আছে সমস্ত জীবন, আর আমি ত তিনকাল কাটিয়ে বসে আছি।

শকুন্তলা। আপনি ত আমার অমতে আমাকে বিয়ে করেন নি?

দীপ। না, তা করিনি কিন্তু আশ্চর্য্য লেগেছিল। তোমার রূপ, যৌবন, শিক্ষা, দীক্ষার মোহ কাটাতে না পেরে, এই বয়সে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি যখন রাজী হলে তখন আশ্চর্য্য না হয়ে পারি নি। কি দেখেছিলে তুমি আমার মধ্যে যার জন্যে এই বুড়োকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলে শকুন্তলা?

শকুন্তলা। আপনি ও সব কথা আর বলবেন না, ওতে আমি দুঃখ পাই।

দীপ। না, না তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না, তবু আমাদের বয়সের তফাতের কথা কি করে ভুলি বল?

শকুন্তলা। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আপনার মন দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আপনার শরীর সেরে উঠুক তা হলে দেখবেন আপনি যা ভাবছেন সব ভুল।

দীপ। আমি ও তাই আশা করে আছি শকুন্তলা। অন্ততঃ তোমার জন্যে আমাকে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে হবে। অর্থের অভাব অবশ্য তোমার কোনদিন হবে না কিন্তু তবু আমার এই সম্পত্তি দেবনারায়ণের হাতে যাবে ভাবলে মাথা ঠিক থাকে না।

শকুন্তলা। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনি সেরে উঠুন ভগবান আমাদের আশা পূরণ করবেন।

(রঘুয়া ঘরে ঢুকলো)

রঘুয়া। হুজুর ছোটে সরকার একবার মুলাকাৎ চাইছেন—

দীপ। কেন? এই সকালে তার আবার কি দরকার পড়লো? আচ্ছা, পাঠিয়ে দে—

[রঘুয়া বেরিয়ে গেল। শকুন্তলাও যাবার উপক্রম করলেন]

না শকুন্তলা, তুমি যেও না। এইখানে বসো—

[পায়ের দিকে বিছানা দেখালেন। শকুন্তলা বসলেন। হেলতে দুলতে দেবনারায়ণ ঢুকলো]

দেব। নমস্তে, চাচাজী—

দীপ। কি চাই তোমার?

(দেবনারায়ণ চুপ করে রইল)

এত সকালে চাচাজীর ওপর তোমার এমন ভক্তি শ্রদ্ধা ত আগে কখনো দেখা যায় নি! ব্যাপার কি?

দেব। (আমতা আমতা করে) আমার কিছু টাকা চাই।

দীপ। যাক্, চাচা-ভক্তির কারণ বোঝা গেল। তা, টাকা চাই কেন? তোমার হাতখরচের টাকা কি হল?

দেব। অত অল্প টাকায় আমার চলে না। বুড়ো গঙ্গাধরও চাইলে টাকা দেয় না—

দীপ। মাসে এক হাজার টাকা অল্প হল? তোমার খেতে খরচ নেই, পরতে খরচ নেই, থাকতে খরচ নেই তবে অত খরচ হয় কি করে? নেশা করে? গঙ্গাধর খুব ঠিক করে টাকা না দিয়ে। যাও, টাকা পাবে না—

দেব। (কাঁদ কাঁদ স্বরে) লেকিন্ টাকা না হলে আমার চলবে না। বেণীপ্রসাদ বলছিল—

দীপ। কি বলছিল বেণীপ্রসাদ ?

দেব। বলছিল, জমিদারীর আমিও সরিক, টাকাতে আমারও হক্ আছে—

দীপ। তোমার হক্ ? জানো, তোমার বাবা কত টাকা রেখে গিয়েছিলেন ? জানো তোমাকে আমি আশ্রয় না দিলে, মানুষ না করলে, তোমাকে পথে পথে ভিখিরির মত ঘুরে বেড়াতে হত ? আমার পয়সায় খেয়ে, ঐ রকম চেহারা করে, আজ আমাকে হক্ দেখাচ্ছ ?

দেব। বাঃ রে, আমি কি জানি ? এ সব ত বেণীপ্রসাদ বলছিল—

দীপ। আর কি বলছিল ?

দেব। বলছিল আপনি সব চাচীজীর নামে লিখাপড়া করে দিচ্ছেন, তাই আমার হিস্‌সা আমার বুঝে নেওয়া উচিত। অবশ্য আপনার মৌৎ হলে সব সম্পত্তি ত আমি পাবোই, তবু—

দীপ। (ম্লান হেসে) শুনছ শকুন্তলা ? গুণধর ভাইপো আমার মৃত্যু কামনা করছে ! আমি বেঁচে থাকতে পুরাদমে স্ফূর্তি করা হচ্ছে না, সম্পত্তি ওড়ান যাচ্ছে না তাই মোসাহেবরা কানে মন্তর দিচ্ছে। দেবনারায়ণ, বেণীপ্রসাদ রাত্রে আমার টুটি টিপে ধরতে বলে নি ত ?

দেব। (জিভ কেটে) রাম রাম চাচাজী, এ আপনি কি বলছেন ?

দীপ। দেবনারায়ণ, তোমাকে ব'কে কোন লাভ নেই, তোমার ওপর রাগ করে বা দুঃখ করেও কোন ফল নেই ; কেন না সে সব বোঝার মত বুদ্ধি তোমার নেই। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি। তোমার ঐ সব ইয়ার বন্ধুরা যদি আমার বাড়ীতে ঢোকে তা হলে জুতো মেরে বার

করে দেব। এ কথা তোমাকে আগেও বলেছি কিন্তু আমার অসুখের সুযোগ নিয়ে তুমি আমার কথা রাখ নি। এখন আমি সেরে উঠেছি, এবার অবাধ্যতা করলে আমি সহ্য করবো না। যাও, টাকা তুমি পাবে না, টাকার জন্যে সত্যিই তোমাকে আমার মরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

দেব। চাচাজী—

দীপ। (ক্রুদ্ধস্বরে) যাও—সকালে আমার মেজাজ আর খারাপ কোরো না—

[চাঁদনী পর্দ্দার আড়াল থেকে শুনছিল, এবার ঘরে ঢুকে দেবনারায়ণের হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। দেবনারায়ণ অসহায়ভাবে থপ্‌ থপ্‌ করে সঙ্গে সঙ্গে গেল]

(চাঁদনী একলা ফিরে এল)

—চাঁদনী, বেটি, তোমার জন্যে আমার বড় দুর্ভাবনা হয়। এমন অপদার্থের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমার ওপর বড় অন্যায় করেছি।

চাঁদনী। চাচাজী, এ আমার কপালে ছিল, আপনি কি করবেন—

দীপ। না বেটি, আমার ভাইপোকে ত আমি জানতাম! আমি ভেবেছিলাম বিয়ে দিলে ওকে ইয়ার দোস্তদের সংসর্গ থেকে সরিয়ে আনতে পারবো, ওর মন ঘরের দিকে ফিরবে।

চাঁদনী। ও কথা থাক, চাচাজী।

দীপ। দেবনারায়ণ ছেলে খারাপ নয় চাঁদনী। এবার আমি ওর ওপর কড়া নজর রাখবো। তুমি দেখে নিও, ও শুধরে যাবে—

(রঘুয়া ঘরে এল)

রঘুয়া। ডাঃ সাহেব এসেছেন—

(পর্দ্দা সরিয়ে ব্যাগ হাতে ডাঃ পালিত ঢুকলেন। রঘুয়া বেরিয়ে গেল)

পালিত। নমস্তে সিংজী। নমস্তে মিসেস সিং। আরে চাঁদনী দেবীও যে রয়েছেন, নমস্তে, নমস্তে। তা সিংজী শরীর ভাল ত? কাল রাত্রে বেশী পরিশ্রম হয়ে যায় নি ত? কটার সময় শুয়েছিলেন? ঘুম ভাল হয়েছিল?

দীপ। আরে বাপরে, এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করলে কোনটার জবাব দেব? বেশ ভাল আছি। দেখছেন না, শকুন্তলা, চাঁদনী এদের সঙ্গে গল্প করছি!

পালিত। গল্প করছেন খুব ভাল কথা কিন্তু মনে রাখবেন আপনার এখনো বিশ্রামের দরকার। দু'এক ঘণ্টার বেশী কথাবার্ত্তা বললে কিন্তু ফের ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। (দীপনারায়ণের নাড়ী দেখতে লাগলেন) এখনো কিছুদিন খুব সাবধানে থাকতে হবে।

শকুন্তলা। আপনি ভাববেন না, ডাঃ পালিত। আমি ওঁকে খুব সাবধানে রাখব। এতদিন ত সেবা করার সুযোগই দেন নি!

পালিত। মিসেস সিং, তখন আপনি পারতেন না বলেই নার্সদের হাতে ভার দিতে হয়েছিল। সব সময় কঠিন রুগীর সেবা-শুশ্রূষা কি সবাই পারে?

শকুন্তলা। চাঁদনী, তুমি এখানে থাক। আমি ডাক্তার সাহেবের জন্যে চা নিয়ে আসছি।

[চাঁদনী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল, শকুন্তলা বেরিয়ে গেলেন। ডাঃ পালিত টেবিলের উপর ব্যাগ খুলে সিরিঞ্জ, স্পিরিট, তুলো ইত্যাদি বার করলেন। হাত ধুয়ে সিরিঞ্জ এ একটা vial থেকে ওষুধ ভরলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো]

দীপ। শুনলাম আপনার ডিস্পেন্সারীতে কাল চোর ঢুকেছিল?

পালিত। হ্যাঁ। দেরাজটা ভেঙ্গেছিল কিন্তু কিছু নেয় নি। আর নেবেই বা কি, টাকাকড়ি ত কিছু থাকে না। নেহাৎ বোকা চোর, তা না হলে আমার দোকানে ঢোকে?

চাঁদনী। ইন্সপেক্টার চৌধুরী বলছিলেন যে বোধহয় দামী ওষুধপত্রের লোভে—

পালিত। (হাসলেন) কী বা দামী ওষুধপত্র থাকে আমার দোকানে! কিন্তু তাও কিছু নেয় নি। হয়ত কারুর সাড়া পেয়ে পালিয়েছিল।

দীপ। ডাক্তার, আপনি যেমন ভাবে থাকেন তাতে লোকে মনে করে আপনি বহু টাকা জমিয়েছেন। দেখুন না একটা ঝড়ঝড়ে ১৯২৮ মডেলের মোটরগাড়ী চড়ে ঘুরছেন! এবার ওটা বদলে ফেলুন।

পালিত। লোকে কি ভাবে জানি না, আমি কিন্তু এক পয়সা জমাতে পারি না। যা রোজগার করি সব খেয়ে ফেলি। আজকাল নতুন গাড়ী কিনতে গেলে দশ বারো হাজার টাকার দরকার। আমি অত টাকা কোথায় পাব?

দীপ। (একটু হেসে) ভাগ্যবানকে লছমি ছপ্পড় ফুঁড়ে দেন।

পালিত। (এক হাতে তুলো ও অন্য হাতে ওষুধ ভরা সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে এলেন) সে ভাগ্যবান অন্য কেউ হবে, আমি নয়। নিন্, ইঞ্জেক্সনটা নিয়ে নিন্।

[দীপনারায়ণ উঠে বসলেন। বাঁ হাতের জামা তুলতে লাগলেন। চাঁদনী তাঁকে সাহায্য করলো]

দীপ। আর কতদিন এই ফোঁড়াফুঁড়ি চলবে?

পালিত। (তুলো দিয়ে বাহুমূল ঘসলেন এবং ইঞ্জেক্সন দিলেন) আর গোটা দুই তিন! বাস্, তারপর ছুটি। (সিরিঞ্জ তুলে নিয়ে একটু

ঘসে তুলোটা চাঁদনীর হাতে দিলেন) এরপর আর কোন ওষুধ দোব না। (টেবিলের কাছে গিয়ে সিরিঞ্জ ধুতে লাগলেন) মাঝে মাঝে শুধু রক্ত পরীক্ষা করতে হবে আর খাওয়াটার দিকে নজর রাখতে হবে। মাস খানেকের মধ্যে ইচ্ছা হলে কোথাও হাওয়া বদলাতে যেতে পারেন—

[ইতিমধ্যে দীপনারায়ণ কয়েকবার বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, তারপর হেলে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। চাঁদনী শঙ্কিত চোখে ঝুঁকে তাঁর মুখের দিকে দেখল]

চাঁদনী। (আর্তস্বরে) এ কী হলো ? ডাক্তার সাহেব, ডাক্তার সাহেব—

[ডাঃ পালিত প্রায় দৌড়ে খাটের কাছে এলেন, তাড়াতাড়ি নাড়ী দেখলেন, চোখের পাতা উল্‌টে দেখলেন এবং তারপর দৌড়ে ব্যাগ থেকে আর একটা শিশি বার করে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে ফিরে এসে ইঞ্জেক্সন দিলেন। সিরিঞ্জটা মাথার কাছের টেবিলে রাখলেন। তারপর আবার নাড়ী দেখলেন, বুকে হাত দিয়ে হৃদস্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করলেন। দীপনারায়ণের হাত দুটো তুলে খানিকক্ষণ artificial respiration দিলেন। চাঁদনী নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল। দু'এক মিনিট পরে artificial respiration বন্ধ করে স্টেথেসকোপ দিয়ে বুক দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে চায়ের কাপ হাতে শকুন্তলা এসে দাঁড়িয়েছেন]

শকুন্তলা। কী হলো ডাঃ পালিত, কী হ'লো ?

[ডাঃ পালিত উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়লেন]

পালিত। সব শেষ।

[শকুন্তলার হাত থেকে চায়ের কাপ সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল, তিনি বিছানার ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। চাঁদনীও দীপনারায়ণের পায়ের কাছে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলো। কান্নার আওয়াজ পেয়ে রঘুয়া ঘরে ঢুকলো ও এদের এবং দীপনারায়ণের অবস্থা দেখে খাটের পায়ের কাছে বসে পড়ে মাথা চাপড়ে কাঁদতে সুরু করে দিল। ডাঃ পালিত ধীরে ধীরে ব্যাগে জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন এবং শেষে লিভারের ভায়ালটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগলেন। গঙ্গাধর ব্যস্ত সমস্তভাবে ঢুকলো]

গঙ্গাধর। কান্নাকাটি কেন ? কি হলো ডাক্তার সাহেব ?

[ডাক্তার উত্তর দিলেন না। একবার হাতের শিশির দিকে আর একবার দীপনারায়ণের দিকে দেখলেন। তারপর ফোনের কাছে গেলেন]

পালিত। (ফোন তুলে) থি্, ডবল থি্...পিরবহর থানা। ইন্সপেক্টর সাহেব কো মাঙ্গতে হেঁ...ইন্সপেক্টর চৌধুরী। আপনি শীগ্‌গির দীপবাবুর বাড়ীতে আসুন।...হ্যাঁ, আমি ডাঃ পালিত। দীপনারায়ণ সিং এইমাত্র মারা গেছেন...হ্যাঁ, আমি লিভার ইঞ্জেক্সন দেবার দু'এক মিনিট পরেই...।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[কয়েক দিন পরে। সন্ধ্যাবেলা। মিঃ পাণ্ডের অফিসরুম। মিঃ পাণ্ডে একটা রিপোর্ট পড়ছেন, পাশে রতিকান্ত দাঁড়িয়ে আছে]

পাণ্ডে। আশ্চর্য্য, বড় আশ্চর্য্যের কথা! এ আমি ভাবতেও পারি না!

রতিকান্ত। আপনি যদি সেদিন পোষ্টমর্টেমের হুকুম না দিতেন, তা হলে এত বড় একটা অপরাধ ধরাও পড়তো না। ডাঃ পালিত ত ইঞ্জেকসনের শকে মৃত্যু বলে সার্টিফিকেট দিতেও রাজী ছিলেন!

পাণ্ডে। তাই ত ভাবছি, কি করে এটা সম্ভব হলো?

(ব্যোমকেশ ও অজিত ঘরে ঢুকলেন)

এই যে, আপনারা এসে গেছেন। বাড়ী এসে শুনলাম আপনারা বেড়াতে বেরিয়েছেন—

অজিত। আর বলবেন না। এই ঠাণ্ডায় কোথায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকবো তা না ব্যোমকেশের পাল্লায় পড়ে গঙ্গার ধারে বসে ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে মরি।

ব্যোমকেশ। হাওয়া বদলানর জন্যে পাটনায় এসে হাওয়া খাবে না?

অজিত। মাথায় থাক হাওয়া খাওয়া। পাণ্ডেজী গরম চা-এর অর্ডার দিন—

পাণ্ডে। (হেসে) নিশ্চয়ই, আমাদের সকলেরই চা দরকার। রতিকান্ত—

রতিকান্ত। আমি বলে দিচ্ছি, Sir। [বেরিয়ে গেল]

পাণ্ডে। ব্যোমকেশবাবু, দীপনারায়ণ সিংএর পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট পেয়েছি। পুলিশ সার্জ্জেন মৃত্যুর সঠিক কোন কারণ ধরতে না পেরে সমস্ত viscera কেমিক্যাল এগজামিনারের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে কিউরারী পাওয়া গেছে।

অজিত। বলেন কি? কিউরারী?

পাণ্ডে। হ্যাঁ, কিউরারী।

ব্যোমকেশ। রিপোর্টটা দেখতে পারি?

পাণ্ডে। এই ত, দেখুন না।

(রিপোর্ট দিলেন। ব্যোমকেশ পড়তে লাগলেন)

অজিত। কি আশ্চর্য্যের কথা বলুন ত! এই সেদিন কিউরারী নিয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল আর একেবারে সেই কিউরারী দিয়েই খুন?

(রতিকান্ত ঘরে ঢুকলো)

রতিকান্ত। চা এখুনি আসছে—

পাণ্ডে। রতিকান্ত, তুমি ডাঃ পালিতকে আমার এখানে আসতে বলে ছিলে ত? এখনো এলেন না—

রতিকান্ত। হ্যাঁ Sir। থানা থেকেই তাঁকে ফোন করেছি। উনি বোধহয় দীপবাবুর বাড়ী ঘুরে আসবেন। মিসেস সিংএর শরীর বড় খারাপ চলছে।

পাণ্ডে। তা হলে ঠিক আছে। ব্যোমকেশবাবু, এ রকম অভিনব পন্থায় খুন আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। তাই ডাঃ পালিতকে ডেকেছি, তিনি যদি কিছু বলতে পারেন।

ব্যোমকেশ। বেশ ত।

রতিকান্ত। Sir, আমি ভেবেছিলাম দীপবাবুর মৃত্যু অপঘাতে হয়েছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে খুন। দীপবাবু আমার আত্মীয় ছিলেন, আমি এ কেসের ভার নিতে চাই।

পাণ্ডে। নিশ্চয়ই, তোমারই ত এলাকা, তুমি চার্জ্জ নাও। এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়া চাই।

রতিকান্ত। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এর নিষ্পত্তি আমি করবো। দীপবাবুর কাছ থেকে আমি অনেক পেয়েছি, তাঁকে যে খুন করেছে সে আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

ব্যোমকেশ। (রিপোর্ট পড়া শেষ করে) আচ্ছা মিঃ পাণ্ডে, যে liver extract-টা ডাঃ পালিত ইঞ্জেক্‌সন দিয়েছিলেন সেটার কি রিপোর্ট ?

পাণ্ডে। তাই ত রতিকান্ত, সেটার রিপোর্ট কোথায় ?

রতিকান্ত। আমি খোঁজ করেছিলাম Sir। Chemical examiner জানিয়েছেন যে সেটার analysis এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, আরো দু একদিন লাগবে।

(ভৃত্য চা দিয়ে গেল। সকলে পান করতে লাগলেন)

পাণ্ডে। রতিকান্ত, তুমি বোধহয় মিঃ ব্যোমকেশ বক্‌সীকে চেনো না। উনি বিখ্যাত লোক, আমাদের লাইনের একজন অসাধারণ কৃতী ব্যক্তি। এ কেসে আশা করি আমরা ওঁর সাহায্য পাবো।

রতিকান্ত। (আশ্চর্য্য হয়ে) আপনিই সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্‌সী ?

আপনার কয়েকটা কাহিনী আমি পড়েছি—হিন্দীতে অনুবাদ হয়েছে। তা আপনি যদি অনুসন্ধানের ভার নেন—

ব্যোমকেশ। না, না, তদন্ত আপনিই করবেন। আমার পরামর্শ যদি দরকার হয়, আমি সাধ্যমত করবো—এর বেশী কিছু নয়।

পাণ্ডে। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কি রকম ধারণা হচ্ছে ব্যোমকেশবাবু?

ব্যোমকেশ। সব খোঁজখবর না জেনে কিছু বলা বড় শক্ত মিঃ পাণ্ডে। তবে এটা বুঝছি যে এ কাজ যে করেছে সে বুদ্ধিমান লোক। তা না হলে কিউরারী ব্যবহার করার কথা তার মাথায় আসতো না।

অজিত। কিন্তু কিউরারী কেন? অন্য কোন সহজপ্রাপ্য বিষ ব্যবহার করলে ক্ষতি কি ছিল?

ব্যোমকেশ। ছিল বৈকি। এমন সহজভাবে আর একটা নির্দ্দোষ ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিত ইনজেকসনের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা যেত কি? শুধু তাই নয় মরবার সময়ের লক্ষণে কি বিষ ব্যবহার করা হয়েছে সেটাও ধরা পড়ে যেত।

অজিত। কিউরারীর মত দুষ্প্রাপ্য বিষকে কোথা থেকে জোগাড় করেছে পুলিশের পক্ষে সেটা বার করা শক্ত হবে না।

পাণ্ডে। এত রকমের বিষ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে যে বার করা খুব সহজও হবে না।

রতিকান্ত। Sir, যে চোরটার কাছে দু'মাস আগে কিউরারী পাওয়া গিয়েছিল সে বক্‌সার জেলে রয়েছে। তাকে চাপ দিলে হয়ত খবর পাওয়া যেতে পারে যে কারা কিউরারী নিয়ে কারবার করছে।

পাণ্ডে। ঠিক। তার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করো। প্রয়োজন বোধ কর ত নিজেই বক্‌সার চলে যাও—

ব্যোমকেশ। আচ্ছা ইন্সপেক্‌টর চৌধুরী, পার্টির রাত্রে ডাঃ পালিতের দোকানে যে চুরি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন খোঁজ পেয়েছেন?

রতিকান্ত। না Sir, কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। ডাঃ পালিতও জানিয়েছেন যে কিছুই চুরি যায় নি, তাই আর—

ব্যোমকেশ। তা হলে তালা ভেঙ্গে দোকানে ঢোকার আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল।

পাণ্ডে। তার মানে!

অজিত। কি বলতে চাইছ তুমি?

ব্যোমকেশ। বুঝতে পারছ না? চোর চুরি করতে যায়নি, শুধু liver extract-এর vialটা বদলে দিতে গিয়েছিল।

পাণ্ডে। বদলে দিতে গিয়েছিল?

ব্যোমকেশ। ডাঃ পালিতের vialটাতেই কয়েক ফোঁটা তরল কিউরারী ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ফল একই। Chemical examinerএর রিপোর্ট এলেই দেখতে পাবেন ওষুধে কিউরারী ছিল।

অজিত। কিন্তু ডাঃ পালিতের liver extract-এর শিশি যে দোকানেই থাকবে তা সে জানবে কি করে?

পাণ্ডে। এবং সেই শিশি থেকেই পরদিন ডাঃ পালিত যে দীপবাবুকে ইনজেকসন দেবেন তারই বা কি স্থিরতা ছিল?

ব্যোমকেশ। ঠিক। মিঃ পাণ্ডে, যে খুন করেছে সে মহা দুঃসাহসী, কূটবুদ্ধি এবং শিক্ষিত লোক, সম্ভবত বিজ্ঞানও জানে। তার জানা ছিল

ডাঃ পালিত কোথায় লিভারের শিশি রাখেন, কবে এবং কখন দীপবাবুকে ইনজেকসন দেন।

পাণ্ডে। সেদিন সকালে ইনজেকসন দেওয়া হবে একথা কার কার জানা ছিল সে সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে রতিকান্ত—

রতিকান্ত। সে ত বাড়ীর সকলেই জানত। অনেকদিন থেকেই নিয়মিত ইনজেকসন চলছিল।

অজিত। আমরাও জানতাম। পার্টির রাত্রে ডাঃ পালিতই বলেছিলেন।

ব্যোমকেশ। ওদিক দিয়ে সুবিধা হবে না পাণ্ডেজী, অন্য পথ দেখতে হবে। আরো কতগুলো কথা ভেবে দেখুন। খুনী জানতো যে কিউরারী মেশালে লিভারের এমন কোন পরিবর্ত্তন হবে না যা সহজে ধরা পড়ে। সে জানতো যে কিউরারীতে মৃত্যু আর anaphylactic shock-এ মৃত্যুর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তার জানা ছিল যে liver ইঞ্জেকসনে মাঝে মাঝে anaphylactic shock-এ মৃত্যু হয়। ডাঃ পালিতও সেইজন্যে anaphylactic shock-এ মৃত্যু বলেছিলেন, ডেথ সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আচ্ছা, পাণ্ডেজী, আপনি কি কিছু সন্দেহ করে পোষ্ট-মর্টেমের হুকুম দিয়েছিলেন?

পাণ্ডে। না, দীপবাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তাঁর এরকম হঠাৎ মৃত্যু ঘটলো, তাই—

ব্যোমকেশ। খুনী জানতো আপনি দীপবাবুর বন্ধু আর সেইজন্যেই সে প্রায় নিশ্চয় ছিল যে পোষ্টমর্টেম হবে না, আপনি এমনিই মৃতদেহ খালাস দেবেন। আর আপনি আকস্মিক এ রকম একটা উল্টা হুকুম না দিলে এ খুন ধরা পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

অজিত। এর পেছনে মনে হচ্ছে কোন ডাক্তারের মস্তিষ্ক আছে!

ব্যোমকেশ। সম্ভবতঃ। (একটু থেমে) আচ্ছা মিঃ পাণ্ডে, ডাঃ পালিতকে আপনার কেমন মনে হয়?

পাণ্ডে। (আশ্চর্য্য হয়ে) ডাঃ পালিত?

রতিকান্ত। কিন্তু ডাঃ পালিত—তাঁর যদি কোন মোটিভ থাকেও, তিনি নিজের হাতে এ কাজ করবেন কি?

ব্যোমকেশ। (হেসে) নিজের হাতে করলেই ত তাঁর ওপর সন্দেহ কম হবে! অবশ্য এ কাজ করার জন্যে তাঁর একটা উপযুক্ত মোটিভ্ থাকা দরকার।

অজিত। দীপনারায়ণ সিং-এর মৃত্যুতে যাদের লাভ হবে তাদের মধ্যে কেউ টাকার লোভে ওঁকে বশ করতে পারে। চুরিটা হয়ত সাজান ব্যাপার।

ব্যোমকেশ। হতে পারে কিন্তু তা হলে শুধু ডাঃ পালিত নয়, পিছনের সেই লোকটিকেও বার করতে হবে।

রতিকান্ত। ডাক্তারের কথা যখন উঠলো তখন একটা কথা জানিয়ে রাখি। ডাঃ পালিতের দোকানের চুরি নিয়ে সওয়াল জবাব করার সময় তাঁর কম্পাউণ্ডার খুবলাল ডাঃ জগন্নাথ প্রসাদ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলেছে।

পাণ্ডে। কি রকম?

রতিকান্ত। চুরির কয়েকদিন আগে খুবলালকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি ডাঃ পালিতের চাকরী ছেড়ে দেবার জন্যে খুব ধমক দিয়েছিলেন।

পাণ্ডে। শুনলেন? ও ব্যাটা ঘোড়া-জগন্নাথের অসাধ্য কিছু কাজ নেই। এক ঢিলে দুই পাখী মারবার মৎলবে ওই হয়ত লিভারের শিশিতে

কিউরারী ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। টাকাও পাওয়া যাবে আর ডাঃ পালিতকেও বিপদে ফেলা হবে!

ব্যোমকেশ। (হেসে) আপনি জগন্নাথের ওপর ভীষণ চটা দেখছি। স্বীকার করছি মোটিভ তারও থাকতে পারে কিন্তু খুবলালকে ধমক দেওয়াতেই সেটা প্রমাণ হয় না।

পাণ্ডে। যাই বলুন, ও ব্যাটা সাংঘাতিক লোক। বিনা লাইসেন্সে dangerous drugs নিয়ে কারবার করে! ওকে বিশ্বাস নেই।

ব্যোমকেশ। আচ্ছা ইন্সপেক্টর চৌধুরী, আপনি ত দীপবাবুর আত্মীয়, বাড়ীর খোঁজ খবর রাখেন। বলুন ত দীপবাবুর মৃত্যুতে লাভ কার?

রতিকান্ত। (একটু ভেবে) আপাতঃ দৃষ্টিতে দেবনারায়ণ ছাড়া আর কারুর লাভ আছে বলে ত মনে হয় না। খুড়োর অবর্ত্তমানে সেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

ব্যোমকেশ। হুঁ, সম্পত্তির লোভে দেবনারায়ণ খুড়োকে খুন করিয়ে থাকতে পারে। নিজের হাতে করবার সাহস বা বুদ্ধি নেই, হয়ত লোক লাগিয়ে এ কাজ করিয়েছে।

অজিত। মানে ডাঃ পালিত!

ব্যোমকেশ। তা কেন? তিনি হতে পারেন, জগন্নাথ হতে পারে, দেবনারায়ণ-এর মোসাহেবদের মধ্যে কেউ হতে পারে—ডাঃ পালিতের দোকানে ঢুকে লিভারের শিশিতে কিউরারী যে কেউ ঢুকিয়ে আসতে পারে। নাঃ এ ভাবে বিচার করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাবে না। (সিগারেট ধরিয়ে) আচ্ছা পাণ্ডেজী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, কিছু মনে করবেন না। শকুন্তলা দেবী সুন্দরী ও আধুনিকা—পাটনা সহরে তাঁর অনুরাগী admirer নিশ্চয় আছে।

পাণ্ডে। তা আছে। শুনেছি রোজ সন্ধ্যাবেলা দু'চারজন পয়সাওয়ালা মর্ডান ছোকরা দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ীতে আড্ডা জমাত। ব্রীজ খেলা, চা খাওয়া, হাসি গল্প এইসব চলতো। কিন্তু দীপবাবু অসুখে পড়ার পর থেকে বোধহয় ওদের আড্ডা ভেঙ্গে গিয়েছিল। রতিকান্ত, তুমি ত প্রায়ই ও বাড়ী যেতে। তুমি কিছু জান।

রতিকান্ত। গত ছ'মাস থেকে মজলিশ বসতো না, তবে দু'একজন মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিয়ে যেত। বিশেষতঃ নর্ম্মদাশঙ্কর।

ব্যোমকেশ। নর্ম্মদাশঙ্কর কে?

রতিকান্ত। পার্টির রাত্রে যে ছেলেটি স্পোর্টস ড্রেসে ঘোরাঘুরি করছিল, দেখেন নি?

অজিত। ও, সেই চালিয়াৎ চন্দর?

পাণ্ডে। চালিয়াংই বটে কিন্তু নামকরা টেনিস খেলোয়াড়। বড়লোকের অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলে এবং মহাপাজি। পুলিসের খাতায় নাম আছে। একবার শীকার করতে গিয়ে একটা দেহাতি মেয়েকে নিয়ে লোপাট হয়েছিল। ব্যাপার খুব ঘোরাল হয়ে উঠেছিল কিন্তু মেয়েটার বাপকে টাকাকড়ি খাইয়ে শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা ফাঁসিয়ে দিলে—

ব্যোমকেশ। নর্ম্মদাশঙ্কর দীপনারায়ণের বাড়ীতে যাতায়াত করতো?

রতিকান্ত। হ্যাঁ। অন্য সকলের চেয়ে তারই আসা যাওয়া বেশী ছিল।

পাণ্ডে। লোকটা বাইরে খুব কেতা-দুরস্ত চোস্ত লোক, চেহারাও ভাল কিন্তু হাড় শয়তান। অজিতবাবু, স্ত্রী স্বাধীনতা খুবই বাঞ্ছনীয় বস্তু, কিন্তু অসুবিধা কি জানেন? এই সব ভদ্র বেশী বদমায়েসগুলোকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

অজিত। (হেসে) এক হাত নিলেন পাণ্ডেজী। কিন্তু যে জিনিস ভাল তাতে কিছুটা খাদ থাকেই—চাঁদেও কলঙ্ক আছে।

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা দেবী কি নর্ম্মদাশঙ্কর বা আড্ডায় যারা যেত তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করতেন ?

রতিকান্ত। তা করতেন। তবে বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

পাণ্ডে। সত্যিকারের কোন বদনাম তাঁর কখনো শুনি নি। যারা অত উঁচুতে নাগাল পেতো না তারা নিজেদের মধ্যে হাসি মস্করা করতো, টিটকিরি দিত—এই পর্য্যন্ত।

রতিকান্ত। শকুন্তলা দেবী তাঁর বাড়ীতে যেই যেত, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতেন, পাত্র বিশেষে ঘনিষ্ঠতাও করতেন, কিন্তু সব সময়েই একটা দূরত্ব রেখে মিশতেন। তা ছাড়া সর্ব্বদা চাঁদনী দেবীকে কাছে রাখতেন। না, ওদিক দিয়ে কোনো মোটিভ পাবেন বলে মনে হয় না। আর কিছু বুঝেছেন ?

ব্যোমকেশ। বুঝিনি কিছুই, কিন্তু মনে হচ্ছে বাড়ীর কারুকেই সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। সকলকেই নেড়ে চেড়ে দেখা দরকার। মিঃ পাণ্ডে, চলুন না একবার দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ীটা ঘুরে আসা যাক। আপনার কাজ নেই ত ?

পাণ্ডে। না, আমি free। বেশ ত চলুন। ডাঃ পালিতের জন্যে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়া যাবে। রতিকান্ত, তুমিও আসবে নাকি ?

রতিকান্ত। থানায় কয়েকটা জরুরী কাজ পড়ে আছে, সেগুলো সেরেই আমি যাব। হয়ত একটু দেরী হবে Sir।

পাণ্ডে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, দীপবাবুর বাড়ীতে পাহারার ব্যবস্থা করো।

রতিকান্ত। সে আমি বিকেলেই করেছি। বাড়ীতে ঢোকার মাত্র দুটো রাস্তা, একটা সদর দোর আর একটা অন্দরের উঠানে ঢোকবার খিড়কী দোর। দুটোতেই কনেস্‌টেবল বসিয়ে দিয়েছি। আমার অজ্ঞাতেও বাড়ীতে কেউ ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না।

ব্যোমকেশ। ইন্সপেক্টর চৌধুরী, আমার মনে হয় ডাঃ জগন্নাথ প্রসাদ, পালিত, খুবলাল এদের ওপর একটু নজর রাখা দরকার। কেউ যেন হঠাৎ পাটনা থেকে সরে না পড়তে পারে। এবং এদের মধ্যে সম্প্রতি কেউ মোটা টাকা পেয়েছে কি না সেটা খোঁজ নিন।

রতিকান্ত। আচ্ছা Sir, আজই এর ব্যবস্থা করছি। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আপনাদের meet করবো। [স্যালুট করে বেরিয়ে গেল]

পাণ্ডে। কঠিন সমস্যায় পড়া গেল। পোষ্ট-মর্টেমের রিপোর্ট পাবার পর থেকে বুঝতে পারছি না কোথা থেকে তদন্তের সুরু করা যাবে। সন্দেহ বহুলোকের ওপর পড়ছে তা বুঝতে পারছি কিন্তু সন্দেহই ত সব নয়, প্রমাণ পাওয়া যাবে কি করে ?

(চাকর এসে চা-এর কাপ তুলতে লাগলো)

এই, ড্রাইভারকো গাড়ী নিকালনে বোলো—

চাকর। জী হুজুর। [কাপ প্লেট তুলে বেরিয়ে গেল]

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, কেসটা যে জটিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এ খুনের পরিকল্পনা একদিনে হয় নি, এর জন্যে অনেক ভাবা হয়েছে চিন্তা করা হয়েছে। সোজাসুজি ধরা পড়বার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে তবে এ কাজ করা হয়েছে। পিছনে একটা গুরুতর মোটিভ্‌ আছে। দেখা যাক্‌ বাড়ীর সকলকে প্রশ্ন করে যদি কিছু হদিশ পাওয়া যায়। সময় লাগবে বলে মনে হচ্ছে, সহজে সমাধান পাওয়া যাবে না।

(ডাঃ পালিত ঢুকলেন)

পালিত। নমস্কার, নমস্কার। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল, মিঃ পাণ্ডে! তা এমন জরুরী তলব কেন?

পাণ্ডে। বলছি, বসুন— (ডাঃ পালিত বসলেন) ডাঃ পালিত, আজ বিকেলে পোষ্টমর্টেমের রিপোর্ট পেয়েছি। দীপনারায়ণ সিং-এর মৃত্যু হয়েছে কিউরারী বিষে।

পালিত। (প্রায় দাঁড়িয়ে উঠে) কি বললেন? কিউরারী?

পাণ্ডে। হ্যাঁ, কিউরারী।

পালিত। অসম্ভব, কিউরারী আসবে কোথা থেকে?

ব্যোমকেশ। কেন, আপনার লিভার ইঞ্জেক্সনের সঙ্গে।

পালিত। তা ত বুঝছি। কিন্তু লিভারের শিশিতে বিষ এল কি করে?

ব্যোমকেশ। আপনি যে শিশি থেকে দীপবাবুকে ইঞ্জেক্সন দিয়েছিলেন সেটা কোথায় রাখতেন? আপনার ব্যাগে?

পালিত। হ্যাঁ। আমি সচরাচর T. C. F. এর লিভার এক্সট্রাক্ট ব্যবহার করি। ওদের vial-এ দশ সি সি ওষুধ থাকে, vial-এর মুখ রবার দিয়ে সিল করা থাকে, সিরিঞ্জের ছুঁচ রবারে ঢুকিয়ে দরকার মত ওষুধ বের করে দেওয়া যায়। তিন চারজন রুগীকে উপস্থিত লিভার দিচ্ছি তাই vial ব্যাগেই রাখি, ফুরিয়ে গেলে একটা নতুন vail রেখে দিই। যেটা থেকে দীপবাবুকে ইঞ্জেক্সন দিয়েছিলাম সেটা খুব নতুন ছিল না। অন্য রোগীদের তা থেকে আগে দিয়েছি, কারুর কিছু হয় নি।

ব্যোমকেশ। রাত্রে আপনার ব্যাগ কোথায় থাকে?

পালিত। ডিস্‌পেন্‌সারিতে। অবশ্য বাড়ীতেও আর একটা আছে, রাত্রে কল্‌ এলে—

ব্যোমকেশ। তা হলে সেদিন রাত্তিরে যখন চোর ঢুকেছিল তখন লিভারের শিশি সুদ্ধ আপনার ব্যাগ দোকানেই ছিল?

পালিত। হ্যাঁ।

পাণ্ডে। আপনার কম্পাউণ্ডার কখন দোকান বন্ধ করে বাড়ী গিয়েছিল জানেন?

পালিত। হ্যাঁ—পার্টিতে যাবো বলে তাকে দোকান বন্ধ করতে বলেছিলাম। আমরা দু'জনে এক সঙ্গেই বেরোই, তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে।

ব্যোমকেশ। আপনার কম্পাউণ্ডার লোক কেমন?

পালিত। খুবলাল ছেলেটা ভাল। মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা বা সামান্য ওষুধ চুরি যে করে না তা নয় তবে সেটা ধর্ত্তব্য নয়, সব কম্পাউণ্ডারই অমন করে। তালা ভাঙ্গবার সাহস তার হবে না।

পাণ্ডে। তালা ভেঙ্গে দোকানে ঢোকার উদ্দেশ্যটা কিন্তু আমাদের ধারণায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন, টাকাকড়ি বা ওষুধ চুরি নয়।

পালিত। তবে? কি উদ্দেশ্যে?

পাণ্ডে। লিভারের শিশিতে কিউরারী ঢোকান।

পালিত। এ্যাঁ, বলেন কি?—ঠিক্, নিশ্চয়ই তাই। সেইজন্যেই আর কিছুতে হাত দেয় নি! কি সর্ব্বনাশ!

ব্যোমকেশ। আচ্ছা ডাঃ পালিত, আপনি কি সব সময় দীপবাবুকেই প্রথমে ইঞ্জেক্‌সন দিতেন।

পালিত। হ্যাঁ, গোড়া থেকেই সেইরকম চলছিল। দীপবাবুকে প্রথমে দেখে তারপর অন্য জায়গায় যেতাম।

ব্যোমকেশ। আপনি দীপবাবুর মৃত্যু anaphylactic shock-এ হয়েছে বলেছিলেন, নয় কি?

পালিত। হ্যাঁ, তখন আমার তাই মনে হয়েছিল।

ব্যোমকেশ। কিউরারীর কথা মনে হয় নি ?

পালিত। মিঃ বক্সী, ছাত্রজীবনে toxicology পাশ করার সময় কিউরারী সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করতে হয়েছিল কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার সেখানেই শেষ। যতটা জানি কিউরারী খুবই দুষ্প্রাপ্য বিষ, ওষুধ হিসাবেও ভারতবর্ষে খুবই অল্প ব্যবহার হয়। তাই কিউরারীর কথা আমি ভাবতেও পারি নি।

পাণ্ডে। যতটা দুষ্প্রাপ্য আপনি ভাবছেন ততটা কিন্তু নয়।

পালিত। (উঠে দাঁড়ালেন) তা ত দেখতেই পাচ্ছি। মিঃ পাণ্ডে, আপনাদের যদি ধারণা হয়ে থাকে যে আমি ইচ্ছা করে মৃত্যুর ভুল কারণ বলেছিলাম তা হলে আমার ওপর অন্যায় করছেন। তবে আমার হাতেই দীপনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে, কাজেই আমাকে যদি আপনারা এ্যারেষ্ট করতে চান আমার কিছুই বলবার নেই।

পাণ্ডে। না, না ডাঃ পালিত, আমাদের ভুল বুঝবেন না। একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে তার জন্যে খোঁজখবর আমাদের করতেই হবে কিন্তু কারুকে এ্যারেষ্ট করার কোন কথা এখন উঠছে না। বসুন—

(ডাঃ পালিত আবার বসলেন)

শকুন্তলা দেবী কেমন আছেন ?

পালিত। উপস্থিত একটু ভাল। ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছিল দেখে আজ বিকালে মিস্ মান্নাকে কনসাল্টেশনে ডেকেছিলাম। তিনি পরীক্ষা করে জানালেন মিসেস সিং তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা !

ব্যোমকেশ। আপনি আগে জানতেন না ?

পালিত। না, তবে পার্টির রাত্রে মিসেস সিংকে দেখে সন্দেহ হয়েছিল।

ব্যোমকেশ। দীপবাবু সন্তানের জন্যে খুবই ব্যাকুল ছিলেন শুনেছি। তিনিও আপনাকে কিছু বলেন নি?

পালিত। না, এ সম্বন্ধে তিনি কোন কথা আমাকে বলেন নি।

ব্যোমকেশ। বাড়ীর আর কেউ এ সংবাদ জানে?

পালিত। জানি না, তবে আমরা এখনো কারুকে বলি নি।

ব্যোমকেশ। আমার একটা অনুরোধ আছে ডাঃ পালিত! এ সংবাদ এখন কারুকে জানাবার প্রয়োজন নেই। ডাঃ মান্নাকেও মানা করে দেবেন। দীপবাবুর মৃত্যুর সঠিক কারণও কারুকে বলবেন না।

পালিত। কেন বলুন ত? সবই হেঁয়ালী মনে হচ্ছে!

ব্যোমকেশ। দয়া করে কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। পরে সবই জানতে পারবেন।

পালিত। (উঠলেন) আচ্ছা বেশ। মিস্ মান্নাকেও বলে দেব। আজ চলি।

ব্যোমকেশ। আপনার কথার ভাবে মনে হচ্ছে শকুন্তলা দেবী সন্তান-সম্ভবা জানতে পেরে আপনি খুবই আশ্চর্য্য হয়েছেন!

পালিত। আশ্চর্য্য হবারই কথা। আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনেও কম আশ্চর্য্য হই নি। আচ্ছা চলি। নমস্কার।

[ডাঃ পালিত বেরিয়ে গেলেন। এঁরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। চাকর ঘরে ঢুকলো]

চাকর। গাড়ী তৈয়ার হৈ হুজুর—

[তিনজনে যাবার জন্যে উঠলেন]

২য় দৃশ্য

[একটু পরে। দীপনারায়ণের বাইরের ঘর। দিশী প্রথায় সাজান। জাজিম বিছানো ফরাস, তার উপর কয়েকটি তাকিয়া। অন্যপাশে খান কয়েক চেয়ার। পর্দ্দা উঠলে ঘর খালি আছে দেখা যাবে। গঙ্গাধর বংশী ঘরে ঢুকলেন]

গঙ্গাধর। আসুন, হুজুর, আসুন—

(মিঃ পাণ্ডে, ব্যোমকেশ ও অজিত প্রবেশ করলেন)

বসুন হুজুর। চা-পানির ফরমায়েস করি ?

পাণ্ডে। না থাক, দরকার নেই।

গঙ্গাধর। হুজুর কতক্ষণ এসেছেন জানতে পারি নি। সেরেস্তা থেকে হঠাৎ নজর পড়লো—দেখি আপনার গাড়ী দাঁড়িয়ে। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে আসছি।

পাণ্ডে। অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই বংশীজী। আমরা বাড়ীটার চার পাশ ঘুরে ফিরে দেখছিলাম।

গঙ্গাধর। তা হুজুর বাড়ির মতন বাড়ী। এ মুলুকে এরকম বাড়ী আর নেই।

ব্যোমকেশ। দেওয়ানজী, যা দেখলাম তাতে মনে হল বাড়ীটা খুবই সুরক্ষিত। সামনের সদর দরজা আর পিছনের খিড়কী দরজা ছাড়া বোধ-হয় এ বাড়ীতে ঢোকার আর কোন রাস্তা নেই ?

গঙ্গাধর। না হুজুর। এ জমিদার, রইসের বাড়ী। দেউড়ী আর খিড়কী বন্ধ হলে কারুর ঢোকা অসম্ভব।

ব্যোমকেশ। খিড়কী দোর কারা ব্যবহার করে?

গঙ্গাধর। ঝি চাকর-বাকর আসে যায়। আগেকার দিনে বাড়ীর মেয়েরাও খিড়কী দোর দিয়ে পাল্কিতে চড়ে বেরুতেন, আজকাল অবশ্য আর তা হয় না। তা ছাড়া ঝাড়ুদার, মেথর এরাও খিড়কী দোর দিয়েই আসে। সব শোবার ঘরের লাগোয়া গোসলখানা আছে, সেগুলো সাফ রাখে।

ব্যোমকেশ। এখুনি দেখলাম খিড়কী দোরটা খোলা রয়েছে। ওটা কি সব সময় খোলা থাকে?

গঙ্গাধর। এ—ঠিক বলতে পারছি না, রাত্রে বোধহয় বন্ধ করা হয়। কেন বলুন দেখি?

ব্যোমকেশ। কিছু না, নিছক কৌতূহল।

গঙ্গাধর। আচ্ছা, পাকা খবর দিচ্ছি। (ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে) রঘুয়া—এ, রঘুয়া—

[নেপথ্যে 'জী সরকার' বলে উত্তর দিয়ে রঘুয়া ঘরে এল]

রঘুয়া, রাত্রে খিড়কীর দরজা বন্ধ থাকে?

রঘুয়া। (ঘাড় চুলকে) তা ত ঠিক জানি না। বোধহয় শিকল তোলা থাকে। চৌকিদার বলতে পারবে—

গঙ্গাধর। ডাক্ চৌকিদারকে। [রঘুয়া বেরিয়ে গেল]

পাণ্ডে। রাত্রে চৌকিদার বাড়ী পাহারা দেয়?

গঙ্গাধর। জী হাঁ। দেউড়ীতে দারোয়ান থাকে, আর দু জন চৌকিদার বাইরে পালা করে পাহারা দেয়।

অজিত। বাড়ীতে কুকুর নেই ?

গঙ্গাধর। জী, না। কুকুর বড় নোংরা জানোয়ার, বড়ে সরকার কুকুর বড় অপছন্দ করতেন। কোন নেড়ী কুত্তা খাবারের লোভে আশ্রয় নিলেও তাড়িয়ে দেবার হুকুম ছিল।

(রঘুয়ার সঙ্গে চৌকিদার গজাধর সিং ঢুকলো—রোগা চেহারা)

গজাধর সিং, রাত্রে খিড়কীর দোর খোলা থাকে না বন্ধ থাকে ?

গজাধর। (গাঁজা-খাওয়া ভাঙ্গা গলায়) ধর্ম্মাবতার, কখনও খোলা থাকে, কখনও বাহার সে জিঞ্জির লাগান থাকে।

ব্যোমকেশ। বাইরে থেকে শিকল লাগান থাকে ? কেন ভিতর থেকে বন্ধ করা যায় না ?

গজাধর। যায় হুজুর, কিন্তু করার রেওয়াজ নেই। চাকর বাকর, ঝাড়ু-দার মেথর ভোরেই ভিতরে আসে, তখন অন্দরসে কে খুলে দেবে হুজুর ?

পাণ্ডে। বাইরে শিকলে তালা লাগান থাকে ?

গজাধর। না হুজুর। অনেক দিন আগে তালা ছিল—এখন ভুৎলা গিয়া। তাতে ভয়ের কিছু নেই। আমরা দু ভাই এমন পাহারা দি যে কোই এক চুহা তক্ অন্দর ঘুস্তে পারে না।

পাণ্ডে। বটে ! কি ভাবে পাহারা দাও ?

গজাধর। রাত দশটা থেকে পাহারা সুরু হয় হুজুর। দশটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত একজন পাহারা দি, আর দুটো থেকে ছটা পর্য্যন্ত আর একজন। সেরেস্তাতে দেউড়ীর দারোয়ান ঘণ্টা বাজায়, আর আমরা একবার উঠে চক্কর লাগাই। আবার ঘণ্টা বাজে, আবার চক্কর দি। এই-ভাবে সারারাত চক্কর লাগিয়ে ফিরি, ধর্ম্মাবতার।

ব্যোমকেশ। তা হলে ঘণ্টা বাজার মাঝখানে কেউ যদি ভিতর থেকে

বাইরে যায় বা বাইরে থেকে ভিতরে আসে তা হলে তোমরা জানতে পারো না ?

গজাধর। (বুক ফুলিয়ে) বাইরে থেকে কে আসবে হুজুর—কার ইৎনা হিম্মৎ ?

ব্যোমকেশ। (হেসে) বুঝেছি। আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো।

[সেলাম করে গজাধর ও রঘুয়া বেরিয়ে গেল]

গঙ্গাধর। এ বাড়ীতে খুব কড়া পাহারার দরকার হয় না। চোর ছ্যাঁচড়রা জানে এখানে দারোয়ান-চৌকিদার আছে, ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। তাই তারা এদিকে আসে না। আমি আঠার বছর এই এষ্টেটে কাজ করছি, কখনও একটা কানাকড়ি চুরি যায় নি।

ব্যোমকেশ। আমি চুরির কথা ভাবছিলাম না।

পাণ্ডে। বর্ত্তমান ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে মনে হচ্ছে না কি ?

ব্যোমকেশ। থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে—

অজিত। তুমি যে কি ভেবে কি বল তা বুঝতে শীতকালেও ঘাম বেরিয়ে যায় !

ব্যোমকেশ। নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না তা সহজ করে বলি কি করে ?

গঙ্গাধর। হুজুর, পাহারার ব্যবস্থা কি আরো ভাল করতে হবে ? ইন্সপেক্টর সাহেব আজ সন্ধ্যা থেকে দু জন কনস্টেবল মোতায়েন করেছেন। কিন্তু যদি বলেন আর দু একটা চৌকিদার ঠিক করতে পারি।

ব্যোমকেশ। না, পাহারা বাড়াবার কোন দরকার নেই—

[বাহিরে মোটর সাইকেলের শব্দ হ'লো]

অজিত। মোটরবাইকে চড়ে আবার কে এল ?

[ডাঃ জগন্নাথ প্রসাদ ও নর্ম্মদাশঙ্কর প্রবেশ করলো। নর্ম্মদাশঙ্করের পরনে দামী স্যুট—লম্বা চওড়া সুশ্রী চেহারা]

পাণ্ডে। ডাঃ প্রসাদ, মিঃ নর্ম্মদাশঙ্কর, আপনাদের এখানে কি দরকার ?

নর্ম্মদা। নমস্তে মিঃ পাণ্ডে। টেনিস খেলতে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম। আজ ফিরেই শুনলাম দীপবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু নয় ?

জগন্নাথ। বুড়ো পালিত দীপনারায়ণ সিংকে শেষ পর্য্যন্ত খতম করেই ছাড়লে ! তা তিনি কিসে মারা গেলেন ?

পাণ্ডে। (কঠিন স্বরে) ডাঃ প্রসাদ, দীপনারায়ণ সিং কিসে মারা গেছেন তা জানবার আপনার দরকার নেই। আপনি এ বাড়ীর ডাক্তার নন।

জগন্নাথ। ডাক্তার না হতে পারি কিন্তু আমি এ বাড়ীর বন্ধু, জানবার অধিকার আমার আছে।

পাণ্ডে। মাফ করবেন, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না। নর্ম্মদাশঙ্করবাবু আপনার কি দরকার বল্লেন না ত ?

নর্ম্মদা। দরকার আর কি ? বন্ধুর বিপদে আপদে খোঁজ খবর নিতে হয়। শকুন্তলা দেবী যে কি দারুণ শোক পেয়েছেন তা ত বুঝতেই পারছি ! আচ্ছা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হয় না কি ?

জগন্নাথ। হ্যাঁ, শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।

পাণ্ডে। কেন ?

নর্ম্মদা। একটু সহানুভূতি জানানো, দুটো সান্ত্বনার কথা বলা, এ ছাড়া আর কি ! আপনারা নিশ্চয় জানেন শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।

পাণ্ডে। এখন ও সব লৌকিকতার সময় নয়। মাফ করবেন, তাঁর সঙ্গে এখন কারুর দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

নর্ম্মদা। কিন্তু —

পাণ্ডে। দেওয়ানজী, ফটকের কনস্টেবলটাকে বলে দেবেন যেন আমাদের অনুমতি ছাড়া কাউকে ভিতরে না ঢুকতে দেয়।

জগন্নাথ। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) What do you mean ?

নর্ম্মদা। (চোখে ক্রোধ কিন্তু শান্ত কণ্ঠে) চুপ করো জগন্নাথ। বেশ, আপনারাই তা হলে শকুন্তলা দেবীকে আমাদের সমবেদনা জানিয়ে দেবেন। আচ্ছা, নমস্তে। চলো, জগন্নাথ—　[দ্রুতপদে দু'জনে বেরিয়ে গেল]

পাণ্ডে। (চাপাস্বরে) স্কাউণ্ড্রেল, শয়তানের দল—

গঙ্গাধর। কনস্টেবলকে বলে আসব না কি ?

পাণ্ডে। না থাক্, আপনাকে যেতে হবে না। রতিকান্ত এখুনি আসবে আমি তাকে বলে দেব।

ব্যোমকেশ। ম্যানেজারবাবু, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, আশা করি কিছু মনে করবেন না।

গঙ্গাধর। একটা কেন দশটা সওয়াল করুন—

ব্যোমকেশ। আপনার এখন বয়স কত ?

গঙ্গাধর। পাঁচপন, ছাপ্পন হবে, ঠিক মনে থাকে না।

ব্যোমকেশ। আপনি এখুনি বললেন যে দীপনারায়ণবাবুর এষ্টেটে আপনি আঠার বছর কাজ করছেন। তার আগে কি করতেন ?

গঙ্গাধর। বিশেষ কিছু করতাম না। এলাহাবাদ জেলায় আমার নিজের কিছু জমি জমা আছে, তারই দেখ ভাল করতাম।

ব্যোমকেশ। ও। তা পাটনায় এলেন কেন ?

গঙ্গাধর। রোজগারের ধান্দায়। দীপবাবু সেই সময় কাজকর্ম্ম জানা লোক খুঁজছিলেন, আমি এসে তাকে ধরাতে চাকরী দিলেন। অল্প মাইনেতেই ঢুকেছিলাম, পরে সরকার কাজ দেখে খুসী হয়ে ম্যানেজার করে নিলেন। সে আজ প্রায় সাত বছর হতে চললো।

পাণ্ডে। আপনার ছেলেও ত এষ্টেটের অ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার।

গঙ্গাধর। আজ্ঞে হঁ্যা। সরকারের ইচ্ছা ছিল কাজকর্ম্ম শিখে নিলে ওকেই ম্যানেজার করবেন। আমার ত বয়স হলো, এবার পরকালের চিন্তা করা দরকার।

ব্যোমকেশ। আপনার নিজের জমিদারী কে দেখে?

গঙ্গাধর। (হেসে) জমিদারী বলবেন না, কয়েক বিঘা জমি মাত্র। সে আমার ছোট ছেলে দেখাশুনা করে।

ব্যোমকেশ। দীপনারায়ণ সিংএর এষ্টেটের বছরে আয় কত?

গঙ্গাধর। তা লাখ দশেক হবে! তবে খরচও অনেক। ধর্ম্মশালা, স্কুল, অনাথাশ্রম এ সবে অনেক যায়। তা ছাড়া এ ফাণ্ডে চাঁদা, ও ফাণ্ডে চাঁদা। সরকার বড় দরাজ দিলের মানুষ ছিলেন।

পাণ্ডে। দেবনারায়ণ সিং বোধহয় এষ্টেটের আধা সরিক, না?

গঙ্গাধর। না হুজুর, এ এষ্টেট দীপবাবুর নিজের হাতে গড়া, পৈত্রিক কিছুই প্রায় ছিল না। তবে সরকার দেবনারায়ণকে বড় পেয়ার করতেন, আধা হিস্‌সার সরিকানা দেবেন বলেছিলেন। এখন অবশ্য মামলা অন্য দাঁড়িয়ে গেল।

ব্যোমকেশ। দীপবাবুর লাইফ ইনসিওরেন্স কত ছিল?

গঙ্গাধর। আড়াই লাখ টাকার।

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা দেবী বোধহয় তার ওয়ারিশ।

গঙ্গাধর। দেড়লাখ টাকা রাণীজির নামে ছিল, আর একলাখ টাকা দেবনারায়ণ সিং-এর নামে। তবে রাণীজির নিজস্ব খাতে আরো পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে আছে।

ব্যোমকেশ। দেবনারায়ণ সিংএর নিজস্ব কোন টাকা নেই?

গঙ্গাধর। আজ্ঞে না। ছোটে মালিক বড় খরচে লোক, এখুনি হাজার টাকায় তাঁর মাস চলে না। ওঁর নামে টাকা রাখলে তার আর কিছু এতদিনে থাকত না।

পাণ্ডে। ভাল কথা বংশীজী, আপনার সেরেস্তার হিসাবপত্র সব ঠিক আছে ত? হয়তো পরীক্ষা করে দেখবার দরকার হতে পারে!

গঙ্গাধর। হিসাব বিলকুল ঠিক আছে, আপনার যখন ইচ্ছা দেখতে পারেন। আজ কালের মধ্যে ত হিসাব বোঝাতেই হবে নতুন মালিককে। তবে একটা সামান্য হিসাবের চুক্তি হয়নি—

পাণ্ডে। কোন হিসাব?

গঙ্গাধর। কিছুদিন আগে দীপনারায়ণজী আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন ডাঃ পালিতকে দশ হাজার টাকা দিতে। সে টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু রসিদ নেওয়া হয়নি।

পাণ্ডে। রসিদ নেওয়া হয়নি কেন?

গঙ্গাধর। দীপনারায়ণজীও টাকাটা ডাক্তারবাবুকে পুরস্কার দেবেন ঠিক করেছিলেন, তাই রসিদ নিতে মানা করেছিলেন।

ব্যোমকেশ। টাকাটা নিশ্চয়ই চেকে দেওয়া হয়েছিল! তা হলেই ত প্রমাণ থাকবে।

গঙ্গাধর। না, টাকাটা নগদ দিতে বলেছিলেন যাতে ডাক্তারবাবুকে ইনকাম ট্যাক্স-এর ফেরে না পড়তে হয়।

ব্যোমকেশ। আর কেউ এ কথা জানে?

গঙ্গাধর। তা বলতে পারি না। টাকাকড়ির কথা দীপনারায়ণজী সাধারণতঃ আমি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কইতেন না। অবশ্য টাকাটা আমার ছেলে লীলাধর ডাঃ পালিতকে দিয়েছিল। সে জানে।

[হঠাৎ প্রচণ্ড কলরব করতে করতে ঘরে প্রবেশ করলো দেবনারায়ণ, বেণীপ্রসাদ ও লীলাধর। বাইরে যাবার মত বেশভূষা কিন্তু অসংযত। লীলাধর এঁদের দেখেই চট্ করে পর্দ্দা সরিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে পড়লো। বেণীপ্রসাদও পালাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেবনারায়ণ এঁদের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল]

পাণ্ডে। নমস্তে দেবনারায়ণজী—

দেবনারায়ণ। (ফরাসের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে) নমস্তে। আপনারা এখানে—অ্যাঁ?

গঙ্গাধর। সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহাব একবার বাড়ীটা দেখতে এসেছিলেন। কুছ পুছপাছ করছিলেন—

দেব। পুছপাছ? কেন? কাকে?

পাণ্ডে। দেবনারায়ণজী, আপনার চাচাজীর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয় নি, তাই কিছু প্রশ্ন করার ছিল।

[দেবনারায়ণ হঠাৎ উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলো, তারপর আবার তেমনই হঠাৎ চুপ করে পকেট থেকে পান বার করে চিবোতে লাগল]

গঙ্গাধর। (বেণীপ্রসাদকে) তোমরা ছোটে মালিককে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে?

বেণী। ছোটে মালিকের মন খারাপ হয়েছে তাই একটু দিল বহলানের জন্য বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

দেব। (শিশুর মত) হম্‌ গানা শুনেঙ্গে, নাচ দেখেঙ্গে—দিল্‌ ঘবড়াতা।

ব্যোমকেশ। আর একজন সঙ্গে ছিলেন—উঁকি মেরেই তিনি কোথায় গেলেন?

বেণী। তিনি—মানে লীলাধর। সে পাশের ঘরে গেছে।

ব্যোমকেশ। পাশের ঘরে কি আছে?

বেণী। মানে, গোসলখানায় গেছে।

ব্যোমকেশ। (হেসে) বুঝেছি, গোসলখানার পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। এ ঘরে স্বয়ং পিতৃদেবকে দেখে খিড়কী দোর দিয়ে সোজা বাড়ী গেছেন, কেমন?

(বেণীপ্রসাদ উত্তর দিল না। আড়চোখে গঙ্গাধরের দিকে তাকাল)

গঙ্গাধর। (ক্রুদ্ধস্বরে) তোমরা ইন্‌সান না আর কিছু! বাড়ীতে এই রকম একটা শোক হয়ে গেছে, এই সময় তোমরা ছোটেমালিককে নিয়ে মজা লুটতে চলেছ! সরম নেই তোমাদের!

বেণী। আমার কোন কসুর নেই। ছোটেমালিক নিজেই বলছিলেন—

গঙ্গাধর। ফজুল বাৎ ছাড়ো। তোমরা মাথায় না ঢোকালে ছোটেমালিক কখনো ও কথা ভাবতে পারেন না।

ব্যোমকেশ। বংশীজী, শুধু শুধু রাগ করে লাভ নেই, তার চেয়ে এঁকে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই। (বেণীপ্রসাদকে) আপনি কাজকর্ম কি করেন?

বেণী। (থতমত খেয়ে) এমন কিছু করি না—মানে—

ব্যোমকেশ। মানে দেবনারায়ণজীকে সঙ্গদান করেই আপনার দিন কেটে যায়, কেমন? (বেণীপ্রসাদ চুপ করে রইল)

আপনারা, অর্থাৎ আপনি আর লীলাধর বংশী বোধহয় ওঁকে সর্ব্বদাই শলা-পরামর্শ দেন ?

বেণী। শলা পরামর্শ আর কি ? ছোটেমালিক আমাদের যখন যা জিজ্ঞেস করেন, আমরা আমাদের বুদ্ধিমত তাঁকে তার উত্তর দিই, কাজকর্ম্ম যা করতে বলেন করি, এই আর কি।

ব্যোমকেশ। উনি চুরি করতে বললে করবেন ?

বেণী। রাম, রাম, একি কথা বলছেন !

ব্যোমকেশ। খুবলাল মিশিরকে আপনি চেনেন ?

বেণী। খুবলাল মিশিব ! আমি কোন খুবলালকে চিনি না।

ব্যোমকেশ। (ঘুরে দেবনারায়ণকে) দেবনারায়ণবাবু, আপনি মদ খান ?

দেব। (বোকার মত চেয়ে) নাঃ। আমি ভাঙ্ খাই।

[ইতিমধ্যে পর্দ্দা সরিয়ে বেণীপ্রসাদ ভিতরে সরে পড়ল]

ব্যোমকেশ। তবে আপনার পকেটে ওটা কি ?

দেব। (পকেট থেকে একটা মাঝারি সাইজের বোতল বার করে) এটা ?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, ওটা কি ?

দেব। এটা তো তাড়ি। লীলাধর আর বেণীপ্রসাদ খাচ্ছিল। সঙ্গে নিতে বললো তাই—

অজিত। (হেসে) ও, আপনার মন প্রফুল্ল করার জন্য ওঁরা তাড়ি খাচ্ছিলেন ?

দেব। (বোকার মত হেসে) হেঁ-হেঁ, বড় মজার বাৎ বলছেন। হে-হেঁ—

ব্যোমকেশ। ও কথা থাক্। বলুন তো আপনি ভাঙ্ ছাড়া আর কি কি নেশা করেন?

দেব। (মুখে একমুঠো পান পুরে) আর কিছু না।

ব্যোমকেশ। কোকেন?

দেব। বুক্নি? নাঃ।

ব্যোমকেশ। গাঁজা?

দেব। না। জরদা খাই।

অজিত। বলেন কি? ভাঙ্ আর জরদা ছাড়া আর কিছু নেশা করেন না? আপনি ত মহাপুরুষ!

দেব। (এক গাল হেসে) হেঁ-হেঁ, আপনি খুব রসিক আছেন! বড় মজার কথা বলেন! হেঁ-হেঁ!

ব্যোমকেশ। দেবনারায়ণজী, আপনার বোধহয় অনেক বন্ধু আছে?

দেব। দোস্ত? লাখ লাখ দোস্ত আছে।

ব্যোমকেশ। বেশ, বেশ। দু'চারজনের নাম করুন তো?

দেব। নাম? সব কি ইয়াদ্ থাকে? লীলাধর, বেণীপ্রসাদ, গজাধর সিং—

ব্যোমকেশ। গজাধর সিং!

দেব। হ্যাঁ, চৌকিদার। খুব ভাল ভাঙ্ বাটতে পারে।

ব্যোমকেশ। ও। আর কে?

দেব। আর বদরিলাল—রোজ আমার পা টিপে দেয়।

ব্যোমকেশ। ডাঃ জগন্নাথ প্রসাদ?

দেব। না, ও আমার দোস্ত নয়। ও ভাঙ্ খায় না—

ব্যোমকেশ। ডাঃ পালিতের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব নেই?

দেব। (উঠবার চেষ্টা করে) ডাঃ পালিত? ওকে আর আমি বাড়ীতে ঢুকতে দেব না, তাড়িয়ে দেব। ও চাচাজীকে খুন করেছে।

(উঠতে না পেরে বসে পড়ল)

ব্যোমকেশ। (একটু থেমে) আপনার চাচাজীর মৃত্যুর পর আপনি তো ষোল আনা সম্পত্তির মালিক হলেন। এখন কি করবেন?

দেব। (বোকার মত) কি করব? এ বেণীপ্রসাদ—(এদিক ওদিক চেয়ে) বেণীপ্রসাদ ফির্ কিধর ভাগলো? বেণীপ্রসাদ -

ব্যোমকেশ। থাক্ আপনাকে আর বলতে হবে না। আপনি এবার বাড়ীর ভিতর যান।

দেব। (উঠবার চেষ্টা করে) লেকিন যাব কি করে? বেণীপ্রসাদ, লীলাধর দুজনেই ভাগলো—

গঙ্গাধর। চলুন ছোটেমালিক, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। (পাণ্ডেজীকে) আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি।

[দেবনারায়ণকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন]

অজিত। আশ্চর্য্য! লোকটা কি সত্যিই এতবড় ক্যাবলা যে দীপনারায়ণ সিং-এর মৃত্যুর যেটা সবচেয়ে বড় ফল সেটাই ওর মাথায় ঢোকে নি?

পাণ্ডে। ভাল অভিনয় হতে পারে।

ব্যোমকেশ। না, অভিনয় নয়। ডাঃ পালিত ঠিকই বলেছিলেন— Congenital idiot। ওর বন্ধুরাই হচ্ছে ওর ব্রেন—আর তারা যে কোন্ শ্রেণীর লোক তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

পাণ্ডে। এর পর! কিং কর্ত্তব্যম্?

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে দেখা করা।

অজিত। তাঁর এই অবস্থায় খুনের কথা জানতে দেওয়া কি উচিত হবে?

ব্যোমকেশ। খুনের কথা না বললেই হবে। কয়েকটা প্রশ্ন করতে ক্ষতি কি?

(গঙ্গাধর ফিরে এলেন)

গঙ্গাধর। চাঁদনী দেবী পাশের ঘরেই ছিলেন। ছোটেমালিককে তিনিই ঘরে নিয়ে গেলেন।

ব্যোমকেশ। চাঁদনী দেবী পাশের ঘরেই ছিলেন! আগে জানলে—

গঙ্গাধর। কেন? তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান? বলেন ত ডেকে পাঠাই?

ব্যোমকেশ। না, থাক। প্রয়োজন বোধ করি ত পরে প্রশ্ন করবো। এবার আমরা একবার শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পাণ্ডে। শকুন্তলা দেবী আছেন কেমন?

গঙ্গাধর। ভাল, তবে এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি। আচ্ছা, আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি—

ব্যোমকেশ। না, না, তাঁকে কষ্ট দেবার দরকার নেই, আমরাই তাঁর ঘরে যাচ্ছি। দু'চারটে মামুলি প্রশ্ন করা বই ত নয়! তাঁর কোন অসুবিধা হবে না ত?

গঙ্গাধর। না, অসুবিধা কিসের! ডাঃ মিস মান্নাও এখন রাণীজীর কাছেই আছেন।

ব্যোমকেশ। তবে চলুন।

[সকলে ভিতরে গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

[একটু পরে। শকুন্তলার ঘর, সুমার্জ্জিতভাবে সাজান। প্রথমেই নজরে পড়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙান একটা মাঝারি সাইজের অয়েল পেন্টিং—তপোবনে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা। ঘরের দুটি দোর, একটি মাঝে ও অন্যটি একপাশে। ঘরের এককোণে সুদৃশ্য খাটের ওপর শকুন্তলা বসে আছেন, ম্লান অবিন্যস্ত চেহারা, গায়ে কাশ্মিরী শাল জড়ান। কয়েকটা গদি আঁটা মোড়া এদিক ওদিক রয়েছে, একটির ওপর বসে আছেন ডাঃ মিস মান্না। বছর চল্লিশ বয়স, আঁটসাট চেহারা। চাঁদনী খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের অন্য কোণে একটি রাইটিং টেবিল। তানপুরা, সেতার ইত্যাদি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র দেওয়ালের এদিক ওদিক ঝোলান রয়েছে। ঘরের পর্দ্দা সরিয়ে ঢুকলেন গঙ্গাধর]

গঙ্গাধর। রাণীজি, পুলিশের পক্ষ থেকে সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট সাহেব আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন।

শকুন্তলা। (চকিতভাবে) মিঃ পাণ্ডে! আচ্ছা, ভিতরে আসতে বলুন।

[গঙ্গাধর বাইরে গেলেন ও পরমুহূর্ত্তে ব্যোমকেশ, অজিত ও মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে আবার ঘরে এলেন]

পাণ্ডে। আমাদের মাফ করবেন মিসেস সিং। আপনার এই অবস্থায় আপনাকে কোন কষ্ট দেবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না, কিন্তু মিঃ বক্সী আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান।

শকুন্তলা। আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না—

পাণ্ডে। মিসেস্ সিং, যতটা জানতে পারা গেছে তাতে মনে হয় আপনার স্বামীর মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয় নি। এর বেশী এখন আর কিছু বলা সম্ভব নয়, ক্ষমা করবেন।

[শকুন্তলা মুখ ঢাকলেন। চাঁদনী তাঁর কাছে গিয়ে পিঠে হাত বোলাতে লাগল। মিস্ মান্না উঠে দাঁড়ালেন]

মিস্ মান্না। মিঃ পাণ্ডে, শকুন্তলা দেবী এখনো দুর্ব্বল, ওঁকে দু'একদিন পরে প্রশ্ন করলে চলে না?

পাণ্ডে। না, মিস্ মান্না। তাতে তদন্তের অযথা দেরী হয়ে যাবে।

শকুন্তলা। (মুখ তুলে) আমি ভালই আছি। আমার দ্বারা আপনাদের তদন্তের যতটা সুবিধা হয় তা আমি নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু মিঃ বক্সী! আমি ভেবেছিলাম—

পাণ্ডে। মিঃ বক্সী আমাদের লাইনেরই লোক, আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করছেন।

ব্যোমকেশ। মিসেস্ সিং, পার্টির রাত্রে এখানে আবার আসবার জন্যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন ভাবিনি যে এই অবস্থায় আসতে হবে। এর জন্যে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে আমার মনের কথা কিছুই বলা হবে না, তবু আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি কত দুঃখিত।

শকুন্তলা। আপনারা বসুন। মিঃ বক্সী আপনার কি জানবার আছে বলুন?

ব্যোমকেশ। আগে আপনার এই ঘরটা একটু ঘুরে দেখব।

শকুন্তলা। (আশ্চর্য্য হয়ে) তা—দেখুন।

[ব্যোমকেশ ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখলেন

তারপর পাশের দোরটার দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন]

ব্যোমকেশ। এ দোরটা ?

চাঁদনী। ওটা বাথরুম আর ড্রেসিংরুমে যাবার দোর।

ব্যোমকেশ। ও, বাথরুমের অন্যদিকের দোরটা দিয়ে বোধহয় অন্দরের উঠানে যাওয়া যায়।

শকুন্তলা। হ্যাঁ, ঝাড়ুদারেরা ওটা দিয়েই আসা যাওয়া করে।

[ব্যোমকেশ অয়েল পেন্টিংটার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন]

ব্যোমকেশ। বাঃ সুন্দর পেন্টিং ত ! এটা কার আঁকা ?

চাঁদনী। ওটা চাচীজী এঁকেছেন।

ব্যোমকেশ। অজিত, দেখে যাও কি চমৎকার ছবি !

(অজিত ও পাণ্ডেজী ছবির কাছে এসে দেখতে লাগলেন)

দেখেছ, যেমন কম্পোজিসন, তেমনি রংএর ব্যবহার ! মিসেস সিং ! আপনি ত উঁচুদরের আর্টিষ্ট।

শকুন্তলা। (লজ্জিতভাবে) আপনি অযথা প্রশংসা করছেন। ওটা খুব ভাল হয় নি।

ব্যোমকেশ। দেখেছেন মিঃ পাণ্ডে ! একালের শকুন্তলা দেবী সেকালের শকুন্তলার ছবি এঁকেছেন। দেখ অজিত ! তপোবন-কন্যা শকুন্তলার মুখে কি শান্ত সরলতা, আর দুষ্মন্তের চোখে কি মোহাচ্ছন্ন অনুরাগ ! ভালভাবে দেখ, চোখ দুটি কি অপূর্ব--

অজিত। তুমি যে একটা আর্টক্রিটিক তা ত জানতাম না—

(ব্যোমকেশ শকুন্তলার খাটের কাছে ফিরে এলেন)

ব্যোমকেশ। চাঁদনী দেবী, মিস্ মান্না, কিছু মনে করবেন না। আমরা শকুন্তলা দেবীকে নিভৃতে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

মিস্ মান্না। বেশ, কিন্তু ওর শরীরের অবস্থাটা মনে রাখবেন। বেশীক্ষণ প্রশ্ন করা চলবে না।

[মিস মান্না ও চাঁদনী বেরিয়ে গেলেন]

পাণ্ডে। বংশীজী—

[গঙ্গাধর এতক্ষণ দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখছিলেন, এবার এগিয়ে এলেন]

আপনাকে আমরা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আপনার নিশ্চয় অন্য কাজ আছে ?

গঙ্গাধর। (ইঙ্গিত বুঝলেন) আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হল, আমি এবার যাই। দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন।

[বেরিয়ে গেলেন]

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা দেবী, আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করছি, ক্ষমা করবেন। মানুষের জীবনে কখন যে কি অঘটন ঘটবে কেউ জানে না, তাই আগে থেকে প্রস্তুত থাকবার উপায় নেই। আপনার স্বামীকে আমি একবার মাত্রই দেখেছি কিন্তু তিনি যে কি রকম সজ্জন ছিলেন তা জানতে বাকি নেই। তাঁর মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী সে নিষ্কৃতি পাবে না, এ আশ্বাস আমরা আপনাকে দিচ্ছি।

(শকুন্তলা চুপ করে রইলেন)

আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করবো, নেহাৎ প্রয়োজন বলেই করবো। আপনাকে উত্ত্যক্ত করবার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। (একটু থেমে) আচ্ছা, আপনার বাপের বাড়ী কোথায় ?

শকুন্তলা। প্রতাপগড়—এলাহাবাদের কাছে।

ব্যোমকেশ। আপনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ?

শকুন্তলা। হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ। এমন সুন্দর ছবি আঁকতে শিখলেন কোথায়?

শকুন্তলা। ছেলেবেলা থেকেই শখ ছিলো। এলাহাবাদে কিছুদিন ট্রেনিং নিই, কিন্তু চর্চা রাখতে পারি নি।

ব্যোমকেশ। ও ছবিটা আপনার কবেকার আঁকা?

শকুন্তলা। ওটা কয়েক মাস আগে শেষ হয়েছে।

ব্যোমকেশ। তবে যে বললেন চর্চা রাখতে পারেন নি?

শকুন্তলা। ঠিকই বলেছি। বহুদিন তুলি ধরিনি। কিন্তু ওঁর যখন বাড়াবাড়ি অসুখ চলছিল, ডাক্তারেরা ওঁর কাছে দিনে রাত্রে একবারও যেতে দিতেন না তখন সময় কাটাবার জন্যেই আবার ছবি আঁকতে বসেছিলাম। বহুদিনের অনভ্যাস তাই খুব ভাল হয় নি, তবু চাঁদনী জোর করে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে।

ব্যোমকেশ। আচ্ছা, দীপনারায়ণবাবুর সঙ্গে আপনার জানাশোনা কি করে হল?

শকুন্তলা। প্রতাপগড়ে ওঁর জমিদারী ছিল, মাঝে মাঝে মহল তদারক করতে যেতেন। সেখানেই দেখা হয়।

ব্যোমকেশ। আর একটা কথা। দীপবাবুর বয়স হয়েছিল, আপনাদের জাতেরও মিল ছিল না, উনি যখন বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন তখন আপনি আপত্তি করেন নি? আপনি শিক্ষিতা, আধুনিকা—

(শকুন্তলা চুপ করে রইলেন)

অবশ্য আপনি যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে না চান তা হলে জোর করব না—

শকুন্তলা। না, উত্তর দিতে আমার আপত্তি নেই। মিঃ বক্সী, আমার পিতাজীর অবস্থা খারাপ, আমাদের সমাজে পণপ্রথা প্রবল। হিন্দু

ঘরের বয়স্থা মেয়ে, যতই শিক্ষা পেয়ে থাকুক, বিয়ের জন্তে তাকে বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকতেই হয়। সে যে কি অসহ্থ অবস্থা তা বোঝান শক্ত। উনি আমাকে সে জীবন থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন আমি আপত্তি কেন করবো ! আর আমাদের বিবাহ অসবর্ণ হতে পারে কিন্তু অসিদ্ধ ত নয় !

ব্যোমকেশ। ও কথা থাক্। আচ্ছা, দীপবাবু উইল করে গেছেন কি না আপনি জানেন ?

শকুন্তলা। (একটু চুপ করে থেকে) ও সব আমি কিছু জানি না। উনি আমার কাছে বিষয় সম্পত্তির কথা কিছু বলতেন না।

ব্যোমকেশ। আপনার নিজস্ব কোন সম্পত্তি আছে কি ?

শকুন্তলা। তা ও জানি না। তবে—

ব্যোমকেশ। তবে কি ?

শকুন্তলা। বিয়ের পর আমার নামে পাঁচ লাখ টাকা উনি ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন।

ব্যোমকেশ। তাই নাকি ! সে টাকা এখন কোথায় ?

শকুন্তলা। ব্যাঙ্কেই আছে। আমি কোনদিন সে টাকায় হাত দিই নি।

ব্যোমকেশ। তা হলে এই পাঁচ লাখ টাকা আপনার নিজস্ব স্ত্রী ধন। তারপর আপনার যদি পুত্র সন্তান জন্মায় তা হলে সম্পত্তির অন্তত: অর্দ্ধেক ভাগ পাবে, কেমন ?

(শকুন্তলা নতমুখে চুপ করে রইলেন)

ভালো কথা, আপনি যে সন্তান সম্ভবা এ কথা আপনার স্বামী জানতেন।

শকুন্তলা। (নত মুখে) জানতেন। তাঁর মৃত্যুর আগের রাত্রে তাঁকে বলেছিলাম।

ব্যোমকেশ। পার্টির রাত্রে? পার্টির আগে না পরে?

শকুন্তলা। পরে। উনি তখন শুয়ে পড়েছিলেন—

ব্যোমকেশ। খবর শুনে নিশ্চয়ই খুব খুসি হয়েছিলেন?

শকুন্তলা। হ্যাঁ, খুব খুসি হয়েছিলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন—

ব্যোমকেশ। (হঠাৎ শকুন্তলার দিকে ঝুঁকে পড়ে) তা হলে বলতে পারেন কেন তিনি আর কাউকে সে কথা বলেন নি? সকালে অনেক সময় ছিল, অনেকের সঙ্গেই নিশ্চয় দেখা হয়েছিল। অন্ততঃ ডাঃ পালিতকে—

[শকুন্তলা বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন তারপর অস্ফুট কাতরোক্তি করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন]

পাণ্ডে। She has fainted (উঠে দরজার কাছে গিয়ে) মিস্ মান্না—চাঁদনী দেবী—

অজিত। হঠাৎ মূর্চ্ছিত হলেন কেন? কি হ'ল? বেশ ত ছিলেন—

(মিস্ মান্না ও চাঁদনী দ্রুতপদে ঢুকলেন)

মিস মান্না। (শকুন্তলার কাছে গিয়ে) Oh, dear, dear faint করেছেন। আপনাদের মানা করলাম—

(ডাক্তারী ব্যাগ খুলতে লাগলেন)

চাঁদনী। (ক্রুদ্ধভাবে) আপনারা কি রকম মানুষ- মেরে ফেলতে চান ওঁকে? যান্, আপনারা এ ঘর থেকে যান! শরীরে কি এতটুকু দয়া মায়া নেই আপনাদের?

মিস্ মান্না। চাঁদনী দেবি, please। সাময়িক মূর্চ্ছা, এখুনি ঠিক হয়ে যাবে—

(শকুন্তলার নাকের কাছে স্মেলিং সল্ট ধরলেন)

ব্যোমকেশ। মিঃ পাণ্ডে, মিস মান্নাকে এখন কিছুদিন শকুন্তলা দেবীর কাছে রাখা দরকার। তিনি সর্ব্বদা কাছে থাকবেন, এক দণ্ডও কাছ ছাড়া হবেন না।

পাণ্ডে। বেশ। মিস্ মান্না আপনি কি বলেন?

মিস্ মান্না। আমার কোন আপত্তি নেই। আমার কিছু জিনিস পত্র আনিয়ে নিলেই চলবে।

পাণ্ডে। আমি গঙ্গাধর বংশীকে বলে আপনার সব ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি।

মিস মান্না। এ ভাল হল। She does require constant attention.

ব্যোমকেশ। মিস্ মান্না, শকুন্তলা দেবীর সমস্ত দায়িত্ব আপনার ওপর রইল। আমার মতে এ ঘরে অন্য কারুর না ঢোকাই বাঞ্ছনীয়।

চাঁদনী। তার মানে? চাচীজীর কাছে আমার আসাও বারণ করছেন না কি? কেন? কি ভেবেছেন আপনারা? আমি চাচীজীকে বিষ খাওয়াব?

পাণ্ডে। দেখুন, শুধু আপনাকেই বারণ করা হচ্ছে না। ওঁর কাছে এখন কারুরই আসা আমরা চাই না। আর দু-চারদিনের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার আপনারা ওঁর কাছে আসতে পারবেন।

চাঁদনী। কিন্তু কেন? কি আপনাদের কাজ? উনি অসুস্থ, এত বড় শোক পেয়েছেন। আমি ওঁর যেমন সেবা করতে পারবো আর কেউ কি তেমন পারবে? তবে কেন আমাকে ওঁর কাছে আসতে দেওয়া হবে না?

(কেঁদে ফেলল)

ব্যোমকেশ। চাঁদনী দেবি, কাজ আমাদের কিছুই নয়। শকুন্তলা

দেবীর শারীরিক অবস্থা ভাল নয়, তার ওপর এতবড় আঘাত পেয়েছেন, তাই মিস্ মান্নাকে অষ্টপ্রহর ওঁর কাছে থাকার কথা বলা হচ্ছে। আপনারা ওঁর নিজের লোক, আপনারা ওঁর কাছে বেশী যাওয়া আসা করলে ওর মন আরো বিক্ষিপ্ত হবে, ওঁর শরীরের বেশী অনিষ্ট হতে পারে। তাই আপনাদের এখন কিছুদিন দূরে থাকাই ভাল। আপনি বোধহয় জানেন না, শকুন্তলা দেবী অন্তঃসত্ত্বা।

চাঁদনী। (আচ্ছন্নভাবে) অন্তঃসত্ত্বা !

[মূর্চ্ছিতা শকুন্তলার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল]

ব্যোমকেশ। শুনুন, আপনাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। দীপনারায়ণবাবুকে যখন ইঞ্জেকসন দেওয়া হয় তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন ?

চাঁদনী। হ্যাঁ, ছিলাম।

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা দেবী ?

চাঁদনী। না, চাচীজী ডাক্তারবাবুর জন্যে চা আনতে গিয়েছিলেন।

ব্যোমকেশ। কখন ফিরলেন ?

চাঁদনী। তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

ব্যোমকেশ। ঘরে আপনি ডাঃ পালিত ও শকুন্তলা দেবী ছাড়া আর কেউ ছিলেন ?

চাঁদনী। অত মনে নেই, বোধহয় আর কেউ না। পরে অনেকেই এসেছিল—

ব্যোমকেশ। আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

[চাঁদনী বেরিয়ে গেল]

পাণ্ডে। মিস্ মান্না, শকুন্তলা দেবী কেমন?

মিস্ মান্না। জ্ঞান হচ্ছে, but I wish you all would go. আপনাদের দেখলে আবার শক্ পাবেন।

ব্যোমকেশ। চলুন পাণ্ডেজী, আর আমাদের এখানে থাকার প্রয়োজন নেই।

পাণ্ডে। হ্যাঁ চলুন, বাইরের ঘরে গিয়ে বসা যাক্। রতিকান্ত আমাদের এখানে meet করবে বলেছিল।

ব্যোমকেশ। ইন্সপেক্টর চৌধুরীর জন্যে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন কি? চলুন থানা ঘুরে বাড়ী যাওয়া যাক্, সেখানেই তাকে সব কিছু বলা যাবে। হয়ত পথেও দেখা হয়ে যেতে পারে—

অজিত। হ্যাঁ, রাত বেশ হয়েছে, আর ঠাণ্ডাটাও—

পাণ্ডে। (হেসে) আচ্ছা বেশ, তা হলে ফেরাই যাক্। মিস্ মান্না, আপনি কিন্তু শকুন্তলা দেবীকে এক মুহূর্তের জন্যেও একলা ছাড়বেন না। And you must not allow anybody in. আমি রতিকান্তকেও বলে দেব।

মিস্ মান্না। Don't worry, you can depend on me. তাই হবে।

পাণ্ডে। চলুন যাওয়া যাক্—

[তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলেন। ব্যোমকেশ যেতে যেতে ছবিটার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং আবার খানিকক্ষণ দেখলেন। মিঃ পাণ্ডে ও অজিত পরস্পরের দিকে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি বিনিময় করলেন। তারপর তিনজনেই বেরিয়ে গেলেন। মিস্ মান্না শকুন্তলার গায়ে একটা রাগ্ চাপা দিয়ে সুইচ অফ্ করে দিলেন। ঘরে শুধু একটা মৃদু আলো জ্বলতে লাগল]

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[দিন দুই পরের কথা। সকাল বেলা। মিঃ পাণ্ডের অফিস। মিঃ পাণ্ডে, ব্যোমকেশ ও অজিত বসে কথাবার্তা বলছেন]

পাণ্ডে। ব্যোমকেশবাবু, এ দু'দিন আপনি একেবারে চুপচাপ, কথাটি বলছেন না। ব্যাপার কি? দীপনারায়ণের কেসটার সম্বন্ধে একটুও কিছু মতামত জানালেন না—

অজিত। ব্যোমকেশের এ লক্ষণ আমি চিনি। ওর মাথার মধ্যে বন্ বন্ করে ডায়নামো ঘুরছে তাই বাইরে চুপ করে আছে। শিগগীরই দপ্ করে বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে কেসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ব্যোমকেশ। (হেসে) অজিত যতই ঠাট্টা করুক, কথাটা কিন্তু সত্যি পাণ্ডেজী। গত দু দিন ধরে কেসটার নানাদিক ভাবছি এবং যতই ভাবছি রহস্য ততই গভীর বলে মনে হচ্ছে।

অজিত। আর আমি ভাবছি সেদিন শকুন্তলা দেবী হঠাৎ মূর্চ্ছা গেলেন কেন? এক মিনিট আগেও বেশ সুস্থ ছিলেন। হঠাৎ কী হয়ে গেল?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, ওটা ভাববার কথা বটে কিন্তু ওর চেয়েও বেশী ভাবছি শকুন্তলা দেবীর শোবার ঘর আর বাথরুমের মাঝের দোরটার কথা।

অজিত। তুমি কি বলতে চাইছ বুঝছি না। ব্যাসকূট ছেড়ে সিধে কথা বল।

ব্যোমকেশ। (হেসে) অভিসারের আইডিয়াটি ভারী মিষ্টি, অবশ্য যদি অভিসারিকা পরস্ত্রী হয়—

অজিত। অর্থাৎ ?

ব্যোমকেশ। অর্থাৎ রতি সুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্—

অজিত। কি আবোল তাবোল বকছ ?

ব্যোমকেশ। আবোল তাবোল নয়, এটা গীত-গোবিন্দ।

পাণ্ডে। (হেসে) খুনের মামলা থেকে জয়দেব গোস্বামীকে বাদ দিন ব্যোমকেশ বাবু! দেখে শুনে কি ঠিক করলেন বলুন।

ব্যোমকেশ। (সিগারেট ধরিয়ে) দেখুন, দুটো মোটিভ্ দেখতে পাচ্ছি। এক টাকা—দুই স্মরগরল। কোন দিকের পাল্লা ভারী এখনো বুঝতে পারছি না। হয়ত দুটো মোটিভে জড়াজড়ি হয়ে গেছে।

অজিত। মোটিভ যেমনই হোক্ লোকটা কে ?

ব্যোমকেশ। তা কি করে বলব ? যার হাত ওষুধে বিষ মিশিয়েছিল সে ভাড়াটে লোক হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে যে তাকে নিয়োগ করেছিল তাকেই খুঁজে বার করতে হবে।

পাণ্ডে। আমরা যাদের দেখছি তাদের মধ্যে কে হতে পারে ? এক দেবনারায়ণ, কিন্তু সে কি—

ব্যোমকেশ। বেশ প্রথমে দেবনারায়ণকে ধরুন। তাকে দেখলে মনে হয় নিরেট আহাম্মক কিন্তু সেটা তার মুখোশ হতে পারে। সেই হয়ত লোক লাগিয়ে খুড়োকে সরিয়েছে! তার আজ্ঞাবহ মোসাহেবের অভাব নেই। এখানে মোটিভ হলো বিপুল সম্পত্তির একাধিপত্য।—তারপর ধরা যাক্, চাঁদনী।

অজিত। চাঁদনী? বলো কি?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ চাঁদনী। শকুন্তলার প্রতি তার এত দরদ স্বাভাবিক মনে হয় না, যেন একটু লোক দেখান বাড়াবাড়ি। সে হয়ত মনে মনে হিংসা করে, শকুন্তলার প্রাধান্য খর্ব করতে চায়। এক বছর আগে চাঁদনীই বাড়ীর কর্ত্রী ছিল। শকুন্তলা উড়ে এসে জুড়ে বসে তাকে স্থানচ্যুত করেছে এ ভাবা তার পক্ষে বিচিত্র নয়। আর দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর আবার যে সে পূর্ব্ব আধিপত্য ফিরে পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাণ্ডে। কিন্তু দেবনারায়ণ?

ব্যোমকেশ। দেবনারায়ণ যদি সত্যি হ্যাবলা ক্যাবলা হয় তা হলে সে সম্পূর্ণ ভাবে চাঁদনীর মুঠোর মধ্যে থাকবে—চাঁদনীই হবে বিপুল সম্পত্তির একছত্র অধীশ্বরী।

অজিত। হ্যাঁ, মোটিভটা জোরাল বটে।

ব্যোমকেশ। এরপর ধরুন গঙ্গাধর বংশী। ডাঃ পালিতের মতে উনি গভীর জলের মাছ। সেটা খুব বিচিত্র নয়, তা না হলে এত বড় এষ্টেটের ম্যানেজারী করা যায় না। কিন্তু উনি যদি কুমীর হন তবেই ভাবনার কথা। ভেবে দেখুন, দীপনারায়ণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তা না হলে সামান্য অবস্থা থেকে এত বড় সম্পত্তি করতে

পারতেন না। তিনি বেঁচে থাকতে পুকুর চুরি সম্ভব নয় কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে দেবনারায়ণের চোখে ধুলো দেওয়া কিছুই শক্ত নয়। দু' হাতে চুরি করাও চলবে আর অপদার্থ ছেলে লীলাধরেরও একটা কায়েমী বন্দোবস্ত হবে। সুতরাং গঙ্গাধর বংশীরও যে মোটিভের অভাব নেই স্বীকার করতে হবে।

পাণ্ডে। আপনার বিশ্লেষণে দেখছি কেউ বাদ পড়ে নি!

ব্যোমকেশ। সমস্ত দিক দিয়ে ভেবে দেখবার চেষ্টা করছি। সর্ব্বশেষে ধরুন শকুন্তলা দেবী।

অজিত। বলছ কি ব্যোমকেশ?

ব্যোমকেশ। কোন মহিলার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা ভদ্রলোকের কাজ নয়, কিন্তু যেখানে একটা খুন হয়ে গিয়েছে সেখানে আলোচনা না করেও উপায় নেই। শকুন্তলা তিন মাস অন্ত:সত্ত্বা অথচ তিন মাস আগে দীপনারায়ণ সিং শয্যাগত ছিলেন, তাঁর অসুখের খুব বাড়াবাড়ি চলছিল। শকুন্তলা সেদিন বললেন যে তাঁর স্বামী সন্তান-সম্ভাবনার কথা জেনেছিলেন, শুধু তাই নয়, শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।

অজিত। সত্যি নয় কেন?

ব্যোমকেশ। দীপনারায়ণ সিং যদি আনন্দে আত্মহারাই হয়ে পড়েছিলেন তবে এই মহা-আনন্দের সংবাদ তিনি অন্য কাউকে দিলেন না কেন? সে রাত্রে না হোক্ পরদিন সকালে ডাঃ পালিতকে ত বলতে পারতেন! না, শকুন্তলা স্বামীকে বলেন নি, কেন না স্বামীকে বলবার মত কথা ওটা ছিল না। দীপনারায়ণ সিং জানতে পারলে তাঁকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতেন। কাজেই মোটিভ একটা তাঁরও থাকা সম্ভব।

অজিত। কিন্তু ধরো যদি ডাঃ পালিত ভুল করে থাকেন?

ব্যোমকেশ। কিসের ভুল? শকুন্তলা যে অন্তঃসত্ত্বা তাতে কোন ভুল নেই, সেটা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এক হতে পারে সময়ের ভুল। কিন্তু ডাঃ পালিত বা মিস্ মান্না দুজনেই অভিজ্ঞ ডাক্তার, তাঁদের পক্ষে এত বড় ভুল সম্ভব নয়।

অজিত। বেশ, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক্ যে শকুন্তলার একটি দুষ্মন্ত আছে, কিন্তু—

ব্যোমকেশ। শকুন্তলার দুষ্মন্ত! বাঃ বেশ বলেছ। এই দুষ্মন্তটিকেও আমাদের দরকার কারণ ডাঃ পালিতের ব্যাগে ওষুধের বদলে বিষ ইনি রেখে থাকতে পারেন।

পাণ্ডে। কিন্তু দুষ্মন্ত কে হতে পারে কিছু আন্দাজ করেছেন?

ব্যোমকেশ। দেখুন এরকম আন্দাজ করা বড় শক্ত, তবে শকুন্তলা মার্জ্জিত রুচির আধুনিকা মহিলা সুতরাং দুষ্মন্তও আধুনিকা শিক্ষিত লোক হওয়াই সম্ভব। নর্ম্মদাশঙ্কর বা তাদের দলের কেউ হতে পারে; আবার এমন লোকও হতে পারে যার প্রকাশ্য ভাবে ও বাড়ীতে যাতায়াত নেই।

পাণ্ডে। এমনও ত হতে পারে যে কেউ শকুন্তলাকে বিপদে ফেলে সরে পড়েছে?

ব্যোমকেশ। দুষ্মন্তদের পক্ষে সেটা খুবই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে শকুন্তলাকে বিপদ থেকে বাঁচবার অন্য চেষ্টা করতে হবে, অর্থাৎ অন্য সহকারী যোগাড় করতে হবে।

অজিত। সে রকম সহকারী তিনি কোথায় পাবেন?

ব্যোমকেশ। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? স্বয়ং গঙ্গাধর বংশী

রয়েছেন, তস্য পুত্র নীলাধর আছে, বেণীপ্রসাদ আছে। উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে সকলেই রাজি হবে। এমন কি ডাঃ পালিত আর মিস্ মান্নাকেও বাদ দেওয়া যায় না। ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় !

[তিনজনে খানিকক্ষণ চপ করে রইলেন]

শকুন্তলার আঁকা ছবিটার কথা বারবার মনে পড়ছে, মনে হচ্ছে ওর মধ্যে আরো কিছু লুকিয়ে আছে। ছবিটা দিনের বেলায় একবার ভাল করে দেখতে হবে— [রতিকান্ত ঘরে ঢুকে স্যালুট করলো]

রতিকান্ত। Good morning Sir, আমার একটু দেরী হয়ে গেল। Report-এর জন্যে laboratory গিয়েছিলাম। ইঞ্জেকসনের শিশিতে বিষ পাওয়া যায় নি।

পাণ্ডে। (আশ্চর্য্য হয়ে) বল কি ? Vial-এ বিষ ছিল না ?

রতিকান্ত। না Sir, এই দেখুন রিপোর্ট।

[পাণ্ডেজীকে রিপোর্ট দিল। তিনি দেখে ব্যোমকেশকে দিলেন]

ব্যোমকেশ। আশ্চর্য্য ! Vial-এ নিতান্ত সহজ লিভারের আরক ছাড়া আর কিছু ছিল না !

রতিকান্ত। মিঃ বক্সী, এ থেকে আপনার কি মনে হয় ?

ব্যোমকেশ। আগে আপনি বলুন আপনার কি মনে হয় ?

রতিকান্ত। (একটু ভেবে) দীপবাবুর যে কিউরারী বিষে মৃত্যু হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং সে বিষ যে ইঞ্জেকশনের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢুকেছিল তাতেও সন্দেহ নেই, অথচ vial-এ বিষ পাওয়া গেল না। এ থেকে একমাত্র অনুমান করা যায় যে ডাঃ পালিত যে vial থেকে ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন, পরীক্ষার জন্যে সে vial আমরা পাই নি।

অজিত। অর্থাৎ ?

রতিকান্ত। ডা: পালিত vial বদল করে দিয়েছিলেন।

ব্যোমকেশ। কেন ? তাতে ওঁর লাভ কি ?

রতিকান্ত। লাভ এই হতে পারে যে আমরা মনে করবো ইঞ্জেকশনে মৃত্যু হয় নি। সে দিন আপনি ডা: পালিত সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছিলেন সেটা আমার মাথায় ঘুরছে। কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট দেখে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ডা: পালিত সিধা পথে চলছেন না।

পাণ্ডে। কিন্তু ডাঃ পালিতের কি মোটিভ থাকতে পারে ?

রতিকান্ত। অবশ্য দীপবাবুর মৃত্যুতে ওঁর নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই। কিন্তু যাদের স্বার্থ আছে তারা ওঁকে টাকা খাইয়ে কাজ উদ্ধার করে থাকতে পারে। হয় তো পঞ্চাশ হাজার কি এক লাখ টাকা পুরস্কার দিয়েছে। টাকার জন্যে মানুষ কি না করে ?

ব্যোমকেশ। ঠিক বলেছেন ইন্সপেক্টর চৌধুরী, টাকার জন্যে মানুষ কি না করে ! কিন্তু তিনি যে টাকা পেয়েছেন তার কোন প্রমাণ আছে ?

রতিকান্ত। না, তা অবশ্য নেই। আপনি সেদিন বলবার পর আমি খোঁজ করেছিলাম কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে মোটা টাকা পেয়েছেন তার কোন প্রমাণ পাই নি। কিন্তু তাতে কি ? হয় তো টাকা এখনো পান নি কিম্বা পেয়ে থাকলেও এমন ভাবে রেখেছেন যে সন্ধান পাওয়া যাবে না। ও টাকা ত আর ব্যাঙ্কে রাখবেন না !

ব্যোমকেশ। তা ঠিক। কিন্তু ডা: পালিত যদি সজ্ঞানে, খুন করবার জন্যেই, কিউরারী প্রয়োগ করে থাকেন তাহলেও ত ব্যাপারটার শেষ হচ্ছে

না। যে তাঁকে টাকা খাইয়ে এ কাজ করিয়েছে তাকেও ধরতে হবে। তার কিছু সন্ধান পেয়েছেন?

রতিকান্ত। তা অবশ্য পাইনি। কিন্তু দেবনারায়ণ ছাড়া আর কে হতে পারে?

ব্যোমকেশ। (হেসে) অনেকেই হতে পারে, মোটিভের কোন অভাব নেই। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?

রতিকান্ত। একটা definite সূত্র ধরতে পারলেই প্রমাণের অভাব হবে না। (মিঃ পাণ্ডেকে) Sir, আমি দশটার ট্রেনে বক্সার যাচ্ছি—কয়েদীটাকে জেরা করে যদি জানতে পারি কে কিউরারী কিনেছে—

পাণ্ডে। তা হলে অনেকটা সুরাহা হতে পারে। তুমি ফিরবে কবে?

রতিকান্ত। আজকেই সন্ধ্যে সাতটার ট্রেনে ফিরবো। এ ক'ঘণ্টার জন্যে সাব ইন্সপেক্টর তেওয়ারীকে থানার চার্জ্জে রেখে যাচ্ছি।

পাণ্ডে। বেশ। কিন্তু দশটার ট্রেন যদি ধরতে চাও আর বেশী সময় নেই।

রতিকান্ত। হ্যাঁ Sir। আর একটা কথা। যে হেড-কনস্টেবলটাকে দীপবাবুর বাড়ীতে পাহারায় রাখা হয়েছে সে কাল রাত একটার সময় থানায় ফোন করে জানায় যে দু'জন লোক পৌনে একটা নাগাদ ও বাড়ীতে গিয়ে খিড়কী দোর দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে কিন্তু কন্স্টেবল্ সতর্ক ছিল বলে চেঁচামেচি শুনে পালায়। টর্চ্চের আলোতে তাদের মুখ ঠিক দেখা যায়নি কিন্তু মোটরবাইকের নাম্বারটা নোট করতে পেরেছিল। আজ সকালে আমি নাম্বারটা চেক্ করে দেখি সেটা নর্ম্মদাশঙ্করের।

অজিত। নর্ম্মদাশঙ্কর?

রতিকান্ত। আমি তখুনি সাব-ইন্সপেক্টর বর্ম্মাকে পাঠিয়ে নর্ম্মদাশঙ্করকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সেখানে ডাঃ জগন্নাথপ্রসাদও ছিলেন, মদ খেয়ে

দু'জনেই প্রায় বে-এক্তার হয়ে পড়েছিলেন, পুলিশ দেখে বিশেষ আপত্তি না করে থানায় হাজিরা দিয়েছেন। আমার সময় নেই, তাই তাদের এখানে এনেছি। আপনি যদি নিজে তাদের জেরা করেন হয়ত কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে।

পাণ্ডে। নিশ্চয়ই। আশ্চর্য্য, রাত একটায় ওরা ওখানে কি করছিল !

রতিকান্ত। আচ্ছা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[স্যালুট করে বেরিয়ে গেল]

অজিত। তবে কি নর্ম্মদাশঙ্করই দুস্ত ?

ব্যোমকেশ। আপনার কি মনে হয় পাণ্ডেজী ?

পাণ্ডে। ঠিক বুঝছি না। নর্ম্মদাশঙ্করের পক্ষে কোন দুষ্কর্ম্মই অসম্ভব নয়, কিন্তু আমি ভাবছি সাক্ষী রেখে এ কাজ করবে সে কি এতই বোকা ?

[কনস্টেবলের সঙ্গে নর্ম্মদাশঙ্কর ও জগন্নাথ ঢুকল]

নর্ম্মদাশঙ্কর। মিঃ পাণ্ডে, আপনারা কি ভেবেছেন বলুন ত ? আমরা চোর না গুণ্ডা যে ভোরবেলাতে তলব করেছেন ?

পাণ্ডে। বিনা প্রয়োজনে আপনাদের শ্রীমুখ দর্শনের জন্যে ডাকা হয় নি। কাল রাত্রে আপনারা কোথায় ছিলেন ?

নর্ম্মদা। আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই, তবু ঝামেলা মেটাবার জন্যে বলছি। কাল সন্ধ্যা থেকে আমরা বাড়ীতেই ছিলাম—ডাঃ প্রসাদ সাক্ষী আছেন।

ব্যোমকেশ। তা হলে আপনাদের জুতোয় কাদা কেন ?

নর্ম্মদা। (হেঁট হয়ে দেখে) কাদা ?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, কাল রাত এগারটার পর বৃষ্টি হয়। সন্ধ্যা থেকে বাড়ীতে থাকলে দুজনেরই জুতোয় কাদা লেগে থাকে কেন ? .

নর্ম্মদা। আমার বাড়ীতে একটু বাগানও আছে। রাত্রে সেখানে বেড়িয়েছিলাম তাই কাদা লেগেছে, তাতে হয়েছে কি ?

পাণ্ডে। এই শীতের রাতে বাগানে হাওয়া খাচ্ছিলেন ? চালাকি মারবার জায়গা পাননি ? কাল রাত একটার সময় আপনারা দু'জনে দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ীতে ট্রেসপাস করেছিলেন।

নর্ম্মদা। ট্রেসপাস ? প্রমাণ আছে ?

পাণ্ডে। আছে। পুলিশের লোক আপনাদের দেখেছে, আপনার মোটর বাইকের নাম্বার নোট করেছে।

নর্ম্মদা। যদি বলি শকুন্তলা আমাকে ডেকেছিল তা হলেও কি ট্রেসপাস হবে ?

পাণ্ডে। সে কথা আদালতে বলবেন। আপনাদের নামে ওয়ারেন্ট আছে, আপনাদের আমি এ্যারেষ্ট করলাম। (কনস্টেবলকে) যাও — দোনো কো লক্ আপ্ মে বন্দ্ করো—

জগন্নাথ। (কাতরভাবে) দোহাই পাণ্ডেজী, লক্ আপে বন্ধ করবেন না। আমরা সত্যিকারের দোষ করি নি, আপনাকে সব কথা বলছি। (নর্ম্মদাশঙ্কর বাধা দেবার চেষ্টা করলো) না, না, নর্ম্মদা, তুমি চুপ করো, গোঁয়ার্ত্তুমি কোর না। এ সব কেচ্ছা জাহির হয়ে পড়লে আমার আর মুখ দেখানর উপায় থাকবে না। পাণ্ডেজী আমার কথা শুনুন—

পাণ্ডে। আপনি যদি সত্যি কথা বলেন শুনতে রাজী আছি।

জগন্নাথ। কোন কথা লুকাব না—সব কথা বলবো—

পাণ্ডে। বেশ, শুনে যদি মনে হয় আপনাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না তা হলে এ্যারেষ্ট নাও করতে পারি। নর্ম্মদাশঙ্করবাবু, আপনি

পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন—(কনস্‌টেবলকে) যাও, দুসরা কামরামে লে যাও—

[ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে নর্ম্মদাশঙ্কর কনস্‌টেবলের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল]

ডাঃ প্রসাদ, এবার সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলুন—

জগন্নাথ। কাল রাতে নর্ম্মদাশঙ্করের বাড়ীতে একটা খানাপিনা ছিল—মানে ওর টেনিস চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসব। ভোজের পর অন্যান্য দোস্তরা চলে গেলে আমরা দু'জনে বসে একটু গল্প গুজব করছিলাম—

পাণ্ডে। মানে, মদ খাচ্ছিলেন ?

জগন্নাথ। মদ নর্ম্মদাশঙ্করই খাচ্ছিল, আমি দু'তিন পেগের বেশী খাই নি। বেশী মদ আমার সহ্য হয় না।

পাণ্ডে। ও। তারপর ?

জগন্নাথ। নর্ম্মদাকে সেদিন আপনি শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করতে দেন নি, তাই ওর ভারি মন খারাপ হয়েছিল। রাত বারটার সময় বলে বসলো যেমন করেই হোক রাত্রেই শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করবে। আমি কত বোঝাবার চেষ্টা করলাম, বললাম বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার রাত কিন্তু ও আমার মানা কানেও তুললো না। তাই—

পাণ্ডে। তাই রাত একটার সময় অভিসারে ?

জগন্নাথ। জী আমি কি করবো, আমার কোন মানা শুনলো না—

পাণ্ডে। তারপর ?

জগন্নাথ। দীপবাবুর বাড়ীর একটু দূরে বাইক থামিয়ে আমরা খিড়কী দোর দিয়ে অন্দরে ঢোকার চেষ্টা করলাম কিন্তু পুলিশ পাহারা ছিল। তারা টর্চ্চ জ্বালতেই আমরা দৌড়ে মোটর বাইকে চড়ে পালিয়ে এলাম। তারা

তাড়া করেছিল কিন্তু ধরতে পারে নি। তারপর ভোরবেলা সাব-ইন্সপেক্টর বর্ম্মা আমাদের থানায় আসবার হুকুম দিয়ে গেল। পাণ্ডেজী, আমি যা বললাম সব সত্যি। কোন বদ মতলব আমাদের ছিল না।

ব্যোমকেশ। শকুন্তলার সঙ্গে নর্ম্মদাশঙ্করের সম্বন্ধটা ঠিক কোন ধরনের?

জগন্নাথ। দেখুন, ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, মানে—

ব্যোমকেশ। মানে, আপনি বলবেন না?

জগন্নাথ। (সন্ত্রস্ত হয়ে) না, না, বলবো না কেন? তবে ওসব কথায় আমি থাকি না। কাজ কি পরের হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে।

ব্যোমকেশ। ও আপনি পরের হাঁড়িতে কাঠি দেন না? কেবল ডাঃ পালিতের কম্পাউণ্ডার খুবলালকে চাকরী ছাড়তে বলেছিলেন?

জগন্নাথ। (ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলে) খুবলাল—মানে ডাঃ পালিত —মানে—

ব্যোমকেশ। ও কথা থাক। নর্ম্মদাশঙ্করের সঙ্গে শকুন্তলার ঘনিষ্ঠতা কতদূর দাঁড়িয়েছে তা আপনি জানেন না?

জগন্নাথ। সত্যি বলছি, নটঘটের কথা আমি কিছু জানি না।

ব্যোমকেশ। নর্ম্মদাশঙ্কর কাল রাত্রে কিছু বলে নি?

জগন্নাথ। নর্ম্মদা ভারী মিথ্যাবাদী। ও মনে করে দুনিয়ার সব মেয়ে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর কোন কথায় বিশ্বাস করতে নেই।

ব্যোমকেশ। তবু, কি বলেছিল?

জগন্নাথ। বলেছিল শকুন্তলার সঙ্গে ওর অনেকদিন থেকে প্রেম চলছে, বিয়ের আগে থেকে। ওরা দু'জনে এলাহাবাদে একই কলেজে পড়ত।

ব্যোমকেশ। হুঁ। ডাঃ প্রসাদ আজ আপনি ছাড়া পেলেন কিন্তু পরে হয়তো আদালতে সাক্ষী দিতে হবে। পাণ্ডেজী—

পাণ্ডে। বেশ, আপনি যেতে পারেন, কিন্তু সহর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না তা হলেই হাতে হাতকড়া পড়বে। নর্ম্মদাশঙ্করকেও এ কথা জানিয়ে দেবেন। যান্—

[স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দ্রুতপদে জগন্নাথ বেরিয়ে গেল]

ব্যোমকেশবাবু, কিছু বুঝলেন ?

ব্যোমকেশ। মনে হচ্ছে কার্য্য, কারণ আর ফলাফলের মধ্যে খানিকটা সূত্র দেখতে পাচ্ছি।

অজিত। তার মানে ?

ব্যোমকেশ। মানে পূর্ব্বরাগ, গুপ্তপ্রণয়ী দুটোই বিদ্যমান রয়েছে দেখা যাচ্ছে। শুধু—

অজিত। তা হলে নর্ম্মদাশঙ্করই দুষ্মন্ত ?

ব্যোমকেশ। হতে পারে। শুধু খটকা লাগছে এইজন্যে যে একজন বয়স্যকে নিয়ে সে শকুন্তলার কুঞ্জে কেন গেল ?

অজিত। বয়স্য যদি দুষ্কর্ম্মে সহকারী হয় ত কেন নিয়ে যাবে না ? নিশ্চয়ই জগন্নাথই কিউরারী যোগাড় করেছিল আর ডাঃ পালিতের দোকানে ঢুকে লিভারের শিশিতে মিশিয়ে রেখে এসেছিল। তুমিই ত বলেছিলে যে এ খুনের পেছনে ডাক্তারের বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়।

পাণ্ডে। ও ঘোড়া ডাক্তারটার ওপর আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ রয়েছে। ব্যাটা নর্ম্মদাশঙ্করের সঙ্গে একেবারে হরিহর আত্মা। ওরা দুটোতে মিলে নিশ্চয়ই এই খুনটা করেছে।

ব্যোমকেশ। অসম্ভব নয় স্বীকার করছি। কিন্তু তা হলে জগন্নাথ এতগুলো কথা বলে নিজেদের expose করে গেল কেন ?

পাণ্ডে। ভয়ে। নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যে।

ব্যোমকেশ। ঠিক সেইজন্যেই হয় ত একগাদা মিথ্যা কথা বলে গেল —মিছামিছি নর্ম্মদাশঙ্করকে জড়াবার জন্যে।

পাণ্ডে। না ব্যোমকেশবাবু আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। শকুন্তলা আর নর্ম্মদাশঙ্করের গুপ্তপ্রেমের জন্যে দীপবাবু খুন হয়েছেন, আর খুন করেছে জগন্নাথ, ডাঃ পালিতের ইনজেকশনের শিশিতে কিউরারী মিশিয়ে দিয়ে—

ব্যোমকেশ। তা হলে ইনজেকশনের শিশিতে কিউরারী পাওয়া গেল না কেন ?

পাণ্ডে। হয়ত সেটা সরিয়ে অন্য একটা শিশি সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করেছিল।

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ সেটা সম্ভব, কিন্তু তা হয়ে থাকলে এ ষড়যন্ত্রে আরো একজন লোক আছে স্বীকার করতে হবে।

[একজন কনস্টেবল ঢুকলো]

কনস্টেবল। হুজুর, ডাঃ পালিত মোলাকাৎ চাহতে হেঁ।

পাণ্ডে। ঠিক্ হয়—আনে বোলো। [কনস্টেবল বেরিয়ে গেল]

ব্যোমকেশ। পাণ্ডেজী, কেমিক্যাল এ্যানালিসিসের কথা ডাঃ পালিতকে বলে কাজ নেই। ও বিষয়ে আমি ওঁকে আগে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই।

পাণ্ডে। বেশ, ও কথা না তুললেই হবে।

[ডাঃ পালিত ঢুকলেন]

পালিত। প্রাণে শান্তি নেই পাণ্ডেজী, তাই এলাম একবার খোঁজ নিতে যদি কিছু খবর থাকে।

পাণ্ডে। খবর ত আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু পাচ্ছি কই ?

ব্যোমকেশ। আচ্ছা, ডাঃ পালিত, দীপবাবুর মৃত্যুর দিনের সব কথা আপনার মনে আছে ?

পালিত। বলেন কি, তা থাকবে না ? কিন্তু কেন, ব্যাপার কি ?

ব্যোমকেশ। লিভার এক্সট্রাক্টের vialটা কোথায় রেখেছিলেন মনে আছে ?

পালিত। (একটু ভেবে) সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে সেটা টেবিলের ওপর রেখেছিলাম, তারপর গোলমালের মধ্যে সেটাকে আর ব্যাগে পোরার কথা মনে হয় নি। তারপর মিঃ পাণ্ডে এসে সেটা চাইতে টেবিল থেকে তুলে ইন্‌সপেক্টর চৌধুরীকে দিয়েছিলাম।

ব্যোমকেশ। পুলিশ আসা পর্য্যন্ত আপনি দীপবাবুর ঘরেই ছিলেন ?

পালিত। না, আমি পুলিশকে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর বংশী এসে পড়েছিল তারপর একেবারে বাড়ী ভেঙ্গে লোকজন এসে পড়লো। কান্নাকাটি, হৈ-হাই সহ্য না করতে পেরে আমি বৈঠকখানায় এসে বসে ছিলাম।

ব্যোমকেশ। পুলিশ আসতে কত সময় লেগেছিল ?

পালিত। আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে---ঠিক বলতে পারি না।

ব্যোমকেশ। আচ্ছা, শকুন্তলা দেবীর বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আপনি যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয়--

পালিত। সত্যি কি না অন্য যে কোন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করলেই বলতে পারবে।

ব্যোমকেশ। না, না, সে কথা বলছি না, সে ত শকুন্তলা দেবী নিজেই স্বীকার করেছেন। আমরা ভাবছি দীপনারায়ণ সিং যে সময় মরণাপন্ন ছিলেন—

পালিত। তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিন মাস আগে দীপবাবুর অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, সহরের অনেক ডাক্তার তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা বলতে পারবেন। দু'জন নার্স পালা করে দিবারাত্র তাঁর কাছে থাকতো, তারা বলতে পারবে।

ব্যোমকেশ। আচ্ছা ও কথা থাক্। এবার আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনি দীপনারায়ণ সিং-এর কাছে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন কেন?

পালিত। (আশ্চর্য্য হয়ে) টাকা ধার নিয়েছি? সে কি? কে বললে আপনাকে?

ব্যোমকেশ। ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীর কাছে শুনলাম। তবে কি ও কথা সত্যি নয়?

পালিত। সর্ব্বৈব মিথ্যে। দশ হাজার টাকা! গঙ্গাধর বংশী ত দেখছি সাংঘাতিক লোক! দীপবাবু মারা গেছেন এই ফাঁকে দশ হাজার টাকা হজম করতে চায়। দাঁড়ান, ব্যাটাকে আমি দেখছি। এখুনি গিয়ে টুঁটি টিপে ধরবো। আমার নামে মিথ্যা দুর্নাম দেবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা!

[উঠবার উপক্রম করলেন]

ব্যোমকেশ। আরে বসুন, বসুন। ম্যানেজারের সঙ্গে বোঝাপড়া পরে করলেও চলবে। কিন্তু কিছু সত্যি যদি না থাকে, এ কথা উঠলো কি করে?

পালিত। (একটু ভেবে) কি করে উঠলো বুঝতে পেরেছি। এ্যাকসি-

ডেন্টের দিন ইন্‌জেকশন দেবার আগে কথায় কথায় দীপবাবু বলেছিলেন আমার পুরোন মোটরটা বদলে ফেলতে। আমি বলেছিলাম আমি গরীব মানুষ দশ-বার হাজার টাকা কোথায় পাব ? শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন ভাগ্যবান আকাশ থেকে টাকা পায়। আমার বিশ্বাস তিনি ঠিক করেছিলেন ওই টাকাটা আমাকে দেবেন, হয় ত ম্যানেজারকে বলেও ছিলেন। তারপর তিনি যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন ম্যানেজারের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, দশ হাজার টাকা পকেটস্থ করার এই সুযোগ ! (উঠে দাঁড়ালেন) দাঁড়ান না, আমি ওর ভুতুড়ি বার করে ছেড়ে দেব, আমার সঙ্গে চালাকি ? এখুনি একটা হেস্তনেস্ত করে তবে নিশ্চিন্ত হবো। চললুম পাণ্ডেজী—

[সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন]

অজিত। এইবার একটা খণ্ড প্রলয় বাঁধবে। গভীর জলের মাছটি কি করবেন দেখতে বড় সাধ হচ্ছে।

ব্যোমকেশ। পাণ্ডেজী, ডাক্তারের কথাবার্ত্তায় কিছু বুঝলেন ?

পাণ্ডে। না, আপনার কি মনে হয় ?

ব্যোমকেশ। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার পালিতের ব্যবহারে কোন সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে না।

অজিত। কেন ?

ব্যোমকেশ। বারবার তিনি নিজের ওপর সন্দেহ টেনে আনছেন।

পাণ্ডে। কি রকম ?

ব্যোমকেশ। অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে তিনিই পুলিশকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তারপরে anaphylactic shockএ মৃত্যু হয়েছে বলে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে রাজী ছিলেন। অর্থাৎ পোষ্ট-মর্টেম যাতে না হয় তারই চেষ্টা করেছিলেন।

পাণ্ডে। কিন্তু ধরুন যদি তিনি সত্যিই ভেবে থাকেন যে শকে মৃত্যু হয়েছে ?

ব্যোমকেশ। বেশ মেনে নিলাম। তার মানে তিনি অজ্ঞানতে বিষ ইন্‌জেক্ট করেছিলেন। তা হলে vialএ বিষ পাওয়া গেল না কেন ?

পাণ্ডে। এ একটা রহস্য বটে।

ব্যোমকেশ। রতিকান্তের ধারণা যে ডাক্তার পালিত জেনেশুনেই বিষ ইন্‌জেক্ট করেছিলেন এবং সেই জন্যেই vial বদল করে দিয়েছেন। কিন্তু তা তিনি করলেন কেন ? তাঁর জানা ছিল যে পোষ্ট-মর্টেমে দেহেতে বিষ পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে vial বদল করলে তাঁর ওপর যে বেশী সন্দেহ হবে এটা তিনি নিশ্চয়ই বোঝেন। এত বড় বোকামি তিনি কেন করবেন ?

অজিত। ধরো, পোষ্ট-মর্টেম আটকাতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত ভয় পেয়েই এ রকম বোকামি করে ফেলেছেন।

ব্যোমকেশ। তা হলে আর একটা দিক ভেবে দেখ। শকুন্তলার অবস্থা দেখে এ-সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নয় যে এ খুনের পেছনে অবৈধ প্রেমও থাকতে পারে। মৃত্যু যখন ডাঃ পালিতের হাতেই হয়েছে তখন তিনি জানেন যে সর্ব্বপ্রথম আমরা তাঁকেই accessory to crime বলে মনে করবো। তবে কেন তিনি শকুন্তলার অবস্থার কথা আমাদের বলবেন ? কেনই বা তার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে অন্যান্য ডাক্তার বা নার্সদের সাক্ষী মানবেন ? তিনি জানেন যে ধরিয়ে না দিলে শকুন্তলার অবস্থার কথা ভাবতেও পারতাম না এবং স্বামীর মৃত্যুর অজুহাতে শকুন্তলা পাটনা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে অনায়াসে দায়মুক্ত হতে পারতো। তবে কেন ডাক্তার পালিত নিজের ওপর অপরাধের দায়িত্ব টেনে আনবেন ?

পাণ্ডে। তা হলে ডাঃ পালিতের এ রকম ব্যবহারের মানে কি ?

ব্যোমকেশ। মানে হয় যদি আমরা দুটো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভঙ্গীতে ব্যাপারটা দেখি।

অজিত। কি রকম ?

ব্যোমকেশ। প্রথম যে ডাঃ পালিত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তিনি জানতেন না যে লিভারের সঙ্গে কিউরারী ইনজেক্ট করেছেন। যদিও তাঁর মনে হয়েছিল যে anaphylactic shock-এ মৃত্যু হয়েছে তবু কর্ত্তব্য হিসাবে পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। আর শকুন্তলার অবস্থা সম্বন্ধে নিজেও খুব আশ্চর্য্য হয়েছেন বলেই আমাদের সব কথা বলেছেন। প্রকৃত অপরাধী তাঁকে scapegoat বানাবার চেষ্টা করছে তাই সুবিধামত vial বদলে দিয়েছে।

অজিত। কিন্তু vial বদল করতে পারে কে ?

ব্যোমকেশ। দীপবাবু মারা যাবার পর অন্ততঃ আধঘণ্টা vialটা সে ঘরে টেবিলের ওপর পড়েছিল। বদল করার পক্ষে সেটুকু সময় যথেষ্ট।

পাণ্ডে। তার মানে বাড়ীর লোকদের মধ্যেই কেউ এ কাজ করেছে ?

ব্যোমকেশ। হতে পারে, সন্দেহ থেকে কারুকেই বাদ দেওয়া যায় না।

পাণ্ডে। আর দ্বিতীয় অনুমানটা কি ?

ব্যোমকেশ। সেটা হচ্ছে যে ডাঃ পালিত জেনে শুনে টাকার লোভে এই অপরাধ করেছেন কিন্তু তিনি এত ধূর্ত্ত যে আমাদের গোলমালে ফেলে দেবার জন্যে ইচ্ছা করে কথায় ও কাজে এইসব অসঙ্গতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। নিজের ওপর সন্দেহ টেনে এনেই তিনি সন্দেহ মোচনের চেষ্টা করছেন। —এখন এ দুটোর মধ্যে কোনটা সত্য তা জানতে হবে।

পাণ্ডে। তা হলে রহস্য যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল।

ব্যোমকেশ। পাণ্ডেজী শকুন্তলার আঁকা ছবিটা আমাকে আর একবার দেখতেই হচ্ছে। আমার দৃঢ় ধারণা রহস্যের সূত্র শকুন্তলার ঘরেই পাওয়া যাবে। আপনার যদি অসুবিধা না থাকে চলুন না একবার সেখানে।

পাণ্ডে। এখুনি?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, এখুনি। হয়ত একটা সমাধান খুঁজে পাবো। দেরী করে লাভ নেই।

পাণ্ডে। বেশ চলুন। আসুন অজিত বাবু।

[তিন জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন]

২য় দৃশ্য

[শকুন্তলার ঘর। আগের মতই সাজান কেবল রাইটিং টেবিলের ওপর দীপনারায়ণ সিং-এর একটি বড় সাইজের ফটো রাখা হয়েছে। বিছানার উপর শকুন্তলা আধ শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়ছেন। খাটের কাছে ইজি-চেয়ারে বসে মিস মান্না ও বই পড়ছেন। কেউ কোন কথা বলছেন না]

শকুন্তলা। (সশব্দে বই বন্ধ করে) নাঃ, এ রকম বন্ধ জীবন আমার আর ভাল লাগছে না।

মান্না। মিসেস সিং, আপনার শরীর সুস্থ নয়। এ রকম বিশ্রাম আপনার কিছুদিন হওয়া দরকার।

শকুন্তলা। মিথ্যে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করবেন না, মিস মান্না। আপনিও জানেন আর আমিও জানি যে মিঃ পাণ্ডে আমাকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। কিন্তু কেন?

মান্না। আপনি ভুল বুঝেছেন। সেদিন হঠাৎ faint করে যাওয়াতে আপনাকে ধরাবাধার মধ্যে রাখার দরকার ছিল। আপনি এখন আর একলা নন। আরেকটা প্রাণের জন্যে যেটুকু সাবধান হওয়া উচিত তাই করা হয়েছে।

শকুন্তলা। জানি না মিঃ পাণ্ডের কি অভিপ্রায়। কিন্তু অন্য সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে কী লাভ হচ্ছে? দিনরাত এই ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে আমার সময় কি করে কাটে বলুন ত?

মান্না। প্রয়োজন না থাকলে কি মিঃ পাণ্ডে এ ব্যবস্থা করতেন ?

শকুন্তলা। মিঃ পাণ্ডে ত ডাক্তার নন, তিনি আমার কি প্রয়োজন তা বুঝবেন কি করে ? আপনি ডাক্তার, আপনিও কি মনে করেন এই জোর করে বিশ্রাম করান সত্যি আমার দরকার ? আমার অবস্থা যদি এতই সঙ্গীন হয়ে থাকে তা হলে আমি নিজে কিছু বুঝতে পারছি না কেন ? অন্য কোন ডাক্তারই বা আমাকে দেখছেন না কেন ?

[মিস্ মান্না চুপ করে রইলেন]

আপনি যাই বলুন না কেন, আমি বুঝছি যে আমি পুলিশের নজরবন্দী। আমি জানতে চাই কেন ?

মান্না। কেন এ ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি কি করে বলবো বলুন ?

[দরজার বাইরে থেকে মিঃ পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিতরে আসতে পারি ?']

মিঃ পাণ্ডে ত এসে গেছেন, তাঁকেই জিগ্যেস করুন। আসুন মিঃ পাণ্ডে—

[শকুন্তলা উঠে বসলেন। মিঃ পাণ্ডে, ব্যোমকেশ ও অজিত প্রবেশ করলেন ও নমস্কার জানালেন]

পাণ্ডে। নমস্কার মিসেস সিং, কেমন আছেন ?

শকুন্তলা। নমস্কার। ভালই আছি। বসুন—

[মিঃ পাণ্ডে ও অজিত বসলেন। ব্যোমকেশ না বসে দেওয়ালে টাঙান 'তপোবনে শকুন্তলা' ছবিটি দেখতে লাগলেন]

মান্না। মিঃ বক্সীর দেখছি ছবিটা চোখে লেগেছে। সেদিনও দেখলেন, আজও দেখছেন—

অজিত। ব্যোমকেশ একজন দিগ্‌গজ আর্ট ক্রিটিক। মিসেস সিং, ব্যোমকেশ যখন আপনার আঁকা ছবিটা এত মন দিয়ে দেখছে তখন বুঝতে হবে ওটা খুব উঁচুদরের হয়েছে।

শকুন্তলা। কি জানি। নিজের খেয়ালে ওটা এঁকেছিলাম, সত্যি ওটা আর্ট হয়েছে কি না বিচার করে দেখিনি।

ব্যোমকেশ। (ছবি দেখতে দেখতে) আপনি ঠিকই বলেছেন, শকুন্তলা দেবি! মনের খেয়ালে এঁকেছিলেন বলেই ছবিটা মনের প্রতিবিম্ব হয়েছে, আর সেটাই ত সবচেয়ে বড়ো আর্ট!

শকুন্তলা। মিঃ পাণ্ডে, এ রকম ভাবে ঘরে বন্দী হয়ে আমাকে কতদিন কাটাতে হবে?

পাণ্ডে। (অপ্রতিভ হয়ে) আপনার কিছুদিন বিশ্রামের দরকার।

শকুন্তলা। তা জানি, কিন্তু বিশ্রামের জন্যে মিস মান্নার নজরবন্দী হয়ে কেন থাকতে হবে?

মান্না। কি বলছেন মিসেস সিং? I am here only as a medical attendent!

শকুন্তলা। মিঃ পাণ্ডে, আমি জানতে চাই কেন আপনারা এ ব্যবস্থা করেছেন? আমার জানবার অধিকার আছে—বলুন—

পাণ্ডে। (নিরুপায় ভাবে) ব্যোমকেশ বাবু—

ব্যোমকেশ। (এখনো ছবি দেখছেন) ঠিক আছে পাণ্ডেজী, শকুন্তলা দেবীর জানা দরকার।

পাণ্ডে। মিসেস সিং, এ ব্যাপার নিয়ে আপনার সামনে কোন আলোচনা না করতে হলেই সুখী হতাম কিন্তু আপনি জানতে চাইছেন তাই বলছি। আপনার স্বামী কিউরারী বিষে মারা গেছেন।

শকুন্তলা। কিউরারী? বিষ?

পাণ্ডে। হ্যাঁ, লিভার ইঞ্জেকশনের সঙ্গে কিউরারী ছিল।

শকুন্তলা। তা হলে ডাঃ পালিত কি ভুল করেছিলেন?

পাণ্ডে। না, তাঁর কোন ভুল হয়নি। ইঞ্জেকশনের শিশির মধ্যে কেউ কিউরারী ঢুকিয়ে দিয়েছিল—দীপনারায়ণ সিংকে খুন করবার জন্যে।

[শকুন্তলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন]

এখন বুঝতে পারছেন কেন আপনাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে? যে আপনার স্বামীকে খুন করেছে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সে যে আপনার জীবনের ওপরও হস্তক্ষেপ করবে না, তার কি কোন ঠিক আছে?

মায়া। My God! Murder? বলছেন কি মিঃ পাণ্ডে?

পাণ্ডে। হ্যাঁ, deliberate, cold-blooded murder। আর সেইজন্যে যতদিন না খুনীকে আমরা ধরতে পারছি ততদিন শকুন্তলা দেবীকে নিরাপদে রাখতে হবে।

অজিত। কিছু ভাববেন না মিসেস সিং, খুনী আমাদের হাত এড়িয়ে পালাতে পারবে না।

পাণ্ডে। মিসেস সিং, যে পথে আমাদের তদন্ত চলেছে তাতে কতগুলো বিষয়ে আপনার মতামত জানতে পারলে সুবিধা হবে। আমার অনুরোধ, আপনি কোন কথা গোপন না করে, কোন সঙ্কোচ না করে আমাদের সাহায্য করুন।

শকুন্তলা। (নিজেকে সামলে নিয়ে) বেশ, বলুন। আমি যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করবো।

পাণ্ডে। দেবনারায়ণের সঙ্গে আপনার স্বামীর কি রকম সম্পর্ক ছিল?

শকুন্তলা। দেবনারায়ণকে আমার স্বামী খুবই স্নেহ করতেন, এমন কি

প্রশ্রয়ও দিতেন। সে নির্ব্বোধ, কুসংসর্গে পড়ে এক আধটা অন্যায় কাজ যে করেনি তা নয় কিন্তু আমার স্বামী সবসময় তাকে ক্ষমাই করেছেন।

পাণ্ডে। পুরা সম্পত্তি পাবার লোভে, তার মোসাহেবদের প্ররোচনায় দেবনারায়ণ এ কাজ করতে পারে?

শকুন্তলা। না, তা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার স্বামীকে সে শ্রদ্ধা করতো, ভালবাসতো। সম্পত্তির লোভে খুন করবার প্রবৃত্তি তার কখনো হবে না।

পাণ্ডে। আর চাঁদনী দেবী?

শকুন্তলা। চাঁদনী?

পাণ্ডে। হ্যাঁ। একবছর আগে পর্য্যন্ত তিনিই এ বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন, আপনি এসে তাঁকে স্থানচ্যুত করেছেন। আপনার ওপর ঈর্ষা হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

শকুন্তলা। না, না এ আপনি কী বলছেন! চাঁদনী অল্প বয়সে এ বাড়ীতে এসেছে, তখনো সে যেমন বাড়ীর গিন্নী ছিল, আজো তাই আছে। আমি কখনো সংসারের কোন বিষয়ে মাথা গলাইনি, গলাতে চাইওনি। আপনারা চাঁদনীকে জানেন না তাই এ রকম ভুল ভাবতে পেরেছেন। ওর মত স্নেহপ্রবণ প্রকৃতির মেয়ে চোখে পড়ে না। ও আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, আমার বোনের মত—

[ব্যোমকেশ এতক্ষণ মন দিয়ে ছবি দেখছিল, এবার এগিয়ে এল]

ব্যোমকেশ। তাই যদি হয় মিসেস সিং তা হলে আপনার সন্তান-সম্ভাবনার কথা আপনি চাঁদনী দেবীকে বলেননি কেন?

[শকুন্তলা আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন]

পাণ্ডেজী, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? আমি একা শকুন্তলা দেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

পাণ্ডে। (আশ্চর্য্য হয়ে) বেশ ত, আমার কোন আপত্তি নেই। চলুন মিস মান্না, আমরা কিছুক্ষণ পাশের ঘরে অপেক্ষা করি।

[মিঃ পাণ্ডে ও মিস মান্না উঠলেন]

ব্যোমকেশ। অজিত, তুমিও যাও।

অজিত। আমিও?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, আমার বেশীক্ষণ সময় লাগবে না।

[তিন জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন]

শকুন্তলা দেবী, উঠে বসুন। আপনাকে যে কয়েকটা প্রশ্ন করবো তার ঠিক ঠিক উত্তর চাই। আপনাকে প্রথমেই বলে রাখছি আমি সবকিছু বুঝতে পেরেছি। আমার কাছে কোন কথা গোপন করে লাভ নেই।

[বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শকুন্তলা উঠে বসলেন]

আপনি কখনো নাটকে অভিনয় করেছেন?

শকুন্তলা। করেছি। কলেজে পড়বার সময় মাঝে মাঝে—

ব্যোমকেশ। সখের অভিনয় করে থাকলেও আপনার অভিনয় প্রতিভা দেখে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনার স্বামীর মৃত্যুর সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত আপনি যে অভিনয় দেখালেন তার তুলনা নেই।

শকুন্তলা। আপনি কি বলছেন?

ব্যোমকেশ। ঠিকই বলছি। সেদিন সকালে ডাঃ পালিত যখন আপনার স্বামীকে ইঞ্জেকশন দিতে আসেন আপনি তখনই জানতেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন।

শকুন্তলা। না, কখনো না, না।

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা দেবি, আমি সত্যান্বেষী। কি হয়েছে সেটা জানবার জন্যে কেন হয়েছে সেটা যে আগে জানা দরকার তা আমি বুঝি। আপনি চাঁদনী দেবীকে আপনার অবস্থার কথা কেন জানাননি বলবো? জানাবার মত কথা ওটা নয়। আপনার স্বামীকেও আপনি জানাননি, আমাদের কাছে সেদিন মিথ্যা বলেছিলেন।

শকুন্তলা। না, আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম।

ব্যোমকেশ। না, তাঁকে জানাবার মত সাহস আপনার হয় নি। জানালে তিনি আপনাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতেন।

শকুন্তলা। আপনি চুপ করুন। আপনার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আপনি যান—

ব্যোমকেশ। আমি চলে গেলেই যে সত্যের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবে তা মনে করবেন না। বরং আমার কথা যদি সব শোনেন তাতে আপনারই লাভ।

শকুন্তলা। (আচ্ছন্নের মত) বলুন।

ব্যোমকেশ। দীপবাবুর মৃত্যুর তদন্তে যখন পাণ্ডেজী আমাকে সাহায্য করতে বলেছিলেন তখন প্রথমেই মনে হয়েছিল এ মৃত্যুতে লাভ কার? দেবনারায়ণ সমস্ত সম্পত্তি হাতে পাবে, চাঁদনী দেবী সংসারে তাঁর কর্তৃত্ব ফিরে পাবেন, গঙ্গাধর বংশী দেবনারায়ণের মত মালিক পাবে, তার দিনে ডাকাতি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে, লীলাধর বেণীপ্রসাদ প্রভৃতি মোসাহেবদের তাতে মজা লোটবার সুবিধা হবে। অর্থাৎ লাভ সকলেরই শুধু ক্ষতি আপনার।

শকুন্তলা। তবে কেন আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?

ব্যোমকেশ। সব বলছি, বোঝবার কোন অসুবিধা হবে না। যতক্ষণ

টাকাটাই মোটিভ বলে মনে হয়েছিল ততক্ষণ এদের কারুকে সন্দেহ থেকে বাদ দেবার উপায় ছিল না। ডাঃ পালিতকে টাকা খাইয়ে এদের যে কেউ এ কাজ করতে পারত। কিন্তু ডাঃ পালিতই টাকা ছাড়া আর একটা মোটিভের দিকে আমাদের দৃষ্টি খুলে দিলেন, তিনি জানালেন আপনি তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা।

শকুন্তলা। তা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ হয়। তিন মাস আগে দীপবাবু মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন—দিবারাত্র তাঁর ঘরে নার্সেরা ডিউটি দিত এবং সবচেয়ে বড়ো কথা আপনার সে ঘরে প্রবেশ করাও মানা ছিল।

[শকুন্তলা মুখ ঢাকলেন]

দীপবাবুকে আপনি কোনদিন ভালবাসতে পারেননি, স্বামী হিসাবে শ্রদ্ধাও করতে পারেননি। তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আপনার অসংযত মন আধুনিক স্বৈরাচারের সুযোগ নিয়েছিল পূর্ণ মাত্রায় এবং তার ফল পেতেও দেরী হয় নি। তিনি যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন আপনি ভয় পেয়ে গেলেন যে আর বেশীদিন তাঁর কাছ থেকে আপনার অবস্থা লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। তাই প্রয়োজন হলো তাঁকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে দেবার। যে নিরপত্তার জন্যে আপনি এক প্রৌঢ়কে অসবর্ণ বিবাহ করেছিলেন সেই নিরপত্তার জন্যেই দীপবাবুর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল—নইলে মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য কিছুই আর থাকত না।

শকুন্তলা। (মুখ তুলে ক্রুদ্ধভাবে) মিঃ বক্সী, আপনি আমাকে অপমান করছেন এ আমি সহ্য করবো না। আপনার এ সমস্ত ধারণা ভুল।

ব্যোমকেশ। না, কোন ভুল নেই। আরও পরিষ্কার ভাবে বলছি শুনলেই বুঝবেন আমার কাছে কিছুই অজানা নেই। এই নাটকের যিনি

নায়ক তিনি এ বাড়ীর সমস্ত খবর রাখেন এবং খুবই পরিচিত লোক। গভীর রাত্রে তিনি সদা-উন্মুক্ত খিড়কী দোর দিয়ে অন্দরে ঢুকতেন এবং সেখান থেকে বাথরুমের দোর দিয়ে আপনার এই শোবার ঘরে আসতেন। আপনাদের এই অসামাজিক প্রেমের পরিণাম লুকোবার জন্যে দীপবাবুকে খুন করার প্ল্যান আপনাদের মধ্যে কার মাথায় ঢুকেছিল জানি না। কিন্তু এটা জানি যে এই নায়কটি পার্টির দিন সন্ধ্যাবেলায় ডাঃ পালিতের দোকানের তালা ভেঙ্গে লিভারের শিশিতে বিষ ভরে রেখে এসেছিলেন। তাঁর জানা ছিল যে ডাঃ পালিত তার পরদিন সকালবেলা সর্ব্বপ্রথম দীপবাবুকেই ইঞ্জেকশন দিতে আসবেন, কাজেই যে মৃত্যুবাণ তিনি দীপবাবুর জন্যে তৈরী করে রেখেছিলেন তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না।

শকুন্তলা। আপনি পাগলের মত প্রলাপ বকছেন। এ শোনবার মত মনের অবস্থা আমার নেই।

ব্যোমকেশ। কে এই নায়ক তা ঠিক করতে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু একটা ভুল করে সে নিজের পরিচয় আমাকে দিয়েছে; তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল আজ আপনার এই ঘরে তার সম্পূর্ণ নিরসন হল।

শকুন্তলা। আমার এই ঘরে !

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ। প্রেমে আত্মহারা হয়ে মনের সমস্ত কামনাকে রূপদান করবার জন্যে যে ছবি আপনি এঁকেছেন, আপনার ভুল হয়েছে সেই ছবি প্রকাশ্যভাবে শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখা। কিন্তু আমার কাছে এ শুধু ছবি নয়, আপনার অতীত জীবনের ইতিহাস—চিত্রময় ইতিহাস।

(শকুন্তলা চুপ করে রইলেন)

দেখছেন মিসেস সিং, সমস্ত কাহিনী আমার কাছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

শকুন্তলা। এ সমস্তই শুধু আপনার অনুমান, মিথ্যা সন্দেহ—

ব্যোমকেশ। না, শকুন্তলা দেবী, আপনি অন্তর থেকে জানেন এ মিথ্যা নয়—

শকুন্তলা। মিঃ বক্সী আপনার এই সন্দেহ জানাজানি হয়ে গেলে আমাকে—আমাকে, অসীম কলঙ্ক আর দুর্নামের ভাগী হতে হবে সে আমি বুঝছি, কিন্তু—কিন্তু আপনি আমার বিরুদ্ধে সত্যি কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। তবে কেন মিছামিছি আমাকে এ লজ্জায় ফেলবেন ?

ব্যোমকেশ। শুনুন, আমি পুলিশের লোক নই। এ অপরাধের মীমাংসা করা আমার দায়িত্ব নয়। তবু আমি যা বুঝতে পেরেছি তা চেপে রাখব কেন, যদি না তাতে আমার কিছু লাভ হয় ?

শকুন্তলা। আমি আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না !

ব্যোমকেশ। আমি যা জেনেছি তা আর কেউ জানে না, কেন না এই ছবির আসল মর্ম্ম কেউ বুঝতে পারে নি। এখন আপনি যদি উচিত মূল্যে আমার এই জ্ঞান কিনে নেন তা হ'লে পুলিশ তা পাবে না।

শকুন্তলা। উচিত মূল্য ?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ। আমার মুখ বন্ধ করার দাম এক লাখ টাকা। আমার বিবেক তার চেয়ে অল্পমূল্যে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে রাজী নয়।

শকুন্তলা। আপনি কি বলছেন ? আপনার অমূলক সন্দেহের দাম এক লাখ টাকা ?

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, কিন্তু এ দাম আমার সন্দেহের নয়। এ দাম আপনাদের দু'জনের গর্দ্দানের।

শকুন্তলা। (মুখ ঢেকে) মিঃ বক্সী, আমাকে কিছু সময় দিন। আমি কিছু ভাবতে পারছি না, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ব্যোমকেশ। বেশ, কাল সকাল পর্য্যন্ত আপনাকে সময় দিচ্ছি। যাতে নিভৃতে আপনার মনঃস্থির করার সুবিধা হয় সেই জন্যে মিস্ মান্নাকেও সরিয়ে দিচ্ছি। কাল সকাল আটটার সময় আমি আসব এবং যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানান তা হলে এ কেস সম্বন্ধে যা জানি সব ভুলে যাবো; পুলিশকে জানিয়ে দেব এর সমাধান আমার দ্বারা হবে না। টাকাটা কোথায়, কি করে দেবেন তা আমি পরে জানাব। কিন্তু আপনি যদি রাজী না হন তা হলে মনে রাখবেন সমস্ত প্রমাণ আমি কালই মিঃ পাণ্ডের হাতে তুলে দেব— (শকুন্তলা কিছু বলবার চেষ্টা করলেন) না, আর আপনার কোন কথা শুনতে চাই না, মনঃস্থির করার অনেক সময় পাবেন। এখন দেরী হয়ে যাচ্ছে।

[দরজার কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'পাণ্ডেজী' —. মিঃ পাণ্ডে, অজিত ও মিস্ মান্না ঘরে ঢুকলেন। শকুন্তলা মুখ ঢেকে বসে রইলেন]

পাণ্ডেজী আমার কাজ হয়ে গেছে, এবার আমরা যেতে পারি। মিস্ মান্না, রাত দশটা পর্য্যন্ত এ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেবেন না। মিসেস সিংকে এক লহমার জন্যেও চোখের আড়াল করবেন না। রাত দশটার পর আপনার ছুটি, আপনি বাড়ী ফিরে যেতে পারেন। মিঃ পাণ্ডে তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

মান্না। (আশ্চর্য্য হয়ে) তা বেশ। কিন্তু ব্যাপার কি?

ব্যোমকেশ। ব্যাপার কিছুই নয়। আপনাকে যা বললাম তার যেন অন্যথা না হয়।

পাণ্ডে। ব্যোমকেশ বাবু, কি হয়েছে?

[ব্যোমকেশ কোন উত্তর না দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন]

অজিত। পাণ্ডেজী, ব্যোমকেশ কিছু বলবে না—জিগ্যেস করা বৃথা।

ব্যোমকেশ। সত্য পাণ্ডেজী, মাফ করবেন, এখন কিছু বলতে পারছি না। (শকুন্তলার দিকে চেয়ে) কাল সকাল আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমি বড় ক্লান্ত। নমস্কার মিসেস সিং—

[কোন দিকে না চেয়ে সোজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মিঃ পাণ্ডে ও অজিত হতভম্ব অবস্থায় একটু দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের পিছনে বেরিয়ে গেলেন। শকুন্তলা পূর্ব্বের মত মুখ ঢেকে বসে রইলেন। মিস মান্না তাঁর দিকে খানিকক্ষণ দেখে আবার ইজি চেয়ারে বসলেন, ঘড়ি দেখলেন তারপর আবার বই নিয়ে পড়তে লাগলেন]

৩য় দৃশ্য

[মিঃ পাণ্ডের অফিস। রাত আটটা। মিঃ পাণ্ডে, ব্যোমকেশ ও অজিত বসে কথাবার্ত্তা বলছেন]

অজিত। ব্যোমকেশ, আর কতক্ষণ আমাদের এ রকম ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখবে? তোমার মৎলবটা বলেই ফেলো না—

ব্যোমকেশ। ধীরে রজনি, ধীরে—

পাণ্ডে। (হেসে) সত্যি ব্যোমকেশ বাবু, আপনার তদন্তের বিচিত্র পদ্ধতি যতই দেখছি ততই অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। আজ সকালে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানতে পারলাম না, অথচ আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা পথ পেয়েছেন।

ব্যোমকেশ। মনে হচ্ছে পেয়েছি। আপনারা যদি আর একটু ধৈর্য্য ধরেন সবই জানতে পারবেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর চোধুরী কি খবর আনছেন তা না জানা পর্য্যন্ত আমাকে মাফ করতে হবে। তিনি ফিরছেন কখন?

পাণ্ডে। ট্রেন ত সাড়ে সাতটায়। এতক্ষণে পৌঁছে যাবার কথা। আমি থানায় খবর দিয়ে রেখেছি, রতিকান্ত ফিরলেই তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবার কথা বলেছি।

[একজন কনস্টেবল প্রবেশ করল]

কনস্টেবল। হুজুর, এক আদমী ভেঁট মাঙ্গতে হেঁ। নাম বোলা—গঙ্গাধর বংশী—

পাণ্ডে। গঙ্গাধর? ব্যাপার কি? ঠিক হুয়, আনে বোলো—

[কনস্টেবল বেরিয়ে গেল]

নতুন কিছু ঘটলো না কি?

অজিত। গভীর জলের মাছ যখন দেখা চাইছেন কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে।

[গঙ্গাধর বংশী ঢুকে নমস্কার জানালেন]

পাণ্ডে। ব্যাপার কি ম্যানেজার বাবু? এই রাত্রে—

গঙ্গাধর। ব্যাপার কিছুই নয় সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট সাহাব, খানিকটা ফুরসৎ পেলাম তাই ভাবলাম একবার আপনার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে যাই। আমাকে ত আপনারা কোন খবরই দেন না, এমন কি মালিকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণটাও এখনো জানতে পাই নি। শুনলাম সকালে আপনারা রানীজির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

পাণ্ডে। হ্যাঁ, শকুন্তলা দেবীকে কিছু প্রশ্ন করবার ছিল।

গঙ্গাধর। সত্যি কি হয়েছে আমি কি জানতে পারি না হুজুর? গুজব শুনছি যে ইঞ্জেকশনে নাকি বিষ ছিল?

ব্যোমকেশ। ডাক্তাররা ত তাই বলছেন। ভাল কথা বংশীজী, ডাঃ পালিতের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?

গঙ্গাধর। (স্খলিত স্বরে) হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। তিনি সেই দশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা অস্বীকার করছেন; শুধু তাই নয়, চোর, দাগাবাজ বলে আমাকে অনেক গালিগালাজও করে গেছেন।

ব্যোমকেশ। টাকাটা কি আপনি নিজের হাতে দিয়েছিলেন?

গঙ্গাধর। না, এ্যাসিস্‌টান্ট ম্যানেজার, মানে লীলাধর দিয়েছিল। মুস্কিল হয়েছে রসিদ নেওয়া হয় নি। ডাঃ পালিত যে এরকম করবেন—

ব্যোমকেশ। সত্যিই ত, ভাবাও যায় না। তা লীলাধরবাবু কোথায়?

গঙ্গাধর। সে—সে শ্বশুরবাড়ী গেছে।

ব্যোমকেশ। তাই না কি? দু'দিন আগে দেবনারায়ণের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় মুজ্‌রা শুনতে বেরুচ্ছিলেন আর আজ একেবারে শ্বশুরবাড়ী!

গঙ্গাধর। তার স্ত্রীর বড়ো অসুখ। কাল টেলিগ্রাম পেয়েই চলে গেছে—

ব্যোমকেশ। হুঁ, টাকাটা ত কম নয়, দশহাজার। এষ্টেটের এতগুলো টাকা মারা যাবে? বংশীজী, আপনার উচিত পুলিশে এত্তেলা দেওয়া। রসিদ না থাকলেও টাকাটা যে ডাঃ পালিত পেয়েছেন তা পুলিশ অনায়াসেই বার করতে পারবে। কি বলেন পাণ্ডেজী?

পাণ্ডে। নিশ্চয়। ম্যানেজারবাবু বলুন—এখুনি তদন্ত সুরু করে দিচ্ছি। দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করবো, কোথাও গরমিল থাকলে ধরা পড়বেই। ডাঃ পালিত আর লীলাধরকেও জেরা করতে হবে, তাঁদের তালাসি নিতে হবে—

গঙ্গাধর। (ঘাড় নেড়ে) না, ডাঃ পালিত যখন অস্বীকার করেছেন তখন পুলিশে এত্তেলা দিয়ে আমার বেইজ্জতি ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। আমার লোকসানের বরাত, ও টাকাটা আমিই পুরিয়ে দেব। পাণ্ডেজী, যদি অনুমতি দেন ত ও টাকাটা আপনার কাছেই জমা রেখে যাই।

পাণ্ডে। (চটে গিয়ে) আমার কাছে কেন? আমি কি সরকারী ট্রেজারী না আপনার এষ্টেটের খাজাঞ্চী?

গঙ্গাধর। (ভয় পেয়ে) না হুজুর, আমি ভাবছিলাম আপনাদের যদি প্রত্যয় না হয়—

পাণ্ডে। আমার প্রত্যয় হওয়া না হওয়ায় কি আসে যায়? যদি আপনার দপ্তরের কাগজপত্র চেক হয় তখন হিসাব মিললেই হল—সে টাকাতেই হোক্ বা রসিদ দিয়েই হোক্। টাকার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

গঙ্গাধর। মাফ করবেন হুজুর, বুঝতে ভুল হয়েছিল। আজ চলি হুজুর—নমস্তে···

[প্রায় পালিয়ে গেলেন]

অজিত। (উচ্চস্বরে হেসে) গভীর জলের বোয়ালটির গলায় কাঁটা আটকেছে, এখন উগরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।

পাণ্ডে। (হেসে) কিন্তু আমার ঘাড়ে উগরোবার মৎলব কেন সেটা বুঝলাম না।

ব্যোমকেশ। নিজে কত সাধু তারই একটা জবরদস্ত সাক্ষী রাখবার চেষ্টা করছিলেন, এই আর কি। কিম্বা হয়তো প্রকারান্তরে আপনাকে ঘুস খাওয়াবার চেষ্টা করছিলেন।

[তিনজনে হাসতে লাগলেন। রতিকান্ত এসে স্যালুট করল]

পাণ্ডে। এই যে রতিকান্ত, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। খবর কি?

রতিকান্ত। Sir, প্রমাণ পেয়েছি। এ ডাঃ পালিতের কাজ।

পাণ্ডে। বল কি? কি প্রমাণ পেয়েছ?

রতিকান্ত। সেই কয়েদীটা স্বীকার করেছে। প্রথমে কিছুতেই বলতে চায় না, অনেক জেরার পর স্বীকার করলো যে ডাঃ পালিতই তার কাছ থেকে কিউরারী কিনেছিলেন।

ব্যোমকেশ। একটা সমস্যার তা হলে শেষ হল।

রতিকান্ত। এবার তা হলে ডাঃ পালিতকে এ্যারেষ্ট করা যেতে পারে। তাঁকে চাপ দিলেই কে তাঁকে নিয়োগ করেছিল বেরিয়ে পড়বে।

পাণ্ডে। দাঁড়াও, অত তাড়াতাড়ি করলে চলবে না। একটা ছিঁচকে চোরের সাক্ষীর ওপর ডাঃ পালিতের মত লোককে এ্যারেষ্ট করা নিরাপদ নয়। এ দিকে আরো কিছু খবর সংগ্রহ হয়েছে—

[ব্যোমকেশের দিকে তাকালেন]

রতিকান্ত। (উৎসুক হয়ে) কি খবর ?

পাণ্ডে। ব্যোমকেশ বাবু, আপনিই বলুন—

ব্যোমকেশ। ইন্সপেক্টর চৌধুরী, আজ আমরা জানতে পেরেছি দীপবাবুকে খুন করার প্রকৃত মোটিভ্‌ কি। শকুন্তলা দেবীর একজন গুপ্ত প্রণয়ী আছে।

রতিকান্ত। (আশ্চর্য্য হয়ে) তার মানে ?

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা তিন মাস অন্তঃসত্ত্বা। দীপবাবুকে খুন করার মোটিভ্‌ ছিল যাতে তিনি শকুন্তলার এ অবস্থার কথা না জানতে পারেন। তিনি সেরে উঠছিলেন, আর বেশীদিন এ কথা তাঁর কাছে গোপন রাখা যেত না।

রতিকান্ত। বলেন কি আপনি ? শকুন্তলা দেবী খুনী ?

ব্যোমকেশ। না। আজ সকালবেলা শকুন্তলা দেবীকে জেরা করেছিলাম। প্রথমটা চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে পড়লেন। সোজাসুজি না বললেও বুঝতে পেরেছি যে অপরাধী হচ্ছে তাঁর গুপ্ত-প্রেমিক।

রতিকান্ত। (উত্তেজিত ভাবে) নাম বলেছেন ?

ব্যোমকেশ। শকুন্তলা দেবী স্ত্রীলোক, তাঁর লজ্জা-সঙ্কোচ আছে, কলঙ্কের ভয় আছে, তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আজ তিনি বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তাই তাঁর মুখ থেকে কিছু বার করতে পারি নি।

রতিকান্ত। আমি একবার চেষ্টা করে দেখব? আমি যদি একলা গিয়ে তাঁকে জেরা করি, হয় ত—

ব্যোমকেশ। না, না সে চেষ্টা করবেন না, তাতে উল্টো উৎপত্তি হতে পারে। আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি।

রতিকান্ত। কি রকম?

ব্যোমকেশ। ইন্সপেক্টর চৌধুরী, আপনি পুলিশের লোক। কি করে রাজসাক্ষী যোগাড় করতে হয় তা আপনার অজানা নেই। শকুন্তলা দেবীকে সত্যিমিথ্যা মিলিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে অপরাধীকে আমরা জানি। তিনি খুবই ভয় পেয়েছেন এবং কাল সকালে আমাকে সব জানাবেন বলেছেন। কাল সকালে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি লিখে আনলেই হবে।

রতিকান্ত। কিন্তু তিনি যদি শেষ পর্য্যন্ত বেঁকে বসেন, স্বীকারোক্তি না দেন তখন কি করবেন? সত্যিই ত আপনি তা হলে কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না!

ব্যোমকেশ। ব্যোমকেশ বক্সীর ওপর ভরসা রাখুন ইন্সপেক্টর চৌধুরী। শকুন্তলার স্বীকারোক্তি কাল সকালে নিশ্চয় পাওয়া যাবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। স্থির নিশ্চয় না হয়ে কি আমি এমনি এ কথা বলছি?

রতিকান্ত। যাক্ তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু ডাঃ পালিতের বিপক্ষে যে প্রমাণ পাওয়া গেল তার জন্যে কি করা উচিত?

ব্যোমকেশ। উপস্থিত কিছুই নয়। কাল কতদূর কি শকুন্তলা বলেন দেখা যাক্ তারপর ব্যবস্থা করলেই হবে।

রতিকান্ত। আচ্ছা আমি তা হলে চলি। সারাদিন ধকল গেছে, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—

ব্যোমকেশ। পাণ্ডেজী, ইন্সপেক্টর চৌধুরীকে পাহারার ব্যবস্থাটা বলে দিন।

পাণ্ডে। হ্যাঁ রতিকান্ত, তোমাকে বলে রাখা উচিত। আজ রাত দশটা থেকে দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ীতে আর কোন গার্ড রাখার দরকার নেই। আমি বর্ম্মাকে বলে রেখেছি, সে সব সরিয়ে নেবে। মিস মান্নাও দশটার সময় বাড়ী ফিরে যাবেন, ব্যবস্থা করেছি।

রতিকান্ত। কেন Sir? হঠাৎ এ রকম সব সরিয়ে দিচ্ছেন যে?

ব্যোমকেশ। কেসের নিষ্পত্তি ত হয়েই গেল। মিছামিছি কনস্টেবল গুলোকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ বলুন? আর মিস মান্নারও থাকার দরকার নেই, শকুন্তলা দেবী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। রাত্রে একলা থাকলে তাঁর মনঃস্থির করার সুবিধা হবে।

রতিকান্ত। বেশ, আপনারা যখন ভাল বুঝছেন তখন তাই ভাল। আচ্ছা চলি, Good Night.

[স্যালুট করে বেরিয়ে গেল]

অজিত। (প্রকাণ্ড হাই তুলে) রতিকান্তকে যে কথা গুলো বললে তা আমাদের আগে বল্লে কি ক্ষতি হত? সব বিষয়ে হেঁয়ালী রচনা করা তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ব্যোমকেশ। আহা চটছো কেন? একই কথা দু বার না বলে একবার বলেছি তাতে অন্যায় কি হয়েছে!

অজিত। যাক্, কেসের যখন প্রায় নিষ্পত্তি হয়ে গেছে তখন রাত জেগে আর কি হবে? তারচেয়ে সকাল সকাল খেয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুলে বেশী কাজ হবে। কি বলেন পাণ্ডেজী?

পাণ্ডে। প্রস্তাবটা মন্দ নয়. কাল সকালের আগে ত আর করবার কিছু নেই।

ব্যোমকেশ। অজিত, আজ কি তিথি হে?

অজিত। কেন? আজ ত অমাবস্যা।

ব্যোমকেশ। তাই নাকি? বাঃ খুব লাগসৈ হয়েছে ত!

পাণ্ডে। কি ব্যাপার ব্যোমকেশ বাবু?

ব্যোমকেশ। অজিত কবি মানুষ, ওকে জিগ্যেস করুন। অভিসার যাত্রার পক্ষে অমাবস্যার রাতই সবচেয়ে প্রশস্ত।

অজিত। বাজে কথা ছাড়। মাথায় আবার কি ঢুকেছে তাই বল।

ব্যোমকেশ। সকাল সকাল খেয়ে নেওয়ার কথা ঠিকই বলেছ অজিত। কিন্তু তারপর লেপমুড়ি দিয়ে শোয়া হবে না। একবার বেরুতে হবে—দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ী।

পাণ্ডে। সে কি? এই ত রতিকান্তকে বল্লেন যে কাল শকুন্তলা নিশ্চয়ই স্বীকারোক্তি দেবেন! তা হলে আবার কেন?

ব্যোমকেশ। স্বীকারোক্তি ঠিকই দেবেন কিন্তু কি দেবেন সেইটাই ভাবনার কথা। মিঃ পাণ্ডে, হঠাৎ মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, হয়ত অপরাধীকে আজ রাত্রেই ধরতে পারবো।

পাণ্ডে। বলেন কি? কি প্ল্যান?

ব্যোমকেশ। আজ সকালে যখন শকুন্তলাকে জেরা করছিলাম তখন তিনি বিশেষ কিছু বলেননি বটে কিন্তু ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

আমার মনে হচ্ছে প্রথম সুযোগেই দুষ্মন্তের কাছ থেকে জানতে চাইবেন যে কাল তাঁর কি বলা উচিত। সেইজন্যে মনে হয় মিস মান্না আর গার্ডদের সরিয়ে দিয়ে খুব সুবিধা হয়েছে। এ সুযোগ তারা ছাড়বে না, নিভৃতে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবেই এবং সে অবস্থায় যদি তাদের ধরা যায় তা হলে আর বেশী প্রমাণের দরকার হবে না। আজ রাত্রে আমাদের সেই আশাতে দীপবাবুর বাড়ীতে ওৎ পাততে হবে।

পাণ্ডে। রতিকান্তকে তা হলে একটা খবর পাঠাতে হয়

ব্যোমকেশ। প্রয়োজন কি, আমরাই যথেষ্ট। সে বেচারী সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আছে, তাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি ?

অজিত। তা হলে তোমার প্ল্যান কি ?

ব্যোমকেশ। প্ল্যান খুব সরল। রাত দশটার পর দীপবাবুর খিড়কী দোরে পাহারা দেব এবং যদি আমাদের আশা পূর্ণ হয়, দুষ্মন্তের শকুন্তলার কুঞ্জে প্রবেশের পর সেই পথ দিয়ে ঢুকে তাদের কথাবার্তা শুনবো। তারপর যথাসময়ে দু'জনকেই হাতেনাতে ধরবো।

অজিত। আমাকে সঙ্গে নেবে ত ?

ব্যোমকেশ। নিশ্চয়ই। তুমি আমি আর পাণ্ডেজী এই তিন মহারথী আজ রাত্রে, অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে, জয়যাত্রায় বেরুব।

পাণ্ডে। আকাশে কিন্তু ভীষণ মেঘ করেছে, ঝড় বৃষ্টি হতে পারে—

ব্যোমকেশ। পাণ্ডেজী, আপনি একটু ভিতরে গিয়ে তাড়া দিন, খেয়ে বেরুতে হবে। খালি পেটে না সহ্য হবে পাটনাই মশার কামড় আর না শক্তি থাকবে শীতকালের বৃষ্টিতে ভেজবার। দশটার মধ্যেই আমাদের পৌঁছতে হবে, কোন প্রহরে যে দুষ্মন্তের আবির্ভাব হবে তা ত জানা নেই ! আর আপনার বাড়ীর কনেস্টবল দুটোকেও সঙ্গে নিতে হবে।

পাণ্ডে। নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

[ব্যস্তভাবে ভিতরে গেলেন]

অজিত। ব্যোমকেশ, বল না লোকটা কে ?

ব্যোমকেশ। (সিগারেট ধরিয়ে) আচ্ছা, আজ সকালে শকুন্তলার ঘরের ছবিটা ভাল করে দেখেছিলে ? সেদিন রাত্রে যা দেখেছিলে তার চেয়ে কোন তফাৎ বুঝেছ ?

অজিত। (চটে) না, কোন তফাৎ দেখিনি। ছবির শকুন্তলা তেমনি চারাগাছে জল ঢালছেন, দুষ্মন্ত তেমনি গাছের আড়াল থেকে উঁকি মারছেন। কারুর হাতেই কিউরারীর শিশি দেখিনি। কাজেই ও ছবি থেকে কে অপরাধী তা বোঝা আমার ক্ষমতার বাইরে।

ব্যোমকেশ। তা হলে আর কি করা যায় বল ? আরো একটু ধৈর্য্য ধর। আজ রাত্রেই হয় ত এস্পার ওস্পার হয়ে যাবে।

[সিগারেটের ধোঁয়ার রিং করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অজিত ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

৪র্থ দৃশ্য

[রাত দশটা। শকুন্তলার ঘর। প্রায় অন্ধকার। খাটের উপর শুয়ে শকুন্তলা এপাশ ওপাশ করছেন। বাইরে বৃষ্টির শব্দ আসছে, দমকা হওয়ায় দরজার পর্দা উড়ছে, দরজা কেঁপে কেঁপে উঠছে। দরজার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের আলো মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে এসে পড়ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে বাজ পড়লো, শকুন্তলা উঠে বসে দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন। তাঁর ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর মনের অস্থিরতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব—যেন কী তাঁর করা উচিত তা স্থির করতে পারছেন না। এমন সময়ে নজরে পড়লো রাইটিং টেবিলের উপর রাখা দীপনারায়ণ সিং-এর ছবিটা। ছবিটার দিকে তাকিয়ে শকুন্তলা ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে রাইটিং টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর চেয়ারে বসলেন। দু'হাতে ছবিটাকে ধরে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন, চোখে ভয় ও মিনতি। দেখতে দেখতে তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠলো। ছবিটাকে রেখে তিনি টেবিলের উপর মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন]

শকুন্তলা। ক্ষমা করো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো—আমাকে ক্ষমা করো—

[মাথা তুললেন, চোখের জলে মুখ ভাসছে]

বিশ্বাস করো, আমি জানতাম না, এমন হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মুক্তি আমি চেয়েছিলাম—কিন্তু সে মুক্তি যে এমন ভাবে আসবে তা আমি কল্পনাও করিনি। বিশ্বাস করো—আমাকে তুমি বিশ্বাস করো—। তুমি দেবতা, পথ থেকে আমায় কুড়িয়ে এনেছিলে, স্নেহ-ভালবাসায় ডুবিয়ে রেখেছিলে কিন্তু আমি তার কোন প্রতিদান দিতে পারিনি। তোমাকে ভালবাসবার জন্তে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার অবাধ্য মন কোন শাসন মানেনি। কিন্তু বিশ্বাস করো—প্রেম না দিতে পেরে থাকি, ভালবাসতে না পেরে থাকি, অশ্রদ্ধা তোমাকে কখনো করিনি, তোমার কোন ক্ষতি কখনো চাইনি—

[আবার টেবিলে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ালেন। খাটের কাছে এসে বাজুতে হাত রেখে নিজেকে কষ্ট করে খাড়া করলেন]

আমি বুঝতে পারিনি, পাপ পুণ্য, সৎ অসৎ—এর ভেদাভেদ বুঝতে পারিনি। কেউ আমাকে শেখায়নি কি করে সংযত হতে হয়, কি করে প্রলোভনের হাত এড়াতে হয়। আমি দুর্ব্বল তাই আর একজন যখন আমাকে তার কাছে ডাকলো তখন সে ডাকে সাড়া না দিয়ে আমি পারিনি, লজ্জা সঙ্কোচের বাধা না মেনে মোহাচ্ছন্নের মত অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, দুর্নিবার বন্যার স্রোতে ভেসে গিয়েছি। তারপর—তারপর যেদিন জ্ঞান হলো সেদিন দেখলাম এক পঙ্কিল আবর্ত্তের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গেছি—

[কোন রকমে বিছানায় এসে বসলেন]

হঁ্যা, এ অবস্থা থেকে আমি পরিত্রাণ চেয়েছিলাম। এ লজ্জা ঢাকবার জন্তে, মান সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্তে কাতর হয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, এমন কি তোমার কাছ থেকেও মুক্তি চেয়েছিলাম···কিন্তু বিশ্বাস করো এমন করে

বাঁচতে চাইনি, এমন ভাবে মুক্তি আমি চাইনি। আমি ভুল বুঝেছিলাম— সমস্ত ভুল বুঝেছিলাম—আমাকে তুমি ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—

[কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন, সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বাইরে দুর্যোগ তেমনি চলতে লাগল। ঘরের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি ও কান্নার শব্দের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হতে লাগল। এমন সময় ধীরে ধীরে বাথরুমের দরজা খুলে একজন প্রবেশ করল। ছায়ামূর্ত্তির দীর্ঘ সবল চেহারা কিন্তু আর কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। দরজা খোলার সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া ঘরে ঢুকলো—শকুন্তলা সচকিত ভাবে উঠে বসলেন]

শকুন্তলা। কে? কে? (চিনতে পারলেন) তুমি এসেছ, এসেছ!

[আগন্তুক কোন উত্তর না দিয়ে ঘর পার হয়ে অন্য দরজাটার কাছে এসে দেখল সেটা বন্ধ কি না, তারপর ঘরে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এখনো তাকে চেনা যাচ্ছে না।]

এ কদিন আমার কি ভাবে কেটেছে তা যদি বুঝতে! ও কি? ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাছে এস।

আগন্তুক। না, এখানেই বেশ আছি।

শকুন্তলা। এ কি হল বল ত? এ তুমি কি করলে? এ ত আমি চাইনি। এমন যে হবে তা ত তুমি বলনি?

আগন্তুক। তুমি কি ভেবেছিলে আগুন নিয়ে খেলা এতই সহজ? কেউ তাতে পুড়বে না?

শকুন্তলা। কিন্তু আমি কি করবো ? আজ তিনদিন নজরবন্দী হয়ে আছি। কি উদ্বেগে, কি দুশ্চিন্তায় আমার দিন কাটছে তা যদি জানতে ! আমি কি করবো, কি করা উচিত কিছুই ভেবে পাচ্ছি না !

আগন্তুক। কেন ? এখনো মনঃস্থির করে উঠতে পারনি ?

শকুন্তলা। (আশ্চর্য্য হয়ে) মনঃস্থির ? কেন, কিসের মনঃস্থির ?

আগন্তুক। (ব্যঙ্গের সুরে) রাজসাক্ষী হবার জন্যে ! আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্যে !

শকুন্তলা। (আর্তস্বরে) এ তুমি কী বলছো ? রাজসাক্ষী হব ? ধরিয়ে দেব, তোমাকে ?

আগন্তুক। হ্যাঁ, তোমার স্বামীর খুনের দায়ে আমার ফাঁসি হলে তুমি নিষ্কণ্টক হবে। আমি শুধু ভাবছি মোহের বশে আমি কতদূর অন্ধ হয়েছিলাম যার জন্যে এই জঘন্য অপরাধ করতে আমার বাধল না ! আমার বোঝা উচিত ছিল নিজের স্বামীকে খুন করবার জন্যে যে প্ররোচনা দিতে পারে, বিশ্বাসঘাতকতা করা তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।

শকুন্তলা। (উত্তেজিত ভাবে) খুন করার প্ররোচনা দিয়েছি আমি ? বিশ্বাসঘাতকতা করেছি আমি ? সমস্ত কলঙ্ক লজ্জা সন্দেহ আমার মাথার ওপরে ভেঙ্গে পড়েছে তবু আমি মুখ ফুটে কিছু বলিনি, তা সত্ত্বেও এ অপবাদ দিচ্ছ ?

আগন্তুক। আজ বলনি, কিন্তু কাল ? কাল সকালে যখন ব্যোমকেশ বক্সী আসবে—তখন ? তখন তাকে তোমার স্বীকারোক্তি দেবে না ?

শকুন্তলা। হ্যাঁ দেব। তার প্রস্তাবে মত না দিয়ে আর উপায় নেই। কিন্তু সে ত—

আগন্তুক। (ক্রুর হেসে) ঠিক্, আমিও সেই কথাই বলছি। শৌন

শকুন্তলা, এ অপরাধের দায়িত্ব আমার একার নয়। খুন আমরা দুজনেই করেছি তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে দুজনকেই করতে হবে। আমার প্রাণের বদলে তোমাকে প্রাণ বাঁচাতে দেব না—

[পকেট থেকে পিস্তল বার করলো]

শকুন্তলা। না—না। আমার কথা শোন—। তুমি ভুল বুঝেছ—

আগন্তুক। ভুল বুঝিনি। আমি মরলে যেমন তোমার লাভ, তেমনি তুমি মরলে আমার লাভ।

[শকুন্তলা খাট থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করলেন। আগন্তুক পর পর দুবার গুলি করলো। আর্তনাদ করে শকুন্তলা পড়ে গেলেন। তাঁর মৃতদেহের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আগন্তুক মাথার কাছে বসল ও কপালে বাঁ হাত রাখলো। তারপর শকুন্তলার দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে খাটে শুইয়ে দিল এবং পিস্তল খাটের ওপর রেখে চাদরে দেহ ঢেকে দিল। দু'হাতে শকুন্তলার মুখ ধরে নিশ্চল ভাবে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ বাথরুমের দোর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ঢুকলেন মিঃ পাণ্ডে। আগন্তুক তাড়াতাড়ি শকুন্তলার মাথা বালিশে নামিয়ে পিস্তল তুলে ধরল, কিন্তু গুলি করবার আগেই পাণ্ডেজী গুলি করলেন। আগন্তুকের হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল। দু'হাতে বুক চেপে সে বিছানার ওপর পড়ে গেল। ব্যোমকেশ সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালেন। অজিতও দৌড়তে দৌড়তে ঢুকলেন। আলোতে আগন্তুকের মুখ দেখা গেল—]

অজিত। (ঘোর বিস্ময়ে) রতিকান্ত !!

ব্যোমকেশ। হ্যাঁ, রতিকান্ত।

পাণ্ডে। রতিকান্ত ! বিশ্বাস হচ্ছে না। ব্যোমকেশ বাবু, ভুল করে ফেললাম না ত ?

ব্যোমকেশ। না পাণ্ডেজী, কোন ভুল নেই। আমি আগে থেকে জানতাম।

[তিনজনে খাটের কাছে গেলেন]

অজিত। কি করে জানলে ?

ব্যোমকেশ। চোখ নেই তোমার ? চেয়ে দেখ, ভালভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে চেয়ে দেখ। দুষ্মন্তের চোখের রং নীল—আর ঐ দেখ রতিকান্তের চোখ—তাও নীল।

পাণ্ডে। (বিহ্বল ভাবে) তাই ত !

ব্যোমকেশ। গোপন প্রেমকে ব্যক্ত করার জন্যে শকুন্তলা একদিন এ ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর নাম শকুন্তলা, তাই পৌরাণিক দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গল্পই হল ছবির বিষয়বস্তু। প্রেমিকের আসল মূর্তিকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি, শুধু চোখ দুটি এঁকে তিনি ব্যর্থ কামনাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। নিয়তির পরিহাসে সেই চোখ দুটি আজ এই ট্র্যাজেডীর সাক্ষী হয়ে রইল।

অজিত। কিন্তু শুধু ছবি দেখেই তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?

ব্যোমকেশ। না, প্রথমটা পারিনি, কিন্তু রহস্যের সূত্র যে ছবিটার মধ্যে আছে তা বুঝেছিলাম। রতিকান্তের উপর প্রথম সন্দেহ হয় আজ সকালে, যখন জানতে পারি যে li ver-এর vial-এ কিউরারী পাওয়া যায়নি। Vial বদলের সবচেয়ে বেশী সুযোগ তারই ছিল। তারপর যখন শকুন্তলার ড্রেই

ঘরে আবার ছবিটা দেখলাম লক্ষ্য করলাম দুষ্মন্তের নীল চোখ। মনে পড়ে গেল যে রতিকান্ত ছাড়া এখানে আর কারুর নীল চোখ দেখিনি। তখনই সব সন্দেহের নিষ্পত্তি হয়ে গেল। রতিকান্ত নিজেই ডাক্তারখানার তালা ভেঙেছিল, নিজেই সব করেছিল। সে-ই দুষ্মন্ত।

[ঘরে মৃতদেহ দুটির দিকে তাকালেন]

সেই চিরন্তন ট্র্যাজেডী। বহ্নি আর পতঙ্গ! এ কাহিনীর শেষ নেই, স্যার। জগৎ জুড়ে এরই পুনরাবৃত্তি চলছে। কখনো পতঙ্গ তিল তিল করে পুড়ে মরে, কখনও মুহূর্ত মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যায়!

অজিত। কিন্তু এখানে কে পতঙ্গ? কেই বা বহ্নি?

ব্যোমকেশ। কে জানে? হয়ত দুজনেই বহ্নি, দু'জনেই পতঙ্গ। (একটু থেমে) ঝড়বৃষ্টির জন্যে আমাদের দেরী হয়ে গেল—এদের জীবিত ধরতে পারলেই ভাল হত।

পাণ্ডে। (মাথা নেড়ে) না, এই ভাল।

[পকেট থেকে হুইসিল বার করে বাজালেন। বাথরুমের দরজা দিয়ে দু'জন কনস্টেবল ঢুকলো। অন্যদিকের দোর খুলে এঁরা তিনজন ধীরে ধীরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন]

যবনিকা